শ্রী ভক্তিরহস্য কর্ণিকা

ডঃ কানুপ্রিয় গোস্বামী

শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা

'সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি—'

(কাঠকে ১।২।১৫)

'বেদৈঃ সাঙ্গপদ-ক্রমোপনিষদৈ-

র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।' (ভাগবত ১২।১৩।১)

'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো—'

(গীতা ১৫।১৫)

'গৌণ-মুখ্যবৃত্তি কি অন্বয়-ব্যতিরেকে।

বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥'

(চরিতামৃত ২।২০।১২৮)

পরিবর্দ্ধিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যাব্দ

৪৯২
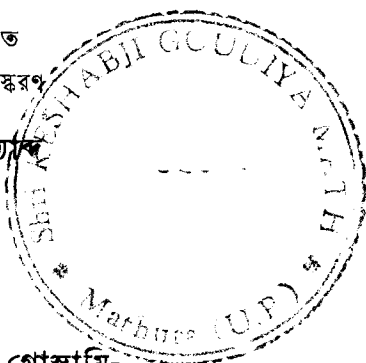
শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি-

প্রণীত

[দশ টাকা মাত্র।

—প্রকাশক—
শ্রীকিশোররায় গোস্বামী
৩ বি, গাঙ্গুলীপাড়া লেন,
পাইকপাড়া, কলিকাতা—২

গ্রন্থ-প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামী
শ্রীগৌররায় সেবাকুঞ্জ
প্রাচীন মায়াপুর রোড,
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া।

২। ঢাকা ষ্টোরস
রাজার বাজার
পোঃ নবদ্বীপ,
নদীয়া।

৩। মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
[কলেজ স্কোয়ার]
কলিকাতা-৭৩

৪। শ্রীগৌররায় গোস্বামী
কোয়ার্টার্স নং সি.এন.-৯০
কোক ওভেন কলোনী
দুর্গাপুর-২
জিলা বর্দ্ধমান, পঃবঙ্গ

মুদ্রণে ঃ—গৌতম প্রিন্টিং ওয়ার্কস
চরমাজদিয়া বাজার
নদীয়া।

নিবেদন

শ্রীশ্রীগৌররায়-মহাপ্রভুর প্রেরণায়, শুভেচ্ছায় ও অচিন্ত্য-কৃপায়, 'শ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা' গ্রন্থের প্রকাশকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। এইজন্য সর্বাগ্রে তদীয় রাতুল শ্রীচরণাম্বুজে সকৃতজ্ঞ অশেষ প্রণতি নিবেদন করি।

এই গ্রন্থ লিখন বিষয়ে আমার কোন স্পৃহা, আগ্রহ বা সঙ্কল্প ছিল না। সেই অনন্ত লীলাময়ের কোন্ উদ্দেশ্যে জানিনা, ঘটনাচক্রে এই গ্রন্থের প্রকাশ কার্য্যে অপ্রত্যাশিতরূপে এমনভাবে জড়িত হইয়া পড়িতে হইল যে, ইহা হইতে নিবৃত্ত হইবার কোন উপায়ও ছিল না ; অথচ অগ্রসর হওয়াও মাদৃশ ক্ষুদ্র ও অজ্ঞ জীবের পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণই হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইহার সম্পূর্ণ কোন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইবার পূর্বে মুদ্রাঙ্কন কার্য্য আরম্ভ হইয়া যাওয়ায়, উহার সঙ্গে সঙ্গে তদীয় প্রেরণায় যখন যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই মুদ্রিত হইয়া এইভাবে গ্রন্থখানির পরিসমাপ্তি হয়। তদ্বিষয়ে বিস্তারিত ঘটনাবলীর উল্লেখ অনাবশ্যকবোধে কেবল উহার ইঙ্গিত মাত্র করা হইল।

নিজ নিয়মিত কার্য্যের পর গ্রন্থাদি লিখিবার মত কোন অবসর ছিল না বলিলেই চলে। অথচ এই গ্রন্থ প্রকাশ কার্য্য ঘটনাচক্রে আমার পক্ষে বাধ্যতামুলক হইয়া পড়িল। যে-হেতু সঙ্গে সঙ্গে ছাপার কার্য্য চলিতে থাকায়, উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলিয়া রাখাও চলে না ; আবার প্রত্যেক ফর্মাতেই গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার অভিপ্রায় লইয়া লিখিতে বসিলেও, সমাপ্তির দিকে না গিয়া, উহার গতি বুঝা যাইতে লাগিল—বিস্তারিত হইবার দিকেই। কি ভাবে কোথায় গিয়া শেষ হইবে তাহাও ছিল অজ্ঞাত ; সুতরাং ইহাও এক সমস্যার বিষয় হইয়াছিল। তাহার উপর নানাপ্রকার

প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া সামান্য অবসর সময়ে তিন বৎসরাধিক কাল অবিরতভাবে এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিয়া,আজ যে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে,—অন্যের পক্ষে যাহাই বিবেচিত হউক,—ইহা সেই পরম করুণাময়ের এক কৃপার খেলা ব্যতীত আমার পক্ষে অন্য কিছুই মনে করিবার উপায় নাই।

কি উদ্দেশ্যে জানি না,—যিনি সুকৌশলে এই গুরুভার আমার দুর্বল শিরোপরি চাপাইয়া দিয়াছিলেন, তিনিই যে আজ কৃপাপূর্বক সকুশলে উহা নামাইয়া লইয়া, আমাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে দিলেন, এই পবিত্র ভার বহন করিতে পারিবার সৌভাগ্যমাত্রই আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ইহার অধিক আমার আর কিছুই প্রাপ্য নাই।

যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার মত, মাদৃশ সর্ববিষয়ে অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ ক্ষুদ্র জীব এই গ্রন্থ রচনায় কেবল লেখনী ধারক মাত্র ; প্রেরকরূপে সেই দীন-বৎসল প্রভুই ইহার প্রণেতা বলিয়াই আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। পঙ্গুকে দিয়া যিনি নির্বিঘ্নে শৈল লঙ্ঘন করাইয়া থাকেন, সেই তাঁহার করুণার প্রবাহিনী প্রায়শঃ নিম্নগামিনী। সুতরাং মাদৃশ হীনজনের প্রতি তাঁহার এই করুণার কোন অসম্ভাবনার কারণ দেখা যায় না।

অতএব এই গ্রন্থ প্রকাশে আমাকে কেবল নিমিত্ত মাত্র করিয়া যিনি নিজেই সমস্ত সমাধান করিয়াছেন,—ইহার সমস্ত কর্তৃত্ব সেই ইচ্ছাময়েরই। তথাপি মাদৃশ অযোগ্য আধারের অজ্ঞতাদি দোষ ইহাতে সংস্পৃষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সারগ্রাহী হংসস্বভাব, অদোষদর্শী সজ্জনবৃন্দ কৃপাপূর্বক সেই হেয়াংশ বর্জ্জন ও উপেক্ষা করিয়া, গুণাংশ থাকিলে তাহাই গ্রহণ করিবেন—এই বিনীত প্রার্থনা।

বর্ত্তমানে এই গ্রন্থের কোনও প্রয়োজনীয়তা বিবেচিত হইবে কি না, কিম্বা ইহা ব্যর্থতা অথবা সার্থকতা বরণ করিবে, তদ্বিষয়ে বিবেচনা

করিবার মত আমার কোন সামর্থ্য নাই। সহৃদয় ও চিন্তাশীল সজ্জন ও সুধিবৃন্দ নিজ বিবেচনায় তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন। ইহার বিচার ভার তাঁহাদিগেরই উপর সন্ন্যাস্ত রহিল।

এই গ্রন্থখানি যাঁহারাই কৃপাপূর্বক অভিনিবেশ ও চিন্তার সহিত পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই নিরপেক্ষ অভিমত জানিতে পারিলে উপকৃত ও অনুগৃহীত হইব।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে কোন ভাবে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন,—সকলকেই সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

সর্বশেষে সর্ববৈষ্ণবচরণে সকাতর প্রার্থনা এই যে শ্রীনামাশ্রয়ে থাকিয়া এই ব্যর্থ জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি দিন যাহাতে অনর্থশূন্য হইয়া নিজ অভীষ্ট ভজনে নিযুক্ত থাকিতে পারি, ক্ষুদ্র জীবাধমের প্রতি তাঁহারা সেই অহৈতুকী কৃপা বিস্তার করুন। ইতি—

শ্রীধাম নবদ্বীপ।
অক্ষয় তৃতীয়া
২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬ সাল;
শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৭৩।

শ্রীশ্রীগৌররায় শ্রীচরণাশ্রিত—
দীনাতিদীন
গ্রন্থকার।

দ্বিতীয় সংস্করণের

—বিজ্ঞপ্তি—

শ্রীশ্রীগৌররায়হরির অহৈতুকী ও অচিন্ত্য কৃপায় এবং সাধু-সুধী ও সজ্জন-বৃন্দের আগ্রহে, শুভেচ্ছায় ও পোষকতায়, 'শ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

কার্য্যক্ষেত্রে নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর, এই গ্রন্থের প্রচার বিষয়ে যথোপযুক্ত বিজ্ঞাপনাদির বা অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থাদির সুযোগ না থাকিলেও, গ্রন্থ নিজেই নিজেকে প্রচার করিয়াছেন। যে সকল অনুসন্ধিৎসু, চিন্তাশীল ও গ্রন্থের বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ সম্পন্ন সহৃদয় সজ্জনগণকর্ত্তৃক ইহা সমাদরে গৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদিগের প্রতি সর্বান্তঃ-করণে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বর্ত্তমান সময়ে কাগজের মূল্য বৃদ্ধি ও গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যয়, পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা প্রায় চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইলেও যথাসম্ভব ব্যয় পরিমাণের নিকটবর্ত্তী করিয়া, এই দ্বিতীয় সংস্করণের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইলেও, পূর্বাপেক্ষা বহুলাংশে মূল্য বর্দ্ধিত করিতে হইল বলিয়া আমরা দুঃখিত। পরিস্থিতি বুঝিয়া, নূতন গ্রাহকগণ সেজন্য মার্জনা করেন,—ইহাই অনুরোধ। তবে গ্রন্থের ক্রয় মূল্য অপেক্ষা ইহার বিষয়বস্তুর মূল্য যদি সহৃদয় পাঠকগণের নিকট অধিক বোধ হয়, তাহা হইলে আমাদের এই প্রচেষ্টার সার্থকতা ও চিত্তের প্রসন্নতা অবশ্যই লভ্য হইতে পারিবে।

সর্বদোষনিধি কলির প্রভাবে পরমার্থ জগতেও প্রভূত অনর্থের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। গ্রন্থকারকৃত "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম" ; "শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি" এবং "শ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা" গ্রন্থত্রয়ের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে বহু মনীষী ব্যক্তিই মুক্তকণ্ঠে মত প্রকাশ করিয়াছেন। (গ্রন্থের ভূমিকা ও অভিমত প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। বর্ত্তমানে উক্ত গ্রন্থত্রয়ের নাম প্রভৃতি কিছুরই উল্লেখ না করিয়া, উহার অংশ বিশেষ প্রবন্ধাকারে কিম্বা প্রায় সম্পূর্ণ গ্রন্থই কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত

করিয়া অথবা ভাষান্তরিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে বা প্রকাশের উদ্যোগ চলিতেছে—এরূপ অনুমান করিবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। আমরা তদ্বিষয়ে সহৃদয় পাঠকবর্গের প্রতি এইমাত্র নিবেদন জানাইয়া রাখিতেছি যে,—উক্ত গ্রন্থ তিনখানির প্রথম মুদ্রাঙ্কণ কাল নিম্নে বিজ্ঞাপিত হইল ; * যদি উক্ত গ্রন্থত্রয়ের মৌলিকাংশ সকলের সহিত অন্য কোন প্রবন্ধ বা গ্রন্থাদির একরূপতা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উভয়ের মুদ্রাঙ্কণ কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই, পূর্বাপর বিচার দ্বারা আসল ও নকল নিরূপণ করিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না। আপাততঃ এবিষয়ে মাত্র এইটুকুই ইঙ্গিত করিয়া রাখা হইল।

এই দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণে অপর উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম রায় ও তদীয় সুযোগ্য পুত্রদ্বয় যাঁহারা সুদূর আমেরিকায় কর্মনিরত, স্বধর্মনিষ্ঠ, উদারচরিত্র ও ভক্তিপরায়ণ—শ্রীমান প্রশান্ত রায়, বি. এম. ই (যাদবপুর) এম. এস (যুক্তরাষ্ট্র) এবং শ্রীমান কল্যাণ রায়, এম. টেক (কলিকাতা) পি. এইচ. ডি (যুক্তরাষ্ট্র)—ভ্রাতৃ-যুগলের এবং পরমভক্তিমান ও উদারহৃদয় শ্রীযুক্ত মঙ্গলচন্দ্র সাহা ও শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গহরি পাল মহাশয়ের স্বতঃ প্রণোদিত ও সদৈন্য অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থের আংশিক মুদ্রণ ব্যয় নির্বাহ হইয়াছে। এই গ্রন্থপাঠে সজ্জনগণ মধ্যে যদি কেহ কিছুমাত্র প্রীতিলাভ করেন, তাহা হইলে তদীয় শুভেচ্ছার সহিত শ্রীগৌর-গোবিন্দ চরণে, ইঁহাদের পারমার্থিক মঙ্গলের নিমিত্ত, তিনি যেন কৃপাপূর্বক প্রার্থনা করেন,—ইহাই বিনীত অনুরোধ।

---

*১। 'জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম' ভাদ্র ১৩৩৮ সাল হইতে ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে 'শ্রীশ্যামসুন্দর' পত্রিকায় প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রথম মুদ্রাঙ্কণ ১৩৪০ সাল।

২। 'শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি' (প্রথম কিরণ) ১৩৪৯ সালে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত।

৩। 'শ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা'—শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৭৩। ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৬ সাল।

বর্তমান সংস্করণে, গ্রন্থকারকর্তৃক গ্রন্থের পূর্ব বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রয়োজন স্থলে কোন বিষয় পরিবর্জন, পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন ও সংশোধন দ্বারা এবং গ্রন্থের বিষয় সূচীর একটি তালিকা (পৃষ্ঠা সংখ্যার নির্দ্দেশসহ) সংযোজন করিয়া গ্রন্থের অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। তথাপি অনবধানে অথবা লিপিকর প্রমাদাদিবশতঃ ইহাতে যাহা কিছু ভুল বা অশুদ্ধ থাকিবার সম্ভাবনা, পাঠকগণ নিজগুণে কৃপাপূর্বক উহা সংশোধন করিয়া লইবেন—ইহাই বিনীত নিবেদন।

এই প্রসঙ্গে আরও বক্তব্য এই যে, মদীয় অন্যতম জ্যেষ্ঠতাত শ্রীল গোকুলানন্দ গোস্বামী মহোদয় তাঁর এই বৃদ্ধ বয়স ও অসুস্থ শরীরেও আমাদের অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া ও স্নেহপরবশ হইয়া, যে অদম্য উৎসাহে গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন ও অপর নানাবিধ তত্ত্বাবধায়ন ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তারজন্য তদীয় শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণতি নিবেদন করিতেছি। শ্রীশ্রীগৌররায়জীউ স্বকৃপায় তাঁহার ভজনানুকূল্য প্রদান করুন এই প্রার্থনা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে—নবদ্বীপ গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের বৈষ্ণব-দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কানাইলাল অধিকারী, কাব্য-ব্যাকরণ-তর্ক-বেদান্ত-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ (পণ্ডিতজী) এই পুস্তকের বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ বিষয়ে আমাদের সর্ববিধ অসুবিধা দূরীকরণার্থে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে মুদ্রণ কার্যের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করিয়া অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। পণ্ডিতজী গ্রন্থকার শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি-প্রভুপাদের অশেষ স্নেহভাজন এবং আমাদের পরমসুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ী। তাঁহার প্রচেষ্টা, প্রযত্ন ও বিপুল পরিশ্রমসহ প্রুফ সংশোধন প্রভৃতি কার্য ব্যতিরেকে বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। একারণে তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদের সহিত শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর চরণে তদীয় সর্বাঙ্গীন কুশল ও ভজনানুকূল্যের নিমিত্ত আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি।

গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণের মনোরম ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটটি পরম আগ্রহে ও আন্তরিকতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন, গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজের এক-কালীন কৃতিছাত্র শ্রীঅশোক চৌধুরী—সাধু ও সুধী পাঠকবৃন্দ এই নবীন চিত্রশিল্পীর 'কৃষ্ণভক্তি' বর্দ্ধনের নিমিত্ত আশীর্বাদ করুন এই প্রার্থনা।

আর আমাদের সকল গ্রন্থ মুদ্রণ বিষয়েই যাঁহাদের আনুকূল্য ও আন্তরিকতা সংশ্লিষ্ট আছে,—সেই শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভজননিষ্ঠ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের, নামপরায়ণ শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী (বি. এস-সি ; ডিপ. লিব ও কলিকাতা কর্পোরেশনের এ্যাসিস্টেন্ট পারসোনেল অফিসার) মহাশয়ের এবং ভজনশীল ডাক্তার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র কুমার সিংহ মহাশয়ের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্যও আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি—শ্রীশ্রীগৌররায়হরির শ্রীচরণকমলে। ইতি—

শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীচৈতন্যাব্দ, ৪৯২
১৩৮৪ সাল।

ভক্তকৃপালব প্রার্থী—
বিনীত
প্রকাশক।

নামবিজ্ঞানাচার্য প্রভুপাদ

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী বিরচিত

শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি

[দ্বিতীয় কিরণ]

শ্রীনামের অপ্রসন্নতা

বা

নামাপরাধদর্পণ (প্রকাশ্যমান)

—০—

"মহৎ সঙ্গ প্রসঙ্গ"

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক ভাষিত

ও

শ্রীগৌররায় দাস গোস্বামি কর্ত্তৃক সম্পাদিত

মূল্য—১'৭৫

।। শ্রীহরিঃ ।।

উৎসর্গ-পত্র

কলিযুগ-পাবণাবতারী

'আদ্য-হরি'

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র,

প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দচন্দ্র, প্রভু শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্র,

—ত্রয়ী-নিগূঢ়তম—

মূর্ত্তিমন্ত প্রেম-সুধাকরত্রয়ে

এই ক্ষুদ্র

শ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা

নিবেদন পূর্ব্বক,

সেই প্রসাদী নির্ম্মাল্য

শ্রীগৌরচন্দ্র-চরণ-চন্দ্রিকানুচর—সুধাপায়ী

চকোর-নিকর—নিত্য-পরিকরগণের

পবিত্র স্মৃতি উদ্দেশে

ও

কলিহত জগতের প্রতি তাঁহাদিগের

কৃপাশীর্ব্বাদরূপ অমিয় উদ্‌গীরণ কামনায়,

এই অকিঞ্চন দীন-হীনকর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত হইল।

——

'জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ।।'

উদ্ভাসন সূচী

বিষয় সূচী

প্রথম উদ্ভাসন

ছিলেন (৩৪)। জ্ঞানিগুরু ও যোগীশ্বরেরও ভক্তির আনুগত্য (৩৬)। বেদসকল যাহা হইতে প্রাদুর্ভূ'ত, সেই সর্বাদিকারণ শ্রীভগবান্ ব্যতীত বেদের যথার্থ অভিপ্রায় অপর কাহারও জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে (৩৭)। নিঃশ্বাস ধ্বনি হইতে শ্রীমুখের বাণী সুস্পষ্ট হয়; 'গীতা' সেই শ্রীভগবানের সুস্পষ্ট বাণী ও বেদের সংক্ষিপ্ত সারার্থ (৩৮)। সমস্ত বেদে সেই শ্রীভগবান্ ও তদনুশীলনরূপা ভক্তিই কীর্ত্তিত হইলেও, অস্পষ্ট বেদধ্বনি হইতে তাহার কিছুই বুঝা যায় না,—উহার সারার্থ ও সাক্ষাৎ ভগবদ্বাণী-স্বরূপ শ্রীগীতা শাস্ত্রের সহায়তা ভিন্ন (৩৯)। গীতোক্ত সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বাণী হইতেই বেদসকলের অস্পষ্ট ও পরোক্ষবাদে আবৃত অভিপ্রায়সমূহের যথার্থ উপলব্ধি (৪১)। কর্মকাণ্ডের নিগূঢ় ও যথার্থ অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তি; বাহ্য অর্থ—কর্ম ও যজ্ঞাদি (৪২)। দেবতাকাণ্ডের নিগূঢ় ও যথার্থ অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ ও তদারাধনা বা ভক্তি; বাহ্যার্থ—ইন্দ্রাদিদেবতা ও তদারাধনা (৪৩)। ইন্দ্রাদিদেবতা-বাচক সাঙ্কেতিক-শব্দে পরমাত্মবস্তুকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; উহার বাহ্য অর্থ—তৎতৎ দেবতা বিশেষ (৪৫)। সর্বান্তর্যামী পরমাত্মার শ্রীকৃষ্ণই পরমাবস্থা (৪৬)। জ্ঞানকাণ্ডে বর্ণিত 'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্যাবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণই। তিনিই নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা ঘনীভূত সমূর্ত ব্রহ্ম (৪৬)। সর্ববেদের বিস্তারার্থ শ্রীমদ্ভাগবতেও সেই স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী দ্বারা উক্ত অভিপ্রায়ই উদাত্তস্বরে জগতে বিঘোষিত (৪৭)। বিদ্বদনুভব প্রমাণেও (৪৯)। সিদ্ধভক্তগণের অপরোক্ষ অনুভবেও (৪৯)। বেদবিহিত অপর সমস্ত সাধনই ভক্তি-বিশেষ বা ভক্তির প্রকার ভেদ (৫০)। বেদবিহিত অপর সমস্ত সাধনার সাধকগণই ভক্তবিশেষ(৫২)। বহুবিধা ভক্তির মধ্যে—সত্ত্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধা সগুণা এবং নিগু'ণা বা শুদ্ধা,—এই চতুর্বিধা ভক্তিবিষয়ে শাস্ত্রোক্তি (৫৩)। শুদ্ধাভক্তিই সর্বোপরি অব্যর্থ ও অচিন্ত্য মহিমায় মহিমান্বিতা (৫৪-৫৫) ॥১॥

দ্বিতীয় উদ্ভাসন

আনন্দ বিচারে বৃত্তিরূপা ভক্তির সর্বানন্দতা ও পরমানন্দতা। — ৫৬-৮৬ পৃষ্ঠা

বিষয় — শ্রীভগবানের স্বাভাবিকী শক্তিত্রয়—অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা বা স্বরূপবৈভব, জীববৈভব ও মায়াবৈভব (পৃষ্ঠাঙ্ক ৫৬)। আনন্দিনীশক্তির বিশুদ্ধা ও বিমিশ্রা স্বরূপভেদ (৫৮)। সুখ ও সুখাভাস (৬০)। ভাব, রস ও আনন্দের পরস্পর নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ (৬১)। আনন্দের 'বৃত্তি' বা সুখাস্বাদনের উপায় হইতেছে—'ভক্তি' 'ভাব' বা 'প্রিয়তা' (৬৩)। সুখের বিষয় ও আশ্রয় সত্ত্বেও ভাব বা প্রিয়তার অভাবে সুখাস্বাদ অসম্ভব (৬৪)। বিষয়ভেদে 'ভাব' বা বৃত্তির ভিন্নতা (৬৫)। যে বিষয় যাহার প্রিয়. তিনি সে বিষয়ের 'ভক্ত', অতএব প্রিয়তাই ভক্তির নামান্তর (৬৭)। সর্বমূল বলিয়া, ভগবৎসম্বন্ধেই ভক্তি ও ভক্ত নামের প্রকৃষ্ট ও পরিপূর্ণ সার্থকতা (৬৭)। প্রাকৃত ভক্তি ও অপ্রাকৃত—নির্গুণা ভক্তির পার্থক্য (৬৮)। 'রস'—আনন্দের মূল বা আশ্রয় (৭০); আনন্দের ঘনীভূত বা সমূর্ত অবস্থাই 'রস'; সচ্চিদানন্দ—ঘনমূর্ত্তি রসরাজ শ্রীকৃষ্ণই সর্বরসের মূল বা আদিকারণ (৭১)। পূর্ববর্ণিত বিষয়ের সারমর্ম্ম (৭২)। অপ্রাকৃত শুদ্ধাভক্তি বা 'ভাগবতা-বৃত্তি' ও মায়িকী ভক্তি বা 'বৈষয়িকী-বৃত্তি'—এই উভয়ে কার্য্যরীতিতে একতা থাকিলেও স্বরূপতঃ পৃথক বস্তু (৭৩)। ভগবদ্‌-বশীকার হেতুভূতা শুদ্ধাভক্তির স্বরূপ নির্ণয় (৭৪)। স্বরূপশক্তির অন্তর্গত ভক্তি-নির্ঝরিণী নির্গুণা ও সগুণা—দুইটি পৃথক ধারায় বিশ্বপ্রপঞ্চে নিত্য প্রবাহিতা (৭৬)। জীব পূর্ণানন্দ হইতে প্রাদুর্ভূত বলিয়া নিরন্তর পূর্ণানন্দেরই অন্বেষণ তৎপর (৭৮)। 'ভূমানন্দ' এবং 'অল্প' অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষয়শীল বিষয়ানন্দ বা বৈষয়িক সুখে পার্থক্য (৭৯)। মায়াবদ্ধ জীবের দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির জন্যই যাবতীয় চেষ্টা (৮০)।

তৃতীয় উদ্ভাসন

চতুর্থ উদ্ভাসন

বেদবাক্য হইতেও উক্ত পরমসত্যের কোথাও বা ঈষৎ ও ক্বচিৎ সুস্পষ্ট প্রকাশ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে (১৩৬)। বেদোক্ত সেই অস্পষ্ট পরমাত্মবস্তুই যে শ্রীকৃষ্ণ, উহার বিশদার্থ শ্রীভাগবত হইতেই তাহা সুস্পষ্টরূপে বিদিত হওয়া যায় (১৩৬)। বেদোক্ত সকল দেবতাই যে, পরব্যোমাধীশ কোনও এক পরম দেবতার আশ্রিত,—শ্রুতিতেও এ-কথার সুস্পষ্ট উল্লেখ (১৩৮)। শ্রুতিবিশেষে সুস্পষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণকেই সেই 'পরম-দেবতা' বলিয়া নির্দ্দেশ (১৩৯)। শ্রীকৃষ্ণ পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া, শ্রুতিসকল প্রায়শঃ স্বরূপ-লক্ষণে নির্দ্দেশ না করিয়া, কিঞ্চিৎ আবরণপূর্বক তটস্থলক্ষণে অর্থাৎ কেবল কার্যদ্বারা তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন (১৩৯)। অনাবৃত বেদস্বরূপ শ্রীভাগবতকর্ত্তৃক তাঁহাকে সুস্পষ্ট স্বরূপ-লক্ষণে নির্দ্দেশ (১৪১)। শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মার স্রষ্টা ও বেদোপদেষ্টা (১৪২)। বেদ ও ভাগবতের একার্থ বাচকতা (১৪৩)। পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত ভাগবতই 'বেদ' নামে এবং অনাচ্ছাদিত বেদই 'ভাগবত' নামে অভিহিত হয়েন (১৪৩)। বেদাদি সর্বশাস্ত্রে 'বিষ্ণু' শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দ্দেশ (১৪৬)। শ্রীকৃষ্ণই 'বিষ্ণু' বা সর্বব্যাপক পরমদেবতা বলিয়া, এইহেতু বেদাদি শাস্ত্রে বিষ্ণুরই প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে (১৪৭)। বেদাদি শাস্ত্র বর্ণিত 'বিষ্ণু' যে, পরোক্ষপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণেরই একটী সাঙ্কেতিক নাম—বেদের বিস্তারার্থ শ্রীভাগবত সে কথা সুস্পষ্টরূপে বিদিত করাইয়াছেন (১৪৮)। শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—সর্বান্তর্যামী ও সর্বব্যাপক বিষ্ণুতত্ত্বের লীলায়িত ও সুস্পষ্ট—সমূর্তস্বরূপ (১৪৯)। শ্রুতিতে পরমাত্মাকর্তৃক আলিঙ্গন সুখের কথা যাহা অস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে, শ্রীভাগবতবর্ণিত রাস-লীলায় তাহারই সুস্পষ্ট—সমূর্ত অর্থের অভিব্যক্তি (১৪৯)। পরমাত্মার আলিঙ্গন সুখের পূর্ণ অনুভূতি ভক্তগণেরই প্রাপ্য বিষয় এবং পরিপূর্ণ অনুভূতি ব্রজের রাগাত্মিকা ও তদনুগা ভক্তগণেরই; উহা দূষণ না

হইয়া অনির্বচনীয় ভাগ্যসাপেক্ষ জীবাত্মার পক্ষে পরম ভূষণ-স্বরূপই জানিতে হইবে (১৫০)। বেদোক্ত সমস্ত দেবতাকাণ্ডের নিগূঢ়মর্ম ও সারার্থ যিনি—সেই পরম দেবতা—স্বয়ং শ্রীভগবৎকর্ত্তৃক গীতায় সেকথা নিজ শ্রীমুখে প্রকাশ (১৫১)। শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা তাহাই নহে ; অন্য দেবোপাসকগণের উপাস্য দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাদাতাও তিনি (১৫৩)। সকাম হইলেও শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার ও কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ বুদ্ধিতে সকামভাবে অন্য দেবতার উপাসনার ফলবৈষম্য (১৫৩)। শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার ও কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র-মননপূর্বক অন্য দেবারাধনার যথাক্রমে নিত্যানিত্য ফলবৈষম্য (১৫৫)। শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রই সমস্ত বেদের মুখ্য তাৎপর্য হইলেও, তিনি পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া পরোক্ষবাদরূপ মেঘমালায় তাহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার প্রয়াস (১৫৭)। উক্ত বেদমন্ত্রের সুস্পষ্ট ও সারার্থ গীতায় প্রকাশ (১৫৮)। পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত বেদার্থ সকল কেবল ভাগবতগণের শুভদৃষ্টি সমক্ষেই স্বয়ং উন্মোচিত হয়েন (১৬০)। 'সর্ব' বা সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ (১৬০)। সর্বমূল বলিয়া, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভজনেই সর্বারাধনা সুসিদ্ধ হয় (১৬২)। শ্রীকৃষ্ণই পরম উপাস্য বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণভজনপ্রবৃত্তির উদয় না হওয়া অবধিই অন্য সাধনের অনুসন্ধান থাকে (১৬৩)। শ্রীকৃষ্ণেরই পরম-দেবত্ব ও সর্বেশ্বরত্ব সর্বশাস্ত্রসম্মত (১৬৩)। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধবর্জিত উপাসনা-মাত্রই দৈববিড়ম্বনা (১৬৪)। শ্রীকৃষ্ণের সহিত অন্য দেবতার সমতা দর্শনেও অপরাধ (১৬৫)। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রহ্মা-রুদ্রের সমতা দর্শন সম্বন্ধে সমাধান (১৬৬)। কার্যকারণের অভিন্নতা অথবা প্রিয়তা সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রহ্মা-রুদ্রের অভিন্নতা ; তত্ত্বতঃ ভিন্নতা বা বৈশিষ্ট্য (১৬৭)। এইহেতু পূর্বাচার্য শ্রীসনকাদি মুনিবৃন্দের শ্রীহরি-ভজন প্রবৃত্তি (১৬৯)। শ্রীহরির সহিত তত্ত্বতঃ ব্রহ্মা-রুদ্রাদির সমতা-দর্শনেই অপরাধ (১৭০)। শ্রীকৃষ্ণেরই সর্বেশ্বরত্ব শাস্ত্র প্রসিদ্ধ (১৭০)।

শ্রীকৃষ্ণই 'বাসুদেব' বলিয়া, বেদের বাসুদেবপরতার অর্থ মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণপরতা (১৭৩)। শ্রীকৃষ্ণই 'নারায়ণ' বলিয়া, বেদের নারায়ণ-পরতার অর্থ মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণপরতা (১৭৪)। পুরুষাবতারত্রয় ও মহা-বৈকুণ্ঠপতি—এই মূর্ত্তিচতুষ্টয় 'নারায়ণ' নামে প্রসিদ্ধ; শ্রীকৃষ্ণই তৎসর্বের মূল হওয়ায়, তিনিই হইতেছেন—'মুল-নারায়ণ' (১৭৫)। বিদ্বদনুভবপ্রমাণেও শ্রীকৃষ্ণই আদি পুরুষাবতার ও আদ্য নারায়ণ (১৭৬)। শ্রীকৃষ্ণই অক্ষর ব্রহ্মের পরমাবস্থা বা পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ (১৭৬)। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে পারম্যবোধই পরাবিদ্যার পরমাবস্থা (১৭৭)। জ্ঞান-শব্দে ভক্তি পর্যন্ত বোধ্য (১৭৮)। শ্রীকৃষ্ণের পারম্য বিষয়ে উপলব্ধিকারী যাঁহারা, তাহারাই 'সর্বজ্ঞ'; তদ্ভিন্ন বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও 'অসর্বজ্ঞ' (১৭৯)। 'পরাবর' শব্দের আবরণে শ্রীকৃষ্ণকে বেদে প্রচ্ছন্ন রাখা হইলেও, অনাবৃত-বেদ—শ্রীভাগবতে উহার সুস্পষ্ট প্রকাশ (১৮০)। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ও তন্নামপ্রধান শ্রীকৃষ্ণভক্তিই যে, বেদাদি সর্বশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য, ইহাই সর্বভাবে স্থিরীকৃত হইতেছে (১৮১)। পরতত্ত্ববিষয়ক সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ, শ্রীমদর্জ্জুনকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণে প্রত্যক্ষীকরণ (১৮৩)। সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের পারম্যবোধ ও তদারাধনায় প্রবৃত্তি না হইবার কারণ,—তদ্বিষয়ে প্রমাণের অভাব নহে,—তদ্বিষয়া নিগু'ণা ভাগবতী শ্রদ্ধার অভাব (১৮৪)। জীবের স্বাভাবিকী সগুণা শ্রদ্ধাবশতঃ সগুণ উপাসনায় এবং নিগু'ণা শ্রদ্ধার উদয়ে নিগু'ণ ভগবদারাধনায় প্রবৃত্তি (১৮৫)। শাস্ত্রবিদ্ না হইয়াও ভগবৎবিষয়ে প্রবৃত্তি এবং শাস্ত্রবিৎ হইয়াও অপ্রবৃত্তির কারণ,—নিগু'ণা ভাগবতী-শ্রদ্ধার উদয় ও অনুদয় (১৮৬)। শ্রীভগবান্ একমাত্র 'ভক্তি-গ্রাহ্য' বলিয়া, নিজতত্ত্ব ও মহিমাদি স্বয়ং জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিলেও উহা কেবল ভক্তকৃপাভিন্ন এবং ভক্ত ভিন্ন অন্যের গ্রাহ্যবিষয় হয় না (১৮৭)। 'ত্রয়ী' নিহিত সেই পরমনিগূঢ় ত্রিতত্ত্বের পৃথক্

পঞ্চম উদ্ভাসন

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-লক্ষণ (১৯৭)। ব্রহ্মের স্বরূপগত ধর্মে ও ধর্মীতে অভেদ-লক্ষণ. অর্থাৎ স্বরূপগত রূপগুণাদি, স্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন-তত্ত্ব এবং এই স্বরূপ-লক্ষণই হইতেছে—আরও পরম অচিন্ত্য-লক্ষণ (১৯৮)। শ্রুতি বর্ণিত ব্রহ্মবস্তুর তটস্থ ও স্বরূপ-লক্ষণের যথাক্রমে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন (১৯৮)। সমস্ত বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মের যুগপৎ প্রকাশ ও অপ্রকাশ সামর্থ্য ভিন্ন ব্রহ্মের সর্বশক্তিমত্তা বা সর্বসক্ষমতা সিদ্ধ হয় না (২০১)। পূর্বোক্ত ১-৪ সংখ্যক ব্রহ্মলক্ষণগুলির মধ্যে—স্বাভাবিকত্ব, অদ্ভুতত্ব ও অচিন্ত্যত্ব নির্ণয় (২০৩)। ব্রহ্ম-সামর্থ্য স্বভাবতঃই আমাদের বাক্য ও মনের অতীত সীমায় অবস্থিত বলিয়া, উহা অচিন্ত্য বিষয় ; তথাপি যথেষ্টরূপে শাস্ত্র প্রতিপাদ্য এবং সম্যক্‌রূপে ভক্তিগ্রাহ্য (২০৪)। অচিন্ত্য ব্রহ্মলক্ষণ জীবের বাক্য ও মনের অতীত হইলেও, উহা শাস্ত্রবাচ্য ও শাস্ত্রবেদ্য (২০৫)। একই তত্ত্ববস্তুর অধিকারীভেদে ত্রিবিধ প্রকাশ ;—'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'শ্রীভগবান্' (২০৬)। শ্রীভগবৎ-স্বরূপ একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্যবস্তু (২০৭)। 'বাক্য ও মন যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে'—এই প্রচ্ছন্ন শ্রুতিবাক্যের স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নিগূঢ় তাৎপর্য (২০৭)। যুগপৎ কেবল বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয় হওয়াই 'অচিন্ত্য' নহে ;—উহা হইয়াও আবার সমকালে না হইবার সামর্থ্য থাকা, ইহাই যথার্থ অচিন্ত্যলক্ষণ (২০৮)। শক্তি ও শক্তিমৎ সম্বন্ধীয় ভেদাভেদ সিদ্ধান্তে ও অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদেই সর্বশ্রুতিবাক্যের সমন্বয় ও পরিপূর্ণ ব্রহ্মলক্ষণের প্রকাশ (২০৯)। শ্রুত্যুক্ত সর্বধর্মাশ্রয় ব্রহ্মবস্তুই শ্রীভগবত্তত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তত্ত্বের পরমাবস্থা বা স্বয়ং-ভগবান্ (২১১)। সর্বধর্মযুক্ত ব্রহ্মবস্তু বিষয়ে সর্বমতবাদের আংশিক সত্যতা (২১২)। বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সর্বধর্মযুক্ত ব্রহ্মলক্ষণ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদীর বাদ-প্রতিবাদ উত্থিত কোলাহলই অচিন্ত্য-সর্বশক্তিমৎ শ্রীভগবৎ মহিমার উপযুক্ত পরিচয় (২১১)। শ্রুতিকর্তৃক স্বরূপলক্ষণে নির্দ্দেশ্য

ব্রহ্মবস্তুই হইতেছেন—শ্রীভগবান্ বা সর্বমূল—শ্রীকৃষ্ণ (২১৩)। একমাত্র শুদ্ধাভক্তি-সার-প্রেমের আলোক ভিন্ন তত্ত্বতঃ শ্রীভগবদ্‌বস্তু সাক্ষাৎকারের বা উপলব্ধির অন্য উপায় নাই (২১৪)। স্বয়ং শ্রুতি-কর্তৃক তদীয় মহিমারূপ জ্যোতির অভ্যন্তরে সেই পরম রমণীয় স্বরূপ দর্শনের জন্য সকাতর প্রার্থনা (২১৫)। সত্যের মুখ্যার্থ শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত (২১৫)। অচিন্ত্য শক্তিগত ধর্মেরও উর্দ্ধে বিরাজিত সেই পরমাচিন্ত্য স্বরূপ ও স্বরূপান্তরঙ্গ অনন্ত গুণ দর্শনে ব্রহ্মার বিস্ময় বিহ্বলতা (২১৭)। যুগপৎ হওয়া ও না হওয়া যুক্ত সর্বশক্তির আশ্রয় হওয়ায়, ব্রহ্ম-সামর্থ্যের পক্ষে চিন্ত্য বা অচিন্ত্য কোন কিছুরই অসম্ভাব্য থাকিতে পারে না (২১৮)। শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় (২২০)। নির্বিশেষ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গপ্রভা স্থানীয় (২২১)। নির্ভেদ জ্ঞানিগণের ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিসুখ ; শ্রীহরিকর্ত্তৃক নিহত অরিগণেরও প্রাপ্য (২২২)। সবিশেষ ভগবল্লোক ও ভগবৎস্বরূপের তত্ত্বতঃ উপলব্ধি, কেবল ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই সম্ভব নহে (২২২)। শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্ম-লক্ষণের সর্ববিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ শ্রীভগবত্তত্ত্বেই বা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্তু নির্ধর্মক—নির্বিশেষ ব্রহ্মে নহে (২২৪)। শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মলক্ষণ সকলের লীলায়িত অবস্থাই শ্রীভগবত্তত্ত্ব (২২৫)। একমূর্তির বহুমূর্তিতে প্রকাশ—শ্রীরাস ও মহিষী-বিবাহ লীলায় (২২৫)। যুগপৎ সকলের অন্তরে ও সকলের বাহিরে—মৃদ্‌ভক্ষণ লীলায় প্রকাশ (২২৭)। একমুখ হইয়াও সর্বতোমুখ,—পুলিন-ভোজন লীলায় প্রকাশ (২২৭)। একই মূর্ত্তির যুগপৎ বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব দামবন্ধন লীলায় প্রকাশ (২২৮)। দূরে থাকিয়াও নিকটে, শয়ান থাকিয়াও সর্বত্রগামী,—দুর্বাসার অভিশাপ হইতে পাণ্ডব-রক্ষণ লীলায় প্রকাশ (২৩০)। শ্রীপাদ শঙ্কর কল্পিত মায়াবাদ এবং নির্গুণ ও

ষষ্ঠ-উদ্ভাসন

শ্রীভগবৎস্বরূপ বিচারে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংরূপতা বা স্বয়ংভগবত্তা। **২৫৮—৩১১ পৃষ্ঠা**

বিষয় — সমস্ত শ্রুতির সারার্থ ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত হইলেও, উহার দুর্বোধ্যতার কারণ (পৃষ্ঠাঙ্ক ২৫৮)। অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারতাদি রচনা করিয়াও ভগবান্ বেদব্যাসের চিত্তের অপ্রসন্নতা (২৫৯)। শ্রীনারদ কর্তৃক উহার কারণ নিরূপণ এবং বিমল শ্রীকৃষ্ণযশঃ ও মহিমাদির প্রাধান্যরূপে কীর্তনের নির্দ্দেশ এবং ভাগবতার্থ সংক্ষেপে উপদেশ (২৬০)। শুদ্ধা ভক্তিযোগের আশ্রয়ে শ্রীব্যাসদেবের সমাধিতে স-শক্তিক শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার ও শ্রীভাগবতের আবির্ভাব (২৬১)। শ্রীব্যাসদেবের সমাধিদৃষ্ট বিষয় ও উহার সারমর্মার্থ (২৬৩)। শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের ও গায়ত্রীর অকৃত্রিম ভাষ্য (২৬৪)। প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে চতুঃশ্লোকী ও চতুঃশ্লোকী হইতে চতুর্বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রম বিকাশ (২৬৫)। ধান্য ও তণ্ডুলের ন্যায়, ত্বগাচ্ছাদিত ও ত্বঙ্মুক্ত বেদ ও ভাগবতে পার্থক্য (২৬৫)। গায়ত্রী হইতে বেদের বিকাশের ন্যায় শ্রীভাগবতের মূলেও সেই গায়ত্রী-অর্থের সন্নিবেশ (২৬৮)। সূত্রোক্ত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার সুস্পষ্ট অর্থ যে কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা, ইহা 'ঋষি-প্রশ্নাধ্যায়' নামক ভাগবতের প্রারম্ভেই প্রকাশ করা হইয়াছে (২৭১)। সমস্ত ভাগবতই শ্রীকৃষ্ণৈকতাৎপর্যময় (২৭২)। পূর্বোক্ত ত্রয়ীর নিগূঢ় ত্রিধারাই মুক্তধারায় সমগ্র ভাগবতে প্রবাহিত (২৭২)। শ্রীকৃষ্ণই দশম বা আশ্রয় তত্ত্ব-লক্ষণ বলিয়া, ভাগবত্যাদি বর্ণিত অপর নব-লক্ষণই উহার আনুষঙ্গিক বিষয়রূপে জানা আবশ্যক (২৭৩)। শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয় তত্ত্ব; তদ্‌ভিন্ন অপর সমস্তই আশ্রিত-তত্ত্ব (২৭৬)। '**অবতার**' শব্দের দ্বিবিধ অর্থ; প্রপঞ্চে **অবতরণ** ও অবতারীর অংশ-কলাদি (২৭৭)। দ্বিতীয় পুরুষ প্রায়শঃ অবতার সকলের আশ্রয় হইলেও,

স্বরূপে অপূর্ণ বাঞ্ছাত্রয় পূর্ণ করাই শ্রীগৌরকৃষ্ণরূপ এই আবির্ভাব-বিশেষের মুখ্য প্রয়োজন (২৯৯)। আনুষঙ্গিক বা গৌণ প্রয়োজন—জীবে অন্যের অদেয় শ্রীনাম ও প্রেম দান (৩০০)। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য হইতে মাধুর্যই প্রধান (৩০০)। 'মাধুর্য' অর্থে পূর্ণৈশ্বর্যময় শ্রীভগবানের নর-ভাবের অনতিক্রমতা (৩০১)। 'ঐশ্বর্য' অর্থে—শ্রীভগবানের নরভাবের ব্যতিক্রম করিয়া কেবল ঈশ্বর ভাবের প্রকাশ (৩০২)। শ্রীভগবানের কেবল ঐশ্বর্যজ্ঞানে প্রেমের শৈথিল্য (৩০২)। শ্রীভগবানের মাধুর্যজ্ঞানে তদীয় নর ভাবের উপলব্ধিতে প্রেমের গাঢ়তা (৩০২)। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য প্রচারই শ্রীচৈতন্য ও তদীয় শ্রীচরণানুচরগণের প্রধান বৈশিষ্ট্য (৩০৪)। নিখিল জীবলোকের মধ্যে কৃষ্ণলোকের সহিত মনুষ্যলোকেরই সাদৃশ্য নিবন্ধন নিকটতম সম্বন্ধ (৩০৭)। কৃষ্ণলোকের সমস্তই অপ্রাকৃত—চিদানন্দময় এবং মনুষ্যলোকের সমস্তই প্রাকৃত হইলেও, কায়া ও ছায়ার ন্যায় উভয়ে নিকটতম সাদৃশ্যপ্রাপ্ত (৩০৭)। কৃষ্ণলোকের আদর্শে নরলোক, নরলোকের আদর্শে কৃষ্ণলোক নহে (৩০৮)। মনুষ্যজন্মই কৃষ্ণ-ভজনের সর্বাধিক অনুকূল (৩০৯)। কেবল ব্রজপ্রেম ভিন্ন অন্যকোন উপায়ে কৃষ্ণ-মাধুর্যের পূর্ণ অনুভূতি অসম্ভব (৩১০—৩১১) ॥ ৬ ॥

সপ্তম-উদ্ভাসন

বিষয় — সকাম পুরুষার্থ—ভুক্তি ও মুক্তি; গুণ-সংস্পৃষ্ট জীবের পক্ষে প্রকৃষ্ট নিষ্কামভাব ধারণাতীত (৩১২)। শুদ্ধাভক্তিই যথার্থ নিষ্কাম, সুতরাং ইহাই পরমপুরুষার্থ (৩১৩)। পুরুষার্থ চতুষ্টয় হইতেছে—কৈতব বা আত্মবঞ্চনারূপ কপটতা (৩১৩)। কারণের সুখপোষণই

অষ্টম উদ্ভাসন

মুখ্যা ও গৌণীরূপে প্রকাশভেদ (৩৭৩)। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীব-সমষ্টির প্রতি স্রষ্টা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ বাণীই ভক্তিযোগ বা ভাগবতধর্ম (৩৭৩)। শ্রীভগবৎপ্রোক্ত কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি যোগ এবং উহার অধিকার-লক্ষণ (৩৭৫)। সকাম কর্ম ও কর্মযোগে পার্থক্য (৩৭৭)। ভক্তিযোগে শ্রদ্ধার বিকাশই মহৎকৃপাদি সঞ্চারের লক্ষণ (৩৭৯)। মহৎ কৃপাদি সঞ্চারেই কেবল মুখ্যবিষয় তদ্রূপেই গ্রাহ্য হয় ; তদভাবে গৌণবিষয় মুখ্যরূপে গ্রাহ্য হইয়া, তৎ-সিদ্ধির নিমিত্ত নির্গুণা ভক্তিই সগুণারূপে প্রকাশ হয়েন (৩৭৯)। কর্মজ্ঞানাদির ফল তৎসাধন ব্যতীত কেবল সগুণা ভক্তিদ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যাইলেও, সাধারণতঃ জীবে তৎসৌভাগ্য গ্রহণেরও অভাব (৩৮০)। কেবল অপরাধ ভিন্ন ভক্তির ফলোদয়ে অপর কোন বাধা নাই (৩৮৩)। নিষ্কাম, সকাম, মোক্ষকাম-সকলের পক্ষে কেবল ভক্তিই অনুশীলনীয় (৩৮৩)। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন,—ইহাই চতুঃশ্লোকীর অভিপ্রায় হওয়ার, সমস্ত বেদেরও সেই অভিপ্রায় হইতেছে (৩৮৪)। শুদ্ধাভক্তিই পরমপুরুষার্থ ; ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ পুরুষার্থ হইতেছে—স্বপ্রয়োজনপর জীবের জন্য উহারই ছন্নরূপ। (৩৮৮)। শুদ্ধাভক্তির অনুদয়কালে, ভগবানে সর্ব্বকর্মার্পণ পূর্ব্বক অন্ততঃ ভক্তির সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া অবস্থিতিই শাস্ত্রবিহিত (৩৮৯)। শুদ্ধভক্তগণের সমুদয় চেষ্টাই শ্রীভগবৎসেবা ও তৎপ্রীতিবিধান নিমিত্ত ; তদ্ভিন্ন স্বপ্রয়োজন কিছুই নাই (৩৯১)। কেবল ভগবদ্-ভক্তগণের পক্ষেই সুখ অপেক্ষা সেবারই গৌরবাধিক্য থাকায়, প্রাপ্ত সেবানন্দ বর্জন করিয়াও কেবল সেবাভিলাষ (৩৯৩)। তাই শ্রীভগবানের স্বেচ্ছায় ভক্তাধীনতা (৩৯৫)। সমগ্র ঋগ্‌বেদবর্ণিত সোমরহস্য ও গুহ্য মধু-বিদ্যাই প্রচ্ছন্ন ভাগবতী-বিদ্যা বা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-রহস্য (৩৯৫)। শ্রুতিকর্ত্তৃক বেদ-গুহ্য সেই ভাগবত-ধর্মের ইঙ্গিত

নবম উদ্ভাসন

দশম-উদ্ভাসন

বর্ত্তমান যুগে প্রেমোদয়ের পরমকারণ—শ্রীনামেরই সকল ভজনাঙ্গের অঙ্গীরূপ একমুখ্যতা ও সর্বশ্রেষ্ঠতা। ৪৬০—৫০০ পৃষ্ঠা

বিষয় — শ্রীনামের অব্যর্থ ফলোদয়ে কেবল নামাপরাধ বর্জনের আবশ্যকতা (পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৬০)। অঙ্গী শ্রীনাম হইতে ভজনাঙ্গের বিকাশে প্রেমোদয়ের ক্রম (৪৬১) ভজনাঙ্গের প্রাণস্বরূপ স্মরণাঙ্গেরও অঙ্গী—শ্রীনাম (৪৬৩)। মহাপ্রভাবান্বিত ভজনাঙ্গ সকলের উদয়ে এবং তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি ও নিষ্ঠাদির বিকাশেও—অঙ্গী শ্রীনাম (৪৬৪)। "নামাশ্রয়"—লক্ষণ (৪৬৫)। নামাশ্রয়ে ভজনে, অপরাধাদি অমঙ্গল হইতে শ্রীনামকর্তৃক আশ্রিত-রক্ষণ (৪৬৫)। শ্রীনামকে একটি ভজনাঙ্গ মাত্র বোধে সমতা বুদ্ধিতে নামগ্রহণের অনর্থকারিতা (৪৬৬)। শ্রীনামের সর্বশ্রেষ্ঠতাদি বোধ-বিষয়ে পূর্বপক্ষ ও তাহার সমাধান (৪৬৭)। পরীক্ষিত ও শুকদেবের শ্রবণ ও কীর্ত্তন রূপ ভজনাঙ্গও শ্রীনামপ্রধান (৪৭০)। বর্তমান কলিযুগে অর্কের ন্যায় সমুদিত শ্রীভাগবতশাস্ত্রও নাম-প্রধান (৪৭১)। বর্তমানযুগে পরমমুখ্য বা অঙ্গী—শ্রীনামের প্রসন্নতা হইতেই ভজনাঙ্গ সকলের সহজ আবির্ভাব (৪৭৩)। বর্তমান যুগে নাম-বর্জিত কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না (৪৭৪)। বর্তমান যুগে একমুখ্য নামাশ্রয়ে ভজনই অত্যন্ত প্রশস্ত (৪৭৪)। সাধারণ কলিযুগধর্মরূপেও শ্রীনামের অঙ্গীত্ব বা এক-মুখ্যতা (৪৭৫)। শ্রীচৈতন্যকর্ত্তৃক 'হরের্নাম' শ্লোকের প্রকৃষ্ট তাৎপর্য প্রচার দ্বারা শ্রীনামের একমুখ্যতা ঘোষণা (৪৭৭)। শ্রীনামের সর্বাধ্যক্ষতা (৪৭৮)। মহাভাগবতগণের আচরণেও নামাশ্রয়তা (৪৭৯)। শ্রীকৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধিকারও জপ্য—শ্রীকৃষ্ণনাম

সাঙ্কেতিক পরিচয়

ঈশ=ঈশোপনিষৎ

ঐতরেয়=ঐতরেয়োপনিষৎ

কাঠকে=কঠোপনিষৎ

কূর্ম্ম : পু=কূর্ম্মপুরাণম্

গীতা, গী=শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

চরিতামৃত, শ্রীচৈঃ, চৈঃ=শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

চৈতন্য ভাঃ=শ্রীচৈতন্যভাগবত

ছান্দো=ছান্দোগ্যোপনিষৎ

তৈত্তিরী=তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

পাদ্ম=পদ্মপুরাণম্

ভাঃ, শ্রীভাঃ শ্রীভাগঃ=শ্রীমদ্ভাগবতম্

মুণ্ডক=মুণ্ডকোপনিষৎ

লঘুভাঃ=শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্

বৃঃ আঃ, বৃহদা=বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

শ্রীগো উঃ=শ্রীগোপালতাপণী উত্তর

শ্বেতাশ্ব, শ্বে তা=শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

হঃ ভঃ বিঃ, হরিভঃ=শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ

— o —

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি।

শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা

প্রথম উদ্ভাসন

শাস্ত্রবিচারে শ্রীভগবদ্ভক্তির সর্ব্বমুখ্যতা, সর্ব্বাত্মকতা ও সার্ব্বত্রিকতা।

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মুকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥

প্রমাণ ব্যতীত কেহ কোন কথা শুনিতে চাহেন না, কিছু গ্রহণ করিতে চাহেন না,—প্রমাণই সর্ব্ব প্রবৃত্তির মূল। প্রমাণ হইতেই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা জন্মে; বিশ্বাস হইতে প্রবৃত্তি জন্মে; প্রবৃত্তিই সকল কর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী হেতু। প্রমাণ অনেক প্রকার থাকিলেও, শাস্ত্র প্রধানতঃ তিনটি প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। যথা—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান ও (৩) শব্দ।

আমরা নিজচক্ষে দেখিয়া যে জ্ঞান অর্জ্জন করি, তাহাই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান; যেমন প্রভাতে উঠিয়া পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয় দেখিলাম; ইহাতে জ্ঞান হইল সূর্য্য পূর্ব্বদিকেই উদিত হন,—ইত্যাদি। যাহা হইতে, যে বস্তু হইয়াছে বা হইবে বা হয়,—এরূপ বুঝিতে পারি—তাহাই অনুমান। যেমন মেঘ দেখিয়া বৃষ্টি হইবে, অথবা নদীর পূর্ণতা দেখিয়া জোয়ার হইয়াছে, কিম্বা ধূম দেখিয়া অগ্নি আছে,—এইরূপ নিশ্চয় করাকে 'অনুমান' কহে। লৌকিক ও অলৌকিক সকল প্রকার জ্ঞানের নিদানভূত অভ্রান্ত বেদ ও

বেদানুগত শাস্ত্রসকল যাহা বলিয়াছেন তাহাই শব্দ প্রমাণ। উহাকে আপ্তোপদেশও[১] কহে—'আপ্ত' শব্দে যথার্থ বক্তা,[২] তাঁহার যে উপদেশ।

প্রমাণ প্রধানতঃ এই তিন প্রকার হইলেও, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ অপেক্ষা শব্দ-প্রমাণই শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু মায়াধীন জীবের প্রত্যক্ষ ও অনুমান জ্ঞান,—ভ্রম (যে বিষয় যাহা নহে, তাহাকে তদ্ধর্মী রূপে জানা), প্রমাদ (অনবধানতা), বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা) ও করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা)—এই দোষ চতুষ্টয়ে দুষ্ট হইতে পারে ; কিন্তু মায়াধীশ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্যস্বরূপ শাস্ত্রবাক্যে এই প্রকার কোনও দোষের সম্ভাবনা নাই। যথা,—

"ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥"

(শ্রীচৈঃ আদি। ৭।১০৭)

মনুষ্যের প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান, সর্ব্বদা 'প্রমা' বা অভ্রান্ত জ্ঞান না হইয়া, উহা যে অতি সহজেই দোষদুষ্ট হইতে পারে, সামান্য দুই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই সহজে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণ বৃহৎ সূর্য্যকে আমরা একখানি স্বর্ণের থালার ন্যায় দেখিতে পাই। যাহা দেখিতেছি, তাহাই যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে সূর্য্যের আয়তন একখানি থালার ন্যায়ই বলিতে হইবে। যাহাদের সূর্য্যের আয়তন সম্বন্ধে শাস্ত্রজ্ঞান নাই, তাহারা স্বীয় প্রত্যক্ষ অনুরূপই সূর্য্যের আয়তনকে মনে করিয়া থাকে; সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকল সময়ে 'প্রমা' বা অভ্রান্ত জ্ঞানরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না। অগ্নি জলের দ্বারা নির্ব্বাপিত হইলেও কিছুক্ষণ তাহা হইতে ধূমরাশি উত্থিত হইয়া থাকে ; সুতরাং ধূম পরিদৃষ্টে অগ্নির কল্পনা যেমন সকল স্থানে অভ্রান্ত অনুমান নহে, সেইরূপ অপরাপর অনুমানও অনেক স্থলে অসত্য হইবারই সম্ভাবনা।

১। অপ্তোপদেশঃ শব্দঃ—ন্যায়দর্শন ১।১।৭। ২। তর্কসংগ্রহ—৪।

প্রমাণের মধ্যে শাস্ত্র-প্রমাণই সর্বশ্রেষ্ঠ।

আমরা যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান জ্ঞান-দ্বারা সামান্য লৌকিক বিষয়ই অভ্রান্তরূপে সকল সময়ে নির্ণয় করিতে পারি না, সেই তুচ্ছ প্রত্যক্ষ ও অনুমান-বলে কি করিয়া অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য, অলৌকিক ও অনন্ত ব্রহ্মবস্তু নির্ণয় করিবার সাহস পোষণ করিতে পারি? ইহা পঙ্গুর শৈল-লঙ্ঘন-প্রয়াসের ন্যায় অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। সুতরাং জানিতে হইবে, শ্রীভগবানের আদেশ ও উপদেশস্বরূপ শাস্ত্রই তাঁহাকে নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায়। অপ্রাকৃত অচিন্ত্য বস্তু নির্ণয়ে 'শব্দ' বা শাস্ত্র-প্রমাণই শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ।[১]

বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্রসমুদয়ই শব্দ-প্রমাণরূপে গণ্য হইয়া থাকে। শাস্ত্র অতি বিশাল ও বিস্তৃত, রত্নাকরের ন্যায় অতলস্পর্শী। ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত,—ইহার দিক্, প্রান্ত ও সীমা, পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির দ্বারা আমরা কোন প্রকারেই নির্ণয় করিতে পারি না। দিগন্তবিস্তৃত মহা-সাগরের অজ্ঞাত বক্ষে যেমন নাবিক ব্যতীত আর কেহই পথ-নির্ণয়ে সক্ষম হয় না,—যাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ[২] নহেন, তাঁহাদের বুদ্ধি শাস্ত্রের প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ নির্ণয়ে কখনই সমর্থ নহে; সুতরাং শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ-শিরোমণি হইলেও, "বাঁশবনে ডোম কাণার" ন্যায় শাস্ত্রের কি উদ্দেশ্য, কি বিধেয়, তাহা নির্ণয়ে সাধারণতঃ আমরা অক্ষম। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥
(মহাভারত। বনপর্ব্ব। ৩।১৩।১১৭)

১। এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা, গ্রন্থকার কৃত "শ্রীনামচিন্তামণি" গ্রন্থের ১ম কিরণের ১ম উল্লাস দ্রষ্টব্য। সুবিস্তারিত আলোচনা, শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদ-কৃত তত্ত্বসন্দর্ভে দ্রষ্টব্য।
২। গীতা। ২। ৫৫।

ইহার অর্থ,—তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই ; শ্রুতিসকলও বাহ্যদৃষ্টিতে বিভিন্ন মত নির্দ্দেশ করেন দেখিতে পাওয়া যায় ; সুতরাং এমন মুনি নাই, যাঁহার মত অপরের সহিত ভিন্ন নহে ; ধর্মের তত্ত্ব অন্ধকার গর্ভেই নিহিত; মহাজন যে পথে গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ ব্যতীত ধর্মপথ-নির্দেশের গত্যন্তর নাই।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের টীকায় 'মহাজনঃ' প্রভৃতি অর্থ সম্বন্ধে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ মর্য্যাদাবিহীনঃ, শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ পৃথক্ পৃথক্ মতান্বিতাঃ। মহাজনঃ সাধুঃ।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নির্গুণা ভগবদ্ভক্তি কৃষ্ণদাস্য সর্বজীবের আত্মধর্ম ; সুতরাং জীবাত্মায় জাতি ভেদ না থাকায়, ইহা বিভেদ রহিত। তদ্ব্যতীত অনাত্ম বা জড়দেহ দৈহিক বিষয়ক ধর্ম্মমাত্রেই, গুণসম্বন্ধহেতু বিভিন্নতা অনিবার্য্য। সুতরাং বিভিন্ন মতভেদে উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দুর্গম। অতএব মহাজন—ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের পদাঙ্ক অনুসরণে, ভক্তি বা ভাগবত-ধর্ম-পথে বিচরণ করাই, তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত জনমাত্রের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুগম ও সুমঙ্গল পন্থা।[১]

শাস্ত্রের উদ্দেশ্য-নিরূপণ ব্যাপারটি বাস্তবিক তাহাই। দুগ্ধ পেয় হইলেও যেমন বস্ত্রপূত দুগ্ধই পানযোগ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ গ্রহণীয় হইলেও সদ্‌গুরু ও সাধুমুখ-নিঃসৃত শাস্ত্রোপদেশই গ্রহণীয়, অন্যথা পথভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

সচরাচর আমরা নিজ বুদ্ধিবলে বৈদাদি-শাস্ত্র-তাৎপর্য্য অন্বেষণ করিতে গিয়া, সেখানে দেখিতে পাই,—কোথাও কর্মের প্রাধান্য, কোথাও জ্ঞানের প্রাধান্য, কোথাও যোগের প্রাধান্য, কোথাও বা ভক্তির প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে প্রয়োজন ও অভিধেয় নির্ণয়ে বুদ্ধি-বিক্ষেপ উপস্থিত হয় ; কিন্তু বেদবিদ্ সজ্জনগণ আমাদিগকে সেই বেদ, অধিকারী ও ক্রম

১। "নিজগুরু শ্রীকেশব ভারতীর স্থানে"—(চৈতন্য ভাঃ ৩।১০) "প্রভু কহে শ্রুতিস্মৃতি যত ঋষিগণ" ইত্যাদি ; এবং শ্রীভাগবত ৬।৩।২৫—শ্রীজীবপাদকৃত 'ক্রমসন্দর্ভঃ' দ্রষ্টব্য।

অনুসারে যেরূপ সুন্দর বিভাগ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যদি শাস্ত্র-তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারি, **একমাত্র ভক্তিই সমস্ত শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য,—সকল নিগমবল্লীর সৎফল—ভক্তি।** যতদিন-না এই ভক্তিফল আস্বাদিত হইবে, ততদিন জীব—তিনি বিষয়ী অথবা কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী যাহাই হউন,—তাঁহার সুখ-পিপাসার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি অসম্ভব। এইজন্য দেখা যায়, পরিচ্ছিন্ন—অপূর্ণ বিষয়-সুখান্বেষী জীবের কথা দূরে থাক্,—পরমাত্মদর্শী—পূর্ণকাম আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরিপাদপদ্ম-সৌরভ-লুব্ধকারিণী অমলা ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। যথা,—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত। ১।৭।১০)

ইহার অর্থ,—আত্মারাম মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়াও সেই উরুক্রম—শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, শ্রীহরির এমনই গুণ।

সকল শাস্ত্রের এক সুর—এক তাৎপর্য্য।

অধিকারীভেদে সাধনার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলেও সাধ্য একই,—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"—সেই একেরই বিজয়বার্ত্তা বহন করিবার জন্য,—সেই এককেই ব্যক্ত করিবার জন্য সমস্ত শাস্ত্রের সম্মিলিত অভিপ্রায়। যতক্ষণ না ঐকতানবাদনের মধুর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, ততক্ষণ এক একটি বাদ্যের পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনি শুনিয়াই লোকে পরিতৃপ্ত থাকে; নিজরুচি অনুরূপ একপ্রকার বাদ্যকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, অন্যপ্রকার বাদ্যধ্বনি বর্জ্জন করে। সেইরূপ সমগ্র শাস্ত্রের সম্মিলিত ধ্বনি—ঐকতান শ্রুতিগোচর হইলে, তখন আর পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনি শুনিতে ইচ্ছা হয় না; তখন সকল শাস্ত্রবাক্যই সেই ঐকতানের সম্মিলিত ঝঙ্কারে মিশাইয়া দিয়া, সেই মধুর

ধ্বনির অমৃত-তরঙ্গে ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। তখন সর্ব্ববেদের ঐকতান—কাহার গুণগান, তাহা বুঝিতে পারা যায়,—"সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি"—এই বেদবাণী হইতেই।

ত্রিগুণের তারতম্যই দেহাত্মবোধ-মুগ্ধ জীব-প্রকৃতির পার্থক্যের কারণ।

কেন্দ্রস্থল হইতে যে যতদূরে অবস্থিত,—জীবের চিদাত্মবোধ, আত্মা হইতে জড়দেহাদির দিকে যতই অধিক প্রসারিত, কেন্দ্রের নৈকট্য ও দূরত্ব অনুসারে কেন্দ্রের উপলব্ধি ও তথায় উপস্থিতির তারতম্য হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। কেন্দ্রস্থল হইতে যে যতদূর সরিয়া গিয়াছে, তাহাকে তথায় ফিরিয়া আসিতে তত বিলম্ব হইবে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি প্রাকৃতগুণের তারতম্যানুসারে মনুষ্যের অধিকারেরও তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। এই গুণত্রয়ের তারতম্য,—কেবল জীবের প্রকৃতি ও অধিকারেরই নহে—সমস্ত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ।

মনুষ্যেরও বিভিন্ন প্রকৃতি, বিভিন্ন রূপ ও গুণাদির কারণও এই ত্রিগুণের তারতম্য। কেহ সত্ত্বগুণ-প্রধান, কেহ রজোগুণ-প্রধান, কেহ বা তমোগুণ-প্রধান। আবার এই তিনটি গুণের হীন, মধ্য ও অধিক ভেদে অসংখ্য প্রকার বিভাগ হইতে পারে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের তারতম্যানুসারে যেমন অসংখ্য ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে ও দোষের বলাবল অনুসারে তাহাদের ঔষধ ও চিকিৎসাদি যেমন একপ্রকার না হইয়া বহুপ্রকার হওয়াই যুক্তিযুক্ত, সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অসংখ্য বিকারানুরূপ ভবব্যাধিও বহু-প্রকার; সুতরাং গুণত্রয়ের বলাবল অনুসারে তাহাদের প্রতিকারোপায়ও একপ্রকার না হইয়া বহুপ্রকার হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। সনাতন ধর্মের লীলা-নিকেতন—পুণ্য ভারতভূমি ব্যতীত অপর কোনও দেশে এই যুক্তির

মূল্য অনুভূত হয় নাই। ত্রিদোষের বলাবল ভেদে দেহরোগের ঔষধাদি বহুপ্রকার হইলেও, ত্রিদোষের সাম্যভাব স্থাপন ও স্বাস্থ্যসুখ প্রদান যেমন চিকিৎসা-বিদ্যার মুখ্যতম প্রয়োজন,—সেইরূপ ভবরোগের চিকিৎসা, অধিকারী ভেদে বহুপ্রকার পরিদৃষ্ট হইলেও উদ্দেশ্য এক। ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও অনন্ত সুখপ্রাপ্তি—ইহাই সকল ধর্ম-শাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য। এতদুদ্দেশ্যে—কেবল ভক্তিই যে জীবের মুখ্য প্রয়োজন,—যুগপৎ আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির সহিত পরমানন্দ-প্রাপ্তির,—ভক্তিই যে প্রকৃষ্ট পন্থা বা পরম উপায়—এ কথা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি নিরপেক্ষ ও নিবিষ্টভাবে পর্য্যালোচনা করিলেই আমরা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারিব। ভক্তিই যে সমস্ত বেদবল্লীর মুখ্যতম ফল—একমাত্র ভক্তিতেই যে সমগ্র বেদবাণীর পর্য্যবসান,—বেদের যথাযথ বিভাগ অনুসারে পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা সহজে বোধগম্য হইতে পারে।

দেহাবিষ্ট জীব-প্রকৃতির ভিন্নতা অনুসারে বেদসকল বিভক্ত হইলেও, ভক্তিই সমস্ত বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য।

বেদ প্রধানতঃ কাণ্ডত্রয়ে বিভক্ত ; যথা—(১) কর্মকাণ্ড, (২) দেবতাকাণ্ড ও (৩) জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড পুনরায় দ্বিবিধ ঃ সকামকর্ম্ম ও নিস্কাম কর্ম ; সকাম কর্ম পুনরায় ভুক্তীচ্ছা বা ভোগবাসনা মূলক ও মুক্তীচ্ছা বা মোক্ষ বাসনামূলক-ভেদে দ্বিবিধ। বিষয় বাসনাশূন্য মুক্তীচ্ছাকে নিষ্কাম বলা হইলেও,ভুক্তীচ্ছা ও মুক্তীচ্ছা উভয়েই আত্মসুখেচ্ছা-তাৎপর্য্যময়ী বলিয়া সকাম কর্ম্মেরই অন্তর্গত হইতেছে। ভুক্তীচ্ছামূলক সকামকর্ম পুনরায় ঐহিক ও পারত্রিকভেদে দ্বিবিধ। ইহকালে ধন-ধান্য, পুত্র-কলত্র, রাজ্য-সম্পদ, যশ-মান-প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তি-কামনাকে ঐহিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম-কর্ম্ম এবং পরকালে স্বর্গ-সুখাদি-প্রাপ্তি কামনা-মূলক কর্ম্মকে পারত্রিক ভুক্তীচ্ছা-মূলক সকাম কর্ম কহে। এই উভয়বিধ ভুক্তীচ্ছা-মূলক কর্ম্মই

পুনরায় হিংসাযুক্ত ও হিংসারহিত-ভেদে দ্বিবিধ। ঐহিক বা পারত্রিক ভুক্তীচ্ছা পূরণের জন্য ছাগ-মেষাদি বলি প্রদানপূর্ব্বক যে-সকল যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই হিংসাযুক্ত ও তদ্‌বর্জ্জিতকে হিংসারহিত কহে।

(১) হিংসাযুক্ত ঐহিক বা পারত্রিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম্ম হইতেছে—তামসিক।

(২) হিংসা-রহিত ঐহিক বা পারত্রিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকামকর্ম্ম হইতেছে রাজসিক।

(৩) মুক্তীচ্ছামূলক কর্ম্ম— সাত্ত্বিক।

(৪) নিষ্কাম-কর্ম্ম—(অর্থাৎ ফলভোগ-বাসনা রহিত ভগবানে অর্পিত কর্ম্মই) চিত্তশুদ্ধিকর ও জ্ঞানের প্রাপক।

উক্ত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের সহিত বহুপ্রকার দেবতার উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে; ইহাই বেদের দেবতাকাণ্ডের বিষয়। অধিকারীভেদে এই উপাসনাও আবার দ্বিবিধ। যথা—(১) সগুণ উপাসনা ও (২) নির্গুণ উপাসনা। সাত্ত্বিকাদি অধিকারী ভেদে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনাকে সগুণ উপসনা ও একমাত্র পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের উপাসনাকেই নির্গুণ উপাসনা বলা হয়। নির্গুণ অর্থে—প্রাকৃত-গুণ-সম্বন্ধ রহিত। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অধিকারী ভেদে অর্থাৎ তজ্জাতীয়া শ্রদ্ধা অনুসারে বিভিন্ন সগুণ দেবতার উপাসনা বিহিত হইয়াছে।[১] নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানে যাঁহাদের চিত্ত বিষয়-ভোগবাসনাশূন্য হইয়াছে, পরব্রহ্মের উপাসনায় তাঁহারাই অধিকারী; পরব্রহ্ম বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত হওয়াই তদ্বিষয়ে অধিকার। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সেই পরব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা পরমাশ্রয়। যথা,—

১। ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ গীতা ১৭।২

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

(গীতা ১৪।২৭)

ইহার অর্থ,—আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ঘণীভূত ব্রহ্মই আমি; সেইরূপ অমৃত, অব্যয়, শাশ্বত ধর্ম ও ঐকান্তিক বা অখণ্ড সুখেরও আমি প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়।

অধিকারী বা শ্রদ্ধা অনুরূপ সগুণ কর্ম ও উপাসনার দ্বারা জীবের ক্রমিক উন্নতি বা উর্দ্ধগতি লাভ হইয়া থাকে। কেবল নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি ও তৎফলে জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে; ইহাই বেদের জ্ঞানকাণ্ডের প্রারম্ভ।

অপরা ও পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মসম্বন্ধীয় পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান।

এই জ্ঞান আবার পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে দ্বিবিধ। কেবল শাস্ত্র-শ্রবণ ও অধ্যয়নাদিজনিত জ্ঞান—পরোক্ষজ্ঞান বা অপরাবিদ্যা, আর সেই পরোক্ষজ্ঞানের সারাংশ যাহা, তাহাই—অপরোক্ষজ্ঞান বা পরাবিদ্যা নামে কথিত হইয়াছেন। যেমন মানচিত্র দৃষ্টে পৃথিবীর অনুভূতি, ইহা পরোক্ষ জ্ঞান এবং পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া যে পৃথিবীর অনুভূতি—ইহাই তদ্বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান। এই পরা বিদ্যার আলোকেই পরতত্ত্ববস্তু সাক্ষাৎকার হয়েন বলিয়া, ইহাই সমস্ত বিদ্যার ফলরূপে গণ্য হইয়াছেন। যথা,—

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥

(গীতা। ১৭।২, ৪)

অর্থ,—দেহিগণের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা ত্রিবিধা; সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক,—তাহা শ্রবণ কর। (২) সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকে, দেবগণের, রাজসিক লোকে যক্ষ ও রাক্ষসগণের এবং তামসিক লোকে ভূত-প্রেতগণের উপাসনা করিয়া থাকে। (৪)

'রজঃ সত্ত্ব তমো নিষ্ঠা—' (শ্রীভাগঃ ১১।২১।৩২) দ্রষ্টব্য।

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥"

(মুণ্ডক ১।১।৪-৫)

ইহার অর্থ,—ব্রহ্মবিদেরা বলেন বিদ্যা দুইটি, পরা এবং অপরা। তন্মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি (এই সকলের কেবল শ্রবণ বা অধ্যয়নাদি জনিত জ্ঞান,) তাহারই নাম অপরা বিদ্যা; আর যাহার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষ বা পরতত্ত্বকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা।

এই পরা বিদ্যার আলোকেই তত্ত্ব বস্তুর সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারই পরা বিদ্যার প্রয়োজন।

এক অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্বের ত্রিবিধ প্রকাশ।

একই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব সাধকের অধিকার ও ভাব-অনুরূপ ত্রিবিধরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন; যথা,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

(শ্রীভাগবত ১।২।১১)

ইহার অর্থ,—তত্ত্ববিদ্গণ এক অদ্বয়-জ্ঞানকে 'তত্ত্ব' বলিয়া থাকেন। এই অদ্বয় বা অখণ্ড জ্ঞানতত্ত্ব নির্ব্বিশেষ সত্তামাত্ররূপে প্রকাশ পাইলে, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া থাকেন; অন্তর্যামিরূপে প্রকাশ পাইলে, যোগিগণ তাঁহাকে 'পরমাত্মা' রূপে নির্দ্দেশ করেন; আর সর্বশক্তি-সমন্বিত সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকাশ পাইলে, ভক্তগণ তাঁহাকে 'শ্রীভগবৎ-স্বরূপে' প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

অপরোক্ষ জ্ঞানের ফলস্বরূপ যে তত্ত্বসাক্ষাৎকার, তাহা প্রধানতঃ দ্বিবিধ। যথা—(১) নির্ব্বিশেষ বা নির্ব্বিকল্প সাক্ষাৎকার, এবং (২) সবিশেষ বা সবিকল্প সাক্ষাৎকার। নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের অপর নাম ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ; ইহা জ্ঞান-যোগীর অধিকার-সীমা। সবিশেষ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার পুনরায় আংশিক ও পূর্ণভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে (১) পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হইতেছে আংশিক তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার ; ইহা অষ্টাঙ্গ-যোগীর অধিকার-সীমা, এবং (২) শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইতেছে পূর্ণ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার,—ইহার অধিকার কেবল ভক্তি-যোগীর বা ভক্তেরই ;—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ—" (শ্রীভাঃ ১১।১৪।২০)।

স্বপ্রকাশ শুদ্ধাভক্তি বা ভাগবতধর্ম্মই সমস্ত বেদবল্লীর মুখ্যফল।

ভক্তিও জ্ঞান-বিশেষ। ("ভক্তিরপি জ্ঞানবিশেষো ভবতীতি"—সিদ্ধান্তরত্নম্ ১।৩২), ইহা কর্ম্মযোগীর, জ্ঞানযোগীর বা অষ্টাঙ্গযোগীর জ্ঞান হইতেও বিশেষ জ্ঞান ; এবং কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি দ্বারা আবৃত বা সংপৃষ্টও নহে,—ইহা বিশুদ্ধা এবং স্বরূপসিদ্ধা, কেবলা বা অনন্যা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধা। এই জ্ঞানবিশেষ বা শুদ্ধা ভক্তির, নিষ্কাম কর্ম্মাদিও হেতু নহে। ইহা একমাত্র যদৃচ্ছালব্ধ বা অহৈতুক ভক্ত-মহৎসঙ্গ ও কৃপাদি হইতে জীব-হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। আমরা নিম্নোদ্ধৃত বেদের বিভাগটি স্থিরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিব,—ভক্তিই সমস্ত নিগম-কল্পতরুর শেষ ফল,—ভক্তিই সমস্ত বেদবাণীর বিশ্রাম স্থল, অতএব **ভক্তিই সর্বজীবের মুখ্য-প্রয়োজন।**

১। ভুক্তিচ্ছামূলক হিংসাযুক্ত সকাম কর্ম—তামসিক অধিকারীর জন্য।
২। মুক্তীচ্ছামূলক হিংসারহিত সকাম কর্ম—রাজসিক ,, ,,।
৩। মুক্তীচ্ছামূলক নিষ্কাম কর্ম— সাত্ত্বিক ,, ,,।

ক্রমরীতিতে বেদের বিভাগ

- কর্মকাণ্ড
  - সকামকর্ম
    - ভুক্তীচ্ছামূলক
      - ঐহিক
        - হিংসামূলক
        - অহিংসামূলক
      - পারত্রিক
        - হিংসামূলক
        - অহিংসামূলক
    - মুক্তীচ্ছামূলক
  - নিষ্কামকর্ম (চিত্তশুদ্ধিকর)
- দেবতাকাণ্ড
  - সগুণ (আধিকারিক দেবতা সকলের উপাসনা)
  - নির্গুণ (প্রাকৃত গুণাতীত পরব্রহ্মের উপাসনা)
- জ্ঞানকাণ্ড
  - পরোক্ষজ্ঞান (শাস্ত্রজ্ঞান মাত্র) অপরাবিদ্যা
  - অপরোক্ষজ্ঞান (তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান) পরাবিদ্যা
    - নির্বিশেষ বা নির্বিকল্প সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার (জ্ঞান— জ্ঞানযোগীর অধিকার।)
    - সবিশেষ সাক্ষাৎকার
      - (আংশিক) পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার (যোগ—অষ্টাঙ্গযোগীর অধিকার।)
      - (পূর্ণ) শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার (ভক্তি—ভক্তিযোগীর অধিকার)
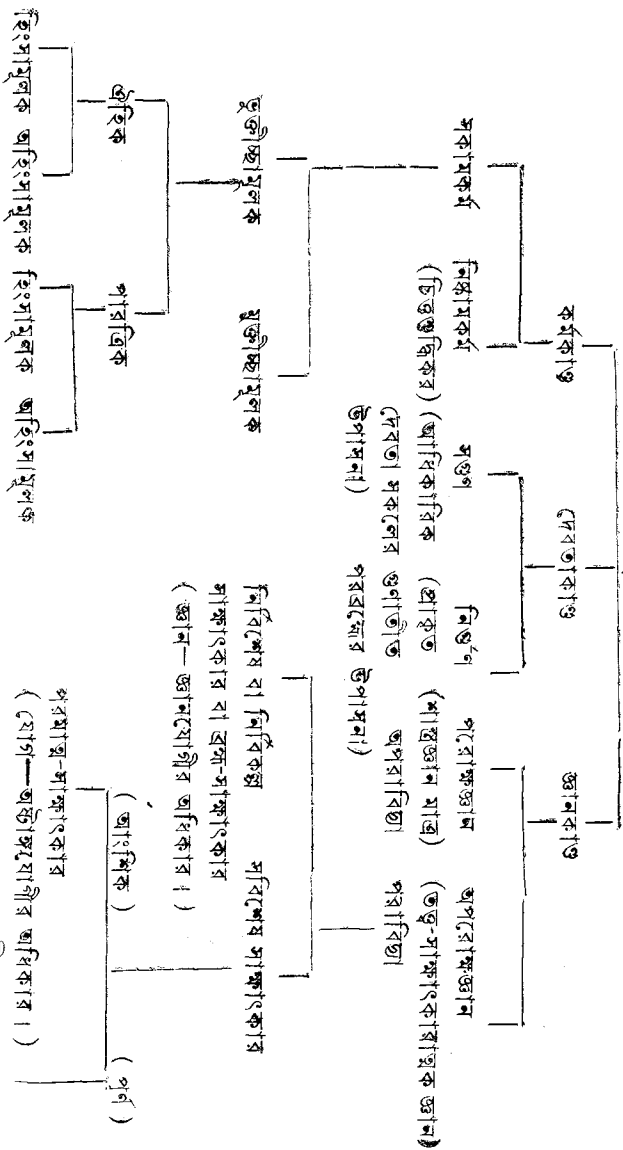
৪। নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানে, চিত্তের মলিনতা ক্ষয়ে (অর্থাৎ ফল-ভোগাসক্তি ক্ষয়ে) জ্ঞানের অধিকার জন্মে। (গীতা ৩।১৯ দ্রষ্টব্য)

বেদের উক্ত ক্রমনির্দ্দেশ হইতে বুঝিতে পারা যায়, হিংসামূলক, তামসিক সকাম কর্ম হইতে বেদের আরম্ভ এবং শুদ্ধা ভক্তিতেই বেদবাক্যের পর্য্যবসান।

অধিকারী ভেদে—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক কর্ম এবং তদূর্দ্ধে—ফল-ভোগবাসনা বা বিষয়-বাসনা ক্ষয়কর—নিষ্কাম কর্ম,—তদূর্দ্ধে পরোক্ষ জ্ঞান, তদূর্দ্ধে—অপরোক্ষজ্ঞান ও তৎফলস্বরূপ নির্ব্বিশেষ পরতত্ত্ব বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার, তদূর্দ্ধে—আংশিক সবিশেষ-পরতত্ত্ব বা পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার. বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় বা প্রয়োজন হইলেও, এই সকল বিষয় মুখ্য প্রয়োজন নহে। পূর্ণ সবিশেষ পরতত্ত্ব বা শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার ও উহার হেতুভূতা ভক্তিই বেদের মুখ্য প্রয়োজন ;—শ্রীভগবান ও তৎবিষয়া ভক্তি বা এক কথায় শ্রীভাগবত-ধর্মই সমস্ত বেদবাণীর বিশ্রামস্থল। **শ্রীভাগবত ধর্মই পরম ধর্ম ;** যাহার অধিক বা সমান অপর কিছুই নাই।

যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—দরিদ্র ভিক্ষা করে কেন ?—অর্থের জন্য। অর্থের কি প্রয়োজন ?—অন্নের সংস্থান জন্য। অন্নের কি প্রয়োজন ?—ক্ষুধাশান্তি। ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজন কি ?—সুখপ্রাপ্তি। সুখ-প্রাপ্তির কি প্রয়োজন ?—

সুখপ্রাপ্তির অন্য প্রয়োজন নাই ; ইহা অন্য কোন প্রয়োজনের অধীন নহে ; সুখপ্রাপ্তিই সুখপ্রাপ্তির প্রয়োজন। দরিদ্রের পক্ষে সুখ প্রাপ্তিই মুখ্য প্রয়োজন ; ভিক্ষা, অর্থোপার্জ্জন, অন্ন-সংস্থান ও ভোজনাদি প্রয়োজন হইলেও সে সমস্তই গৌণ প্রয়োজন—একমাত্র সুখপ্রাপ্তির অনুরোধেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে মাত্র, নচেৎ ভক্ষ্যাদির কোনও প্রয়োজন বা সার্থকতা ছিল না : উহা মুখ্য প্রয়োজনের অধীন মাত্র ; সুতরাং মুখ্য প্রয়োজন যাহা, তাহাই সাধ্য বস্তু।

বেদাদি শাস্ত্রের উদ্দেশ্যও ঠিক তাহাই—

১। হিংসাযুক্ত ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম,

২। হিংসাশূন্য ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম,

৩। মুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম,

৪। নিষ্কাম কর্ম,

৫। পরোক্ষ জ্ঞান,

৬। অপরোক্ষ জ্ঞান,

৭। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার,

৮। সবিশেষ পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার,

৯। সবিশেষ ও পরিপূর্ণ শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার,—

এতগুলি প্রয়োজন পরিদৃষ্ট হইলেও, ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের যাহা একমাত্র কারণ, সেই ভক্তিই বেদাদি শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন বা পরম সাধ্যবস্তু এবং অপর সমস্তই গৌণ প্রয়োজন, সুতরাং মুখ্য প্রয়োজন ভক্তিরই অধীন ; অধিক কথা কি,—সর্বাধীশ শ্রীভগবানও ভক্তির অধীন হইয়া থাকেন।—"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।" (শ্রীভাঃ ৯।৫।৬৩) ভক্তি নিগমকল্পতরুর শেষ ফল, তাই সর্বাপেক্ষা সুদুর্লভ সম্পদ। ভক্তির এই সুদুর্লভতাও উহার সর্বশ্রেষ্ঠতার একটি বিশেষ প্রমাণ।

শুদ্ধা ভক্তির সুদুর্লভতা।

যে বস্তু যত সুলভ, তাহার অধিকারীও তত অধিক এবং যাহা যত দুর্লভ, তাহার অধিকারী তত অল্প হওয়াই স্বাভাবিক। ভক্তি সর্বাপেক্ষা দুর্লভ বস্তু বলিয়াই ইহার অধিকারী সংখ্যাও তদ্রূপ অল্প। সেই অনুপাতে সকাম কর্মী অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মীর সংখ্যা অল্প ; তদপেক্ষা জ্ঞানী ও তদপেক্ষা যোগীর সংখ্যা অল্প এবং ভক্তের সংখ্যা তদপেক্ষা আরও অল্প সুতরাং ভক্তিই হইতেছেন—পরম সুদুর্লভা। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষ্বপি মহামুনে॥

(শ্রীভাঃ ৬।১৪।৫)

ইহার অর্থ,—হে মহামুনে! যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাদৃশ কোটিসিদ্ধের মধ্যে একজনও হরিভক্ত প্রশান্তচেতা সুদুর্লভ।

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীচরিতামৃতকারও লিখিয়াছেণ,—

বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম নাহি গণে॥
ধর্মচারী মধ্যে বহুত কর্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।

(শ্রীচৈঃ। মধ্য, ১৯।)

সুতরাং একমাত্র ভক্তিই জীবের মুখ্য প্রয়োজন ও তন্নিবন্ধন ভাগবত-ধর্মই বেদাদি শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও, শুদ্ধা ভক্তির সুদুর্লভতা ও স্বপ্রকাশতা নিবন্ধন সকলের পক্ষে তাহাতে 'অধিকার' বা 'শ্রদ্ধা' লাভ করিবার সৌভাগ্য হয় না, যেহেতু ভাগবতী শ্রদ্ধাও নির্গুণা ও স্বপ্রকাশ-বস্তু।[১] ভক্তি বা ভাগবত-ধর্মের অনুষ্ঠানে একমাত্র তজ্জাতীয়া ভাগবতী শ্রদ্ধা লাভ করাই তদ্বিষয়ে 'অধিকার';—"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।" (শ্রীচৈঃ ২।২২।৩৮)—তদ্ভিন্ন ভক্তির অনুশীলনে বা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের পথে অপর কোনও অধিকার অর্থাৎ দেশ, কাল, পাত্রাদি বিচার নাই।

১। সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণাঃ॥ (ভাঃ ১১।২৫।২৭)

শ্রীহরিভজনের সর্বাত্মকতা, সার্বজনীনতা ও সার্বত্রিকতা সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে ঘোষিত হইয়াছে ; যথা,—(২।২।৩৬)

তস্মাৎসর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥

ইহার অর্থ,—হে রাজন্! (শ্রীহরি সর্বভূতের অন্তর্যামী প্রিয়তম পরমাত্মা বলিয়া) এই হেতু শ্রীহরিই সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বাবস্থায় সকল মনুষ্যের পক্ষে শ্রবণীয়, কীর্তনীয়, স্মরণীয়। চ-কার প্রয়োগে ধ্যেয়, পূজ্য, সংসেব্য প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে।

কোন অনির্দিষ্ট মহাভাগ্যোদয়ে যিনি ভক্তির মুখ্য প্রয়োজনীয়তা, উপাদেয়তা ও সর্বশ্রেষ্ঠতা বুঝিয়া, ভক্তি বা ভগবৎ সম্বন্ধীয়া শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিয়াছেন, জানিতে হইবে, ইহা যদৃচ্ছালব্ধ ভক্ত-মহৎ-সঙ্গাদি জন্যই তাঁহার ভক্তি সেবনের এই অধিকার জন্মিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহার অপর কোনও হেতু নাই।

অহৈতুকী মহৎ-কৃপাদি-সাপেক্ষ ভক্তি বা ভাগবতধর্মের অনুশীলন-প্রবৃত্তি অপেক্ষা, এইজন্য কর্মাদিসাপেক্ষ ও দেহীদিগের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধানুকূল 'ভুক্তি' ও 'মুক্তি'-ধর্মের অনুষ্ঠান-প্রবৃত্তি, জীব-সাধারণের পক্ষে সাহজিক হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত—তন্ত্রোক্তি।)

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে,—নিষ্কাম কর্মাদির অনুষ্ঠানে চিত্তে নির্ব্বেদ অর্থাৎ ভুক্তিচ্ছায় বিরক্তি হইলে, অভেদ ব্রহ্ম-চিন্তাদিরূপ জ্ঞান-মার্গের সাধন দ্বারা 'মুক্তি' সুলভ হইয়া থাকে ; কিম্বা সকাম কর্ম্মোক্ত যজ্ঞাদি পুণ্যের অনুষ্ঠান দ্বারা, ইহলোকে সুখ-সম্পদ ও পরলোকে স্বর্গাদি-ভোগ বা 'ভুক্তি' সুলভ হইয়া থাকে ; কিন্তু এই হরিভক্তি তদ্রূপ সহস্র

সাধন দ্বারাও সুদুর্ল্ভ। যেহেতু ইহা একমাত্র যদৃচ্ছালভ্য—অহৈতুক মহৎসঙ্গাদি হইতে সঞ্জাত নিগুর্ণা ভাগবতী শ্রদ্ধা সাপেক্ষ।[১]

অতএব অহৈতুক মহৎসঙ্গাদি দ্বারা যে-পর্য্যন্ত জীবের অন্তরে ভাগবতী-শ্রদ্ধার উদয়ে,—পরম আদর-বুদ্ধির সহিত—সর্ব্বোত্তম-বোধে ভক্তির অনুশীলন-প্রবৃত্তি না জন্মে, সে-পর্য্যন্তই বেদাদি শাস্ত্র সকলকে বাধ্য হইয়াই অন্ততঃ জীবের গৌণ প্রয়োজন সাধনের জন্যও সচেষ্ট হইতে হইয়াছে। এই নিমিত্ত জীবের অধোগতি-নিরোধক ও ক্রমোন্নতি-প্রাপক 'ভুক্তি' বা কর্মের পথ এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ নিবৃত্তি করাইয়া, বিষয়ভোগে বা ভুক্তিচ্ছায় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে, তদপেক্ষাও উন্নততর 'মুক্তি' বা জ্ঞানের পথে জীব সকলকে পরিচালিত করিবার জন্য বেদাদি শাস্ত্রের প্রয়াস দেখা যায়। এই হেতু শাস্ত্র-সকলকে জীবের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধানুরূপ তামসিক কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মুক্তি পর্য্যন্ত উপদেশ করিতে হইয়াছে। শ্রীভগবান্ নিজেও উক্ত ব্যবস্থারই পোষকরূপে শ্রীমদুদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া এই কথাই জীবকে উপদেশ করিয়াছেন। যথা,—

তাবৎ কর্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥
(শ্রীভাঃ ১১।২০।৯)

ইহার অর্থ,—যে পর্য্যন্ত কোন বিশেষ ভাগ্যে (অহৈতুক মহৎসঙ্গাদি দ্বারা) আমার কথা (শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলা কথা) শ্রবণাদিতে

১। অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধী।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ [শ্রীভাঃ। ২।৩।১০]

অর্থ,—সুখবাসনাশূন্য একান্তভক্ত, কিম্বা সর্বকামনাযুক্ত-কর্মী, অথবা মোক্ষকামনাপর-জ্ঞানী,—যিনিই হউন, তিনি যদি [মহৎসঙ্গাদি প্রভাবে] উদারবুদ্ধি [অর্থাৎ সর্বোত্তমা ভাগবতী-শ্রদ্ধার অধিকারী হয়েন] তাহা হইলে ঐকান্তিক ভক্তির সহিত পরম পুরুষ শ্রীভগবান্‌কেই ভজনা করিবেন।

[এই শ্লোকে তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা হইলেই সকলেই যে ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে।] গীতা। ৯।৩০-৩২ দ্রষ্টব্য।

শ্রদ্ধার (নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধার) উদয় না হয়, কিম্বা (মুক্তি প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ) নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ভুক্তীচ্ছার বিরতিরূপ নির্ব্বেদ উপস্থিত না হয়, সে-পর্য্যন্ত (স্বাভাবিকী শ্রদ্ধানুরূপ যথাক্রমে) বেদবিহিত কর্ম করিতে থাক।

তাহা হইলে বুঝিলাম ভক্তি বা ভাগবতধর্মই বেদাদি শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য হইলেও, নির্গুণা ও স্বপ্রকাশ ভাগবতী শ্রদ্ধার সুদুর্ল্লভতার জন্যই, কর্মাদি ব্যবস্থাক্রমে সংসার-কূপ-মণ্ডুক জীবকে 'ভুক্তি' হইতে ক্রমশঃ 'মুক্তি'-সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রাপ্ত করাইবার যে চেষ্টা,—ইহা শাস্ত্র-সকলের গৌণ অভিপ্রায় মাত্র।

কূপ-মণ্ডুক (কুয়ার ব্যাঙ) যেমন মনে করে,—কূপের আয়তনকেই জগতের সীমা, তাহার অধিকার নাই— জগতের যথার্থ আয়তন অনুভব করা। জগতের যথার্থ আয়তন অনুভব করাইতে হইলে, তাহাকে যেমন ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর জলাশয়ে স্থাপন করিয়া পরিশেষে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে হয়,—নিম্নতম তামসিক অধিকারীকে ভুক্তির পথে ক্রমশঃ রাজসিক হইতে সাত্ত্বিক অধিকারে উন্নমিত করাইয়া, কিম্বা নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানে জ্ঞানের অধিকার দ্বারা 'মুক্তি' সমুদ্রে স্থাপন করাইবার জন্য শাস্ত্র-সকলের সেইরূপ গৌণ প্রয়াস।[১]

এবম্বিধ মুক্তি মহার্ণবও যে শুদ্ধা ভক্তির উদয়ে গোষ্পদ-জলতুল্য[২] তুচ্ছ বোধ হয়,—সেই ভক্তিই হইতেছে সর্বজীবের মুখ্য প্রয়োজন ও সর্ব্ব-শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়।

১। "বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া—" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। (ভাঃ ৭।১১।৩২)

২। ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥ (হরিভক্তিসুধোদয়। ১৪।৩৬)

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি প্রহ্লাদের উক্তি—হে জগদ্‌গুরো! তোমার সাক্ষাৎকার-জনিত যে বিশুদ্ধানন্দার্ণবে আমি অবস্থিত রহিয়াছি, তাহার তুলনায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দও আমার নিকট এখন গোষ্পদ-জলের ন্যায় অত্যল্পই বোধ হইতেছে।

পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ অনুভূতি কেবল শুদ্ধা ভক্তি দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে।

জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ যোগাদি সাধন দ্বারা পরতত্ত্ব বস্তুর নির্ব্বিশেষ বা আংশিক সাক্ষাৎকার ঘটিতে পারিলেও, কেবল শুদ্ধা ভক্তি দ্বারাই যে, পরিপূর্ণ সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়,—এ বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য যথা,—

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্‌ ভগবান্‌ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥

(শ্রীভাঃ ৩।৩২।৩৩)

ইহার অর্থ,—বহুগুণাশ্রয় এক ক্ষীরাদি দ্রব্য যেমন চক্ষু ইত্যাদি পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয় দ্বারা বিভিন্নরূপে পরিগৃহীত হয়, সেইরূপ একই ভগবান্‌ উপাসনা-ভেদে নানারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন।

উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে ভক্তির প্রাধান্য ও পূর্ণতা গূঢ়ভাবে প্রতিপাদিত হইলেও, স্থূলদৃষ্টিতে সকল উপাসনার সমতা-বিষয়ক উক্তি বলিয়াই ভ্রম হইবার সম্ভাবনা; পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিকৃত নিম্নোদ্ধৃত কারিকা হইতে উক্ত শ্লোকার্থ যথার্থরূপে বুঝিতে পারা যায়; যথা,—

তত্ত্বং শ্রীভগবত্যেব স্বরূপং ভূরি বিদ্যতে।
উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্তদুপাসকে॥

যথা রূপরসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা।
ক্ষীরাদিরেক এবার্থো জ্ঞায়তে বহুধেন্দ্রিয়ৈঃ॥

দৃশা শুক্লো রসনয়া মধুরো ভগবাংস্তথা।
উপাসনাভির্বহুধা স একোঽপি প্রতীয়তে॥

জিহ্বয়ৈব যথা গ্রাহ্যং মাধুর্য্যং তস্য নাপরৈঃ।
যথা চ চক্ষুরাদীনি গৃহ্ণন্ত্যর্থং নিজং নিজম্‌॥

তথাঽন্যা বাহ্যকরণস্থানীয়োপাসনাঽখিলা।
ভক্তিস্তু চেতঃস্থানীয়া তত্ত্বং সর্বার্থলাভতঃ॥

(লঘুভাগবতামৃত ১।৪৭৭)

ইহার অর্থ,—এক ভগবানে বহুবিধ স্বরূপের বিদ্যমানতা থাকিলেও উপাসনানুসারে সেই সেই উপাসকে তদুপযোগী স্বরূপেরই প্রকাশ হইয়া থাকেন।

যেমন রূপ-রসাদি বহুবিধ গুণের আশ্রয় এক দুগ্ধাদি দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীত হয়; অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা শুক্ল, রসনা দ্বারা মধুর ইত্যাদি অনুভূত হয়, সেইরূপ একই ভগবান্ উপাসনাভেদে বহুধা প্রতীত হইয়া থাকেন। যেমন দুগ্ধাদির মধুরতা কেবল রসনাই গ্রহণ করিতে সমর্থ, অপর ইন্দ্রিয় নহে; আর যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপ-রসাদির মধ্যে নিজ নিজ বিষয়গ্রহণ করিতে সমর্থ, কিন্তু চিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বহিরিন্দ্রিয়-স্থানীয় অন্যান্য উপাসনাবর্গ কেবল স্বস্বোপযোগী সেই সেই স্বরূপই গ্রহণ করিতে সমর্থ,—চিত্ত স্থানীয়া ভক্তি কিন্তু তত্তদুপাসনার বিষয় সমস্ত স্বরূপই গ্রহণ করিতে পারেন।

তাই ভক্তিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে নারদ-ভক্তিসূত্রকার বলিয়াছেন—

"ওঁ সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা।"

(নারদ-ভক্তিসূত্র—২৫)

ইহার অর্থ,—সেই ভক্তি, কর্ম-জ্ঞান ও যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠতরা।

ভক্তি বা মুখ্য-প্রয়োজন বিষয়ে শ্রদ্ধার অভাব স্থলেই গৌণ-প্রয়োজনের ব্যবস্থা

ভক্তি, সাধন জগতের মহারাণী-স্বরূপা হইলেও, তদনধিকারীর পক্ষে নিজ অধিকারানুরূপ সাধনাশ্রয় গ্রহণ করাই সর্বদা যুক্তিসঙ্গত। ভক্তি বা ভাগবতধর্মে শ্রদ্ধালু হওয়া বা না হওয়াই কেবল তদ্বিষয়ে অধিকার বা

অনধিকার লক্ষণ ; এতদ্ভিন্ন ভক্তির অনুশীলনে অপর কোন অধিকার-বিচার নাই। 'মৃতসঞ্জীবনী' সর্বরোগহারিণী ও জীবনদায়িনী হইলেও, যাঁহারা তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত হইবার সৌভাগ্যলাভ করেন নাই, তাঁহাদিগের পক্ষেই —যাঁহার যেরূপ ব্যাধি, তদুপযুক্ত ঔষধ ব্যতীত অপর ঔষধ যেমন উপযোগী হয় না, সেইরূপ যাঁহার যেমন 'শ্রদ্ধা' তদনুরূপ ধর্মই তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত ও রুচিকর হইয়া থাকে। স্বভাবানুরূপ স্বধর্মের অনুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ শুদ্ধচিত্ত হইলে, তদুপরিতন ধর্মাচরণে ক্রমশঃ অধিকার জন্মে। তখন তাঁহার নিকট সেই ধর্মের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি হয় এবং তদনুষ্ঠানও রুচিকর হইয়া থাকে। ভক্তি স্বতন্ত্রা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ; ভক্তির অধিক বা সমান কোন সাধনাই নাই,—যেহেতু সকলেই ভক্তির অধীন,—ভক্তির অনুগত। সুতরাং যে-কোনও ব্যক্তি, যে-কোনও অবস্থায় ভক্তি-মহারাণীর শরণ লইতে পারিলেই, যাহা সাধনার চরম ফল,—যাহা বেদ-নির্দ্দিষ্ট মুখ্য প্রয়োজন, তাহা লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।—অন্যান্য সাধনার সমস্ত ফলই ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলরূপেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

যৎ কর্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥

(শ্রীভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩)

ইহার অর্থ,—কর্ম্মদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যদ্বারা, যোগদ্বারা, দানধর্মদ্বারা কিম্বা অন্য তীর্থ-ব্রতাদিদ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়,—যদিও আমার ভক্তের অন্য কোন বাঞ্ছা থাকে না, তথাপি যদি ভজনপুষ্টির নিমিত্ত কখনও স্বর্গ, মোক্ষ বা তদতিরিক্ত বৈকুণ্ঠলোক প্রভৃতি প্রার্থনা করে, তাহা হইলে মদ্ভক্তিযোগ দ্বারা ভক্ত সে-সকল অনায়াসেই প্রাপ্ত হইতে পারে।

কিন্তু ভক্তির যথার্থ মহিমা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে শ্রদ্ধালু হইয়া একমাত্র তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা,—কোনও এক অনির্বচনীয় ভাগ্যসাপেক্ষ —সে-কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

মুখ্য-প্রয়োজনের আনুগত্যেই, অধিকার বা শ্রদ্ধানুরূপ স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই বেদাদিশাস্ত্র-বিহিত।

অধিকারী না হইয়া শ্রেষ্ঠতর ধর্মের অনুষ্ঠান অনিষ্টেরই কারণ হইয়া থাকে। সেইজন্য পূর্বোক্ত ক্রমরীতিই বেদ-গ্রাহ্য; কিন্তু যুগপৎ গ্রহণ-যোগ্য নহে। অধিকারী হইলেও বুঝিতে হইবে, মানবের প্রবল ভোগ-তৃষ্ণার অবস্থায়—সকাম-কর্ম্ম-প্রতিপাদক বেদ, বিষয়ভোগ-সুখের ক্ষয়িষ্ণুতা ও অল্পতা দর্শনে ক্রমশঃ তাহাতে বিতৃষ্ণা জন্মিলে—নিষ্কাম-কর্ম-প্রতিপাদক বেদ, তদনুষ্ঠানে চিত্তের পরিশুদ্ধিতে—জ্ঞান-প্রতিপাদক-বেদ; কিম্বা যে-কোন অবস্থায়, যদৃচ্ছালব্ধ মহৎকৃপাদিলাভ দ্বারা মোক্ষেচ্ছারও বিনিবৃত্তিতে—জ্ঞান-বিশেষ বা ভক্তি-প্রতিপাদক বেদ; অধিকার অনুসারে এইরূপ ক্রমান্বয়ে উপদিষ্ট বেদ গ্রহণীয়, অনধিকার-চর্চ্চা সর্বথা পরিত্যাজ্য। ভক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধাহীন নিম্নাধিকারীর পক্ষে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই তাহার ক্রমোন্নতির কারণ হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ংই গীতায় বলিয়াছেন—

> শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
> স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥
>
> (গীতা ৩।৩৫)

ইহার অর্থ,—উৎকৃষ্ট পরধর্মাপেক্ষা অপকৃষ্ট নিজ অধিকার বা শ্রদ্ধানুরূপ ধর্মের অনুষ্ঠানই আপাততঃ শ্রেয়স্কর। স্বধর্মানুষ্ঠানে নিধনপ্রাপ্ত হওয়াও বরং শ্রেয়ঃ, তথাপি (শ্রদ্ধাহীন) পরধর্মের অনুষ্ঠান ভয়াবহ বলিয়াই জানিবে।

মুখ্য-প্রয়োজনকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করিয়া কোন সাধনা দ্বারাই কোনও মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই।

অধিকারানুসারে ধর্ম আচরণীয় হইলেও মুখ্য প্রয়োজনকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিয়া,—ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া কোন সাধনাই ফল-প্রদানে সমর্থ নহেন। অধিকারীর পক্ষে সেই সেই সাধন তৎকালে উপযোগী ও উপাদেয় বলিয়া মনে হইলেও এবং উহা তৎকালে তাঁহার প্রয়োজন হইলেও, উহা গৌণ প্রয়োজন ; মুখ্য প্রয়োজন সর্ব্বদা মুখ্যরূপেই অবস্থান করিবে। তবে যে, বেদাদি শাস্ত্র কোন কোন স্থলে সকাম কর্মাদিকে মুখ্য প্রয়োজনের ন্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে কেবল জননী যেমন বালককে আরোগ্যের কারণ-স্বরূপ ঔষধ সেবন করাইবার জন্য প্রথমে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নাদির দ্বারা প্রলুব্ধ করেন—সেইরূপই জানিতে হইবে।[1]

ফলতঃ বেদ-বিহিত সকাম কর্মাদিও পরম্পরা-সম্বন্ধে ভক্তিকেই নির্দ্দেশ-পূর্বক, একমাত্র সেই ভক্তি-গ্রাহ্য শ্রীভগবানেরই জয়বার্তা ঘোষণা করিয়াছেন। "সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তীত্যাদি" (কঠোপ ১।২।১৫) অর্থাৎ সকল বেদ যে পূজনীয়কে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। ভক্তির আসন সর্বদা সর্ব্বোপরি বিরাজিত। ভক্তির সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া ভবরোগ মুক্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। রাজাকে অবজ্ঞাপূর্বক রাজকর্ম্মচারিগণের শরণাপন্ন হইয়া কেহ যেমন কোনও সুফল প্রাপ্তির আশা করিতে পারে না ; কিন্তু রাজদ্বেষী না হইলে রাজকর্মচারিগণ তাঁহাদের সেবককে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুরূপ, পুরস্কারাদি প্রদান করিতে সমর্থ হন, সেইরূপ মহারাণী-স্বরূপিণী ভক্তির অবজ্ঞাকারী ব্যক্তি, ভক্তির অধীন অপর সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, সে সকল সাধনা সাধককে সাধনানুরূপ পুরস্কার প্রদানে সমর্থ হয়েন না, বরং তিরস্কার-স্বরূপ বিপরীত ফলই প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তির

১। "ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং—"। (ভাঃ ১১।২২।২০)

অনুগত হইয়া, সাধকের অধিকার মত, ভক্তির অধীন যে কোনও সাধনা—তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে অবশ্যই যে তদনুরূপ সুফল লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আবার যে সাক্ষাৎ-রাজভক্ত বা রাজার সেবক, তাহার পুরস্কারাদি যেমন স্বয়ং রাজকর্ত্তৃকই প্রদত্ত হইয়া থাকে,—রাজ-কর্মচারিদিগের কোনও অপেক্ষা করে না. সেইরূপ সাক্ষাৎ ভক্তিরাণীর সেবক যাঁহারা, তাঁহাদের পুরস্কার-লাভার্থে অপর সাধনার কোনই অপেক্ষা নাই। ভক্তিরাণী ভক্তকে শ্রীভগবৎসেবারূপ শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন,—যাহার নিকট সালোক্যাদি মুক্তিও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে। শাস্ত্র বাক্য যথা,—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
(শ্রীভাঃ ৩।২৯।১৩)

ইহার অর্থ,—কপিলদেব জননীকে কহিলেন, হে মাতঃ! আমার ভক্তগণ কেবল আমার সেবা ভিন্ন আমার সহিত এক লোকে বাস, আমার সমান ঐশ্বর্য্য, আমার সমীপে অবস্থান, আমার সমান রূপ, আমার সঙ্গে সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিতে যাইলেও উহা গ্রহণ করেন না।

সুতরাং স্পষ্টরূপে জানিতে হইবে, অধিকারানুরূপ কর্ম, জ্ঞান, যোগ, যে-কোনও সাধনার অনুষ্ঠানদ্বারা জীবের যথোপযুক্ত মঙ্গললাভ হইতে পারে,—যদি তাহা কোনরূপে ভক্তিকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত না হয়।

উক্ত উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত শাস্ত্রবাক্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। তাই দেখিতে পাই, কর্মকাণ্ডে যজ্ঞাদির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইলেও সমস্ত যজ্ঞাদির সহিত যজ্ঞেশ্বর হরিই জয়যুক্ত হইতেছেন। তাই,

ব্রত শ্রদ্ধাদি নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মসমূহের অনুষ্ঠান মন্ত্রাদির সহিত ভক্তির প্রধান অঙ্গস্বরূপ শ্রীভগবন্নাম সর্বত্র জয়যুক্ত। শাস্ত্রবাক্য যথা,—

মন্ত্রতস্তন্ত্রত শ্ছিদ্রং দেশকালার্হ-বস্তুতঃ।
সর্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নাম-সংকীর্ত্তনং তব ॥
(শ্রীভাঃ ৮।২৩।১৬)

ইহার অর্থ,—মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদি দ্বারা, তন্ত্রে ক্রমবিপর্যায়াদি দ্বারা এবং দেশ, কাল, পাত্র ও বস্তুতে অশৌচাদি ও দক্ষিণাদিদ্বারা যে-সকল দোষ ঘটে, শ্রীভগবন্নাম-কীর্তনে তাহা নির্দ্দোষ হইয়া থাকে।

ভক্তি-সম্বন্ধ-বর্জিত কর্ম-জ্ঞানাদির অনাদর।

বর্ণাশ্রমাচাররূপ স্বধর্ম বা কর্মকাণ্ডোক্ত ধর্মসকল যদি ভক্তি-সম্বন্ধ বর্জিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে উহা অধর্মেরই ন্যায় অধঃপাতিত করিয়া থাকে ; শাস্ত্রবাক্য যথা—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥
(শ্রীভাঃ ১১।৫।২-৩)

ইহার অর্থ,—“বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে সত্ত্বাদি গুণ-তারতম্যে পৃথক্ পৃথক্ চারি বর্ণের ও আশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। যিনি উক্ত বর্ণাশ্রম সকলের সাক্ষাৎজনক-স্বরূপ সেই ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষকে ভজন করেন না,—সুতরাং যিনি সেই পুরুষকে অবজ্ঞাই করেন, তিনি কর্ম্ম-লব্ধ অধিকার হইতে চ্যুত ও অধঃপতিত হন।” সুতরাং সকল বর্ণ ও আশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠানে, ভক্তি সম্বন্ধের সংযোগ একান্ত অপরিহার্য্য।

জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধেও সেই একই কথা। যে জ্ঞান ভক্তিসম্বন্ধবর্জ্জিত,

তাহা মঙ্গলের পরিবর্ত্তে প্রবল অনর্থেরই কারণ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি নিজেই বলিয়াছেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

(ঈশ ৯)

ইহার অর্থ,—যাহারা কেবল অবিদ্যা অর্থাৎ ভক্তিবর্জ্জিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা ঘোর তামস লোক প্রাপ্ত হয়; আর যাহারা কেবল বিদ্যা অর্থাৎ ভক্তিবর্জ্জিত জ্ঞানে রত, তাহারা তদপেক্ষা ঘোরতর তামস লোকে গমন করিয়া থাকে। শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত ব্রহ্মবাক্য; যথা,—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ (শ্রীভাঃ ১০।১৪।৪)

ইহার অর্থ,—"যাহার প্রসাদে অভ্যুদয় ও অপবর্গ প্রভৃতি সর্ববিধ মঙ্গলই লাভ হইয়া থাকে, 'হে বিভো! তোমার সেই ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানলাভার্থ ক্লেশ স্বীকার করে, তোমার সর্বেশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়া যাহারা কেবল আত্ম-জ্ঞানলাভার্থ চেষ্টা করে, তাহাদের কিছুই লাভ হয় না, নিজের সত্তামাত্রই অবশিষ্ট থাকে; আর কিছুই সঞ্চয় হয় না, কেবল স্বাভাবিক সত্তাজ্ঞানই থাকে; অতএব স্থূলতুষাবঘাতীর ন্যায় তাহাদের ক্লেশমাত্রই লাভ হয় বলিতে হইবে।"

শাস্ত্রের সারকথা এই যে, মন্ত্রীর মন্ত্র, তপস্বীর তপ, কর্মীর কর্ম, জ্ঞানীর জ্ঞান, যোগীর যোগ, ভক্তিসম্বন্ধ ব্যতিরেকে কখনই সুফল প্রদান করে না। ভক্তিই সাধন-জগতে মহারাণী; ভক্তিই সর্বপ্রধান সাধ্য ও সাধনা। কর্ম, জ্ঞান ও যোগ—সকলেই ভক্তিমুখাপেক্ষী, সুতরাং ইহাদের ফল ভক্তিফলের তুলনায় অতি তুচ্ছ।

"ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক—কর্ম, যোগ, জ্ঞান ॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল ॥
(শ্রীচৈঃ মঃ ২২)

ভক্তিই সকল সাধনা ও সকল সিদ্ধির জীবন-স্বরূপিণী। প্রাণহীন দেহ যেমন বর্জ্জনীয় হয়, ভক্তিসম্বন্ধরহিত সাধনা, সেইরূপ সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। শাস্ত্রবাক্য যথা,—

জীবন্তি জন্তবঃ সর্ব্বে যথা মাতরমাশ্রিতাঃ।
তথা ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্ব্বা জীবন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১১।৫৬৯ ধৃত বৃহন্নারদীয় বাক্য)

ইহার অর্থ,—জীবগণ যেমন জননীকে অবলম্বন করিয়া জীবনধারণে সমর্থ হয়, সেইরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সকল সিদ্ধিই জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

স্বামীর সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, স্বামীর আত্মীয় পুরুষগণের সেবা যেমন কুলস্ত্রীর পক্ষে ব্যভিচারের সমান হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তির সম্বন্ধবর্জ্জিত হইলে, শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত নিখিল কর্মই ব্যভিচারে পরিণত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য, যথা—

বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ।
কায়ক্লেশফলং তাসাং স্বৈরিণী ব্যভিচারবৎ ॥

ইহার অর্থ,—বিষ্ণুভক্তিবিহীন হইলে, শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত সমুদয় কর্মই কুলটার ন্যায় ব্যভিচারযুক্তই হইয়া থাকে; অতএব কেবল ক্লেশমাত্রই তদনুষ্ঠানের ফল জানিবে।

সেইরূপে যে শাস্ত্রানুশীলন—যে বিদ্যা, ভক্তিলাভের অনুকূল না হয়,—

ভক্তির মহিমা উপলব্ধি না করায়, অবশ্যই জানিতে হইবে, সে বিদ্যা অতিশয় নিকৃষ্টা। শাস্ত্রবাক্য, যথা—

অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১০।৩০৩ ধৃত গারুড়বাক্য।)

ইহার অর্থ,—বেদের অন্ত পাইয়াও এবং সকল শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়াও যদি শ্রীহরিতে ভক্তি না জন্মে, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়াই জানিবে।

অধিক কথা কি, যে শাস্ত্রে ভক্তি-সম্বন্ধ বর্জ্জিত হইয়াছে, কিম্বা যাহাতে ভক্তির প্রতিকূলতা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা শাস্ত্রপদবাচ্যই হইতে পারে না। ব্রহ্মার ন্যায় কেহও যদি তাহার রচয়িতা হন, তথাপি সেই শাস্ত্র অনুশীলন-যোগ্য নহে, ইহা শাস্ত্রেরই অনুশাসন ; যথা,—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎশাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥

(জৈমিনি ভারতে)

ইহার অর্থ,—যে শাস্ত্রে বা যে পুরাণাদিতে হরিভক্তি পরিদৃষ্ট না হয়, স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইলেও সেই শাস্ত্র শ্রোতব্য বা বক্তব্য নহে।

ভক্তিই সর্ব্ব-শাস্ত্র বন্দনীয়া ও সর্ব্ব-নিরপেক্ষ সাধন।

ফলকথা, সেই সর্বশক্তি-সমন্বিতা ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের একমাত্র হেতু-ভূতা ভক্তিই বেদাদি সর্বশাস্ত্রের বন্দনীয়া। বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য ও জীবের পরম পুরুষার্থ—সেই পরম শুদ্ধা ও মহামহিমান্বিতা ভক্তির উদ্দেশ্যেই সমস্ত শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে, একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা

করিয়া দেখিলেই তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

(পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড, ৪২ অঃ বৃহৎ সহস্রনামস্তোত্র ৯৭ শ্লোক)

ইহার অর্থ,—সর্বদা শ্রীহরিকেই স্মরণ করিবে, কদাচ তাঁহার কথা ভুলিয়া থাকিবে না ; সমস্ত শাস্ত্রের যত বিধি ও নিষেধ, সে সমুদয় উক্ত বিধি-নিষেধ-দ্বয়েরই অধীন।

এই সমস্ত শাস্ত্র-নির্দ্দেশ হইতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, সকল নিগমবল্লী-সারফল ভক্তি সেবনে যাঁহার অধিকার অর্থাৎ শ্রদ্ধা জন্মে নাই, ভক্তির অধীন কর্ম্ম-জ্ঞানাদি অপর সাধনসমূহের অনুষ্ঠান, ভক্তির সংযোগেই তাঁহার পক্ষে বিশেষভাবে করণীয় ; তদবস্থায় গ্রহণীয় ভক্তিই হইতেছে—'সগুণাভক্তি'। কিন্তু শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী যিনি, তিনি অপর কোনও ধর্ম্মের,—অপর কোনও বিধি-নিষেধের অধীন নহেন। তাই সর্বশাস্ত্রের সার-মর্ম এই যে, হে জীব ! যদি শ্রীভগবদ্‌বশীকার হেতুভূতা ভক্তিরাণীর সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ অভয় চরণাম্বুজ একান্তভাবে বক্ষে ধরিতে পার, তবে তাঁহার পরিজন-স্বরূপ অপর ধর্ম—অপর সাধনার চরণাশ্রয়ের আর প্রয়োজন কি ? কিন্তু যতক্ষণ-পর্য্যন্ত ভক্তিরাণীর সন্ধান না পাও, ততক্ষণ তাঁহারই কৃপা-লাভের নিমিত্ত, নিজ অধিকারানুরূপ তদীয় পরিজনগণের চরণসেবায় নিযুক্ত থাক। এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার জন্যই বেদাদি শাস্ত্রের বিভাগ,—এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বেদাদি শাস্ত্রের সমুদয় বিধি ও নিষেধ। সুতরাং কোনও অনির্বচনীয় ভাগ্যোদয়ে ভক্তিদেবীর সেবাধিকার যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কর্ম, জ্ঞান, যোগ,—তাঁহার পক্ষে বর্ণাশ্রমাদি সর্ব্ব-ধর্ম্মানুষ্ঠানই তখন নিষ্প্রয়োজনীয়,—কিন্তু কিছুই অবজ্ঞেয় নহে।

ভক্তি বা ভাগবত-ধর্মই সর্বগুহ্যতম বিদ্যা।

সর্বোপনিষৎ-সার গীতায় করুণাময় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগৎকে এই তত্ত্বই উপদেশ করিয়াছেন। ইহাই সমুদয় গীতার সার, যে-হেতু ইহাকেই তাঁহার উপদেশ-সমূহের মধ্যে "সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরম বাক্য" বলিয়া শ্রীভগবান্ প্রতিজ্ঞাপূর্বক উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা,—

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

(গীতা ১৮।৬৪-৬৬)

ইহার অর্থ,—"সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য পুনশ্চ শ্রবণ কর। তুমি আমার প্রিয়, আমার বাক্য দৃঢ় বলিয়া নিশ্চয় করিতেছ, অতএব তোমার হিত বলিব। তুমি মচ্চিত্ত, মদ্ভক্ত ও মদর্চ্চন-পরায়ণ হও ; আমাকে নমস্কার কর ; আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার পূর্ব পূর্ব যে আজ্ঞাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছ, সেই সকল ধর্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। আমার এই শেষ আজ্ঞাকেই বলবতী বলিয়া গ্রহণ কর। আমি তোমাকে ঐ সকল ধর্মের ত্যাগ জন্য সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত করিব ; তুমি শোক করিও না।"

পূর্ববিধি অপেক্ষা পরবিধি বলবান্—ইহাই মীমাংসা শাস্ত্রের নিয়ম। তাই শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

পূর্ব আজ্ঞা বেদ-ধর্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্ ॥

এই আজ্ঞাবলে ভক্তো শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥
(শ্রীচৈঃ ২।২২।৩৬)

একমাত্র ভক্তির উদয়েই সমস্ত বিধি-নিষেধের বন্ধন অতিক্রম করা যায়।

সুতরাং সেই পর্য্যন্তই বেদোপদিষ্ট ধর্ম-কর্ম্মাদির সার্থকতা, যে পর্য্যন্ত-না ভক্তিদেবীর সেবাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হইলে জীব আর বিধি-নিষেধের বাধ্য নহে ; যাহার জন্য সকল বিধি ও সকল নিষেধ, তদাশ্রয়ে উপনীত হইলে সে-সমস্ত আপনিই ক্ষীণ হইয়া যায় ; একমাত্র ভক্তির অনুষ্ঠানে সকল অনুষ্ঠানই সুসম্পন্ন হয়। ভক্তির অনুষ্ঠাতা যিনি, তিনি শ্রীহরি ভিন্ন আর কাহারও নিকট ঋণী নহেন,— আর কাহারও ভৃত্য নহেন, প্রকৃত স্বাধীনতা তাঁহারই। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥
(শ্রীভাঃ ১১।৫।৪১)

অর্থাৎ যিনি শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মাদি পরিহার-পূর্বক সর্বতোভাবে শরণাগত-প্রতিপালক মুকুন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন; তিনি, দেব, ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব ও পিত্রাদির নিকট আর ঋণী নহেন ; শ্রীভগবদ্দাস অপর কাহারও ভৃত্য হন না।

উক্ত শাস্ত্রবাক্য সকলের সারমর্ম এই যে, **স্বধর্ম ত্যাগ করিলেই লোকে ভক্তির অধিকারী হয় না, কিন্তু যদৃচ্ছা-লব্ধ ভক্তির অধিকার জন্মিলে, স্বধর্ম্ম সকল আপনিই ত্যাগ হইয়া যায়।** ভক্তির অধিকারী যিনি, তাঁহার অপর কোন কৃত্য না থাকিলেও, কোন

কোন স্থলে তাঁহাদের যে কর্ম্মাপেক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল নিম্নাধিকারীদিগের বুদ্ধি চালিত না করিয়া, তাঁহাদিগকে স্বধর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যেই জানিতে হইবে।[১]

মুখ্য বা পরমধর্ম ভক্তির সংযোগ ও বিয়োগ অনুসারেই সমস্ত ধর্মাধর্মের বিচার।

মোট কথা, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ধর্ম্মাধর্ম যাহা কিছু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সে সকলই একমাত্র ভক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়াই পর্য্যবসিত। ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যে-সকল ধর্ম্মকর্ম, তাহাকে অধর্মই জানিতে হইবে, আর ভক্তিতে যাহার অধিকার জন্মিয়াছে, তদাচরিত অধর্মও ধর্ম হইয়া থাকে; সুতরাং ভক্তির সর্বোৎকর্ষ ও ভক্তির মুখ্য প্রয়োজনীয়তা বুঝিবার জন্য আর অধিক প্রমাণের কি প্রয়োজন? শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ধর্ম্মো ভবত্যধর্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১০।৯১ ধৃত স্কন্দ রেবাখণ্ড)

ইহার অর্থ,—হে হরে! তোমার ভক্তকৃত অধর্মও ধর্মের নিমিত্ত হইয়া থাকে; আর তোমার অভক্তকৃত ধর্মাচরণ,—তাহা পাপ বলিয়াই গণনীয় হয়।

১। যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ (গীতা ৩।২১)

অর্থ,—শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, সাধারণ ব্যক্তিরাও তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং মহৎ ব্যক্তিসকল যাহা মান্য করেন অন্যেরাও তাহারই অনুবর্ত্তী হয়; অতএব তুমি লোকরক্ষার্থ কর্মের অনুষ্ঠান কর।

অধিক কথা কি, হরিভক্তি সম্বন্ধের সংযোগ ও বিয়োগ হইতে জীবের যথাক্রমে দৈব ও অসুর ভাবের নির্ণয় হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্রে বিষ্ণুভক্তি হীন জন স্পষ্টতঃ 'আসুর'রূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্ বিপর্যয়ঃ॥
(হরিভঃ (১৫।৩৬৯) ধৃত অগ্নিপুঃ)

ইহার অর্থ,—ইহলোকে দৈব ও আসুর ভেদে জৈবীসৃষ্টি দ্বিবিধ। বিষ্ণুভক্তগণ দৈব; তদ্বিপরীত অর্থাৎ ভক্তিহীন যাহারা, তাহারাই অসুর।[২]

তাই দেখিতে পাই, ভক্তি-সম্বন্ধ বর্জ্জন-পূর্ব্বক, তপস্যা, জ্ঞান ও যোগাদির প্রবল অনুষ্ঠান করিয়াও রাবণ, বাণ, বৃক, পৌণ্ড্রক, কংস, ক্রৌঞ্চ, অন্ধক, প্রভৃতি নৃপতিগণ, নিজ ও জগতের অমঙ্গল-স্বরূপ হইয়াই অসুররূপে গণনীয় হইয়াছেন; আর অন্য পক্ষে, কেবল ভক্তির সম্বন্ধ লাভ করিয়া, শিশু হইয়াও ধ্রুব, বিদ্যাহীন হইয়াও গজেন্দ্র, কুরূপিণী হইয়াও কুব্জা, নির্ধন হইয়াও সুদাম বিপ্র, বংশগৌরব-বর্জ্জিত হইয়াও বিদুর, এবং শৌর্যহীন হইয়াও উগ্রসেন শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়া সমস্ত জগতের প্রণম্য ও মঙ্গলস্বরূপ হইয়াছেন। জ্ঞানের অপেক্ষা নাই, যোগের অপেক্ষা নাই,—দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য, পশু, স্থাবর, জঙ্গম,—যে কেহ হউন,—বিদ্যাহীন, ধনহীন, রূপহীন, গুণহীন, সর্ব্বস্ববিহীন হইয়াও যিনি কোন ভাগ্যে কেবল তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধালু হইয়া ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই পূর্ণকাম হইয়াছেন, সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিয়াছেন—জগৎকে ও নিজেকে ধন্য করিয়াছেন। অহো! ভক্তির এতাদৃশই মহিমা। জাতি, বিদ্যা, রূপ, কূলাদি কোন কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া, নিজ অনুগত-জনকে সর্ব-নিরপেক্ষ ভক্তিরাণী সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন।

২। গীতা ১৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তাই নারদ তদীয় ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন—ওঁ নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যা-রূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ। (৭২) অর্থাৎ ভক্তের জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন ও ক্রিয়াদির কোনই অপেক্ষা নাই। ওঁ স তরতি স তরতি স লোকান্তারয়তীতি॥ (৫০) অর্থাৎ তিনি যে কেবল নিজেই উদ্ধার হইয়া যান, তাহা নহে, লোকসকলকেও রক্ষা করিয়া থাকেন। ওঁ মদন্তি পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি॥ (৭১) তখন ভক্তের সৌভাগ্যে পিতৃলোক আনন্দিত হন, দেবলোক নৃত্য করিতে থাকেন, এই বসুন্ধরা নিজেকে সনাথা বলিয়া মনে করেন।

ভারতীয় আর্য্য ও অনার্য্যগণ সকলেই ভক্তির শরণার্থী ছিলেন।

তাই শাস্ত্রে দেখিতে পাই, ভারতের সর্বপ্রধান গৌরবের বস্তু,—প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের মধ্যে এমন কেহই ছিলেন না, যিনি অমলা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে আরম্ভ করিয়া, চতুঃসন, নারদ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, শুক, ব্যাস, বশিষ্ঠ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, কশ্যপ, ভৃগু, লোমহর্ষণ, শৌনক, গর্গ, দাল্‌ভ্য, বৈশম্পায়ন, অঙ্গিরা, পরাশর, পৌলস্ত্য, মার্কণ্ডেয়, অগস্ত্য প্রভৃতি সকলেই পরম ভাগবত ছিলেন ; সকলেই ভক্তির মহিমা প্রচার করিয়াছেন। ভক্তিই ভুবন-মান্য ব্রাহ্মণগণের স্বধর্ম। শাস্ত্রোক্তি যথা,—

ব্রাহ্মণানাং স্বধর্ম্মশ্চ সন্ততং কৃষ্ণসেবনম্।
নিত্যং তে ভুঞ্জতে সন্তস্তন্নৈবেদ্যং পদোদকম্॥
(শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে ১।২।৪২)

ইহার অর্থ,—ব্রাহ্মণদিগের স্বধর্ম হইতেছে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণসেবা ; সেই সাধুরা প্রত্যহ তাঁহার নৈবেদ্য এবং পাদোদক সেবন করেন।

শিব—পরম বৈষ্ণব—পরম ভক্ত ; "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"—(শ্রীভাঃ ১২।১৩।১৬) সুতরাং তিনি ভক্তের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। পার্বতী—মহা

বৈষ্ণবী ; নারায়ণী তাঁহার গৌরবের নাম। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুরূপ কার্য্যেই সতত নিযুক্তা রহিয়াছেন।[১] সূর্য্য শ্রীহরিকে হৃদয় মধ্যেই ধরিয়া রাখিয়াছেন,—আদিত্য-মণ্ডলান্তর্গত পুরুষ যিনি তিনিই সেই ভগবান্,—তাঁহারই তেজে সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময় হইয়া জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন।[২] বিঘ্নবিনাশন গণপতি প্রণিপাতকালে শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-যুগল নিজ মস্তকের কুম্ভদ্বয়ে স্থাপন পূর্ব্বক ত্রিজগতের বিঘ্ননাশে সমর্থ হয়েন ;[৩] সুতরাং তিনিও যে পরম ভক্ত এ-পরিচয় দেওয়াই বাহুল্য।

১। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা, ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা, গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৪)

অর্থ,—চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপিণী—প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী, মায়াশক্তির অধিষ্ঠাত্রী ভুবনপূজিতা 'দুর্গা',—যাঁহার ইচ্ছানুবর্ত্তিনী হইরা কার্য্য করেন,—সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজন করি।

২। যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ (গীতা ১৫।১২)

অর্থ,—সূর্য্যে যে নিখিল ভুবন-উদ্ভাসিত-তেজ, চন্দ্রে ও অনলে যে তেজ উহা আমারই তেজ জানিবে।

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥
(ব্রহ্ম সংহিতা ৫।৫২)

অর্থ,—সর্বলোকচক্ষু সূর্য্যেরও যিনি চক্ষু অর্থাৎ প্রকাশক,—সকল গ্রহগণের রাজা, দেবমূর্ত্তি, অশেষ তেজোদীপ্ত সূর্য্য যাঁহার আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন,—সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজন করি।

৩। যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভদ্বন্দ্বে প্রণাম-সময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্রয়স্য, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ঐ—৫০)

অর্থ,—ত্রিজগতের বিঘ্নবিনাশনের নিমিত্ত গণপতি, তৎকার্য্যে শক্তিলাভের জন্য যাঁহার পাদ-পল্লব নিজ মস্তকের কুম্ভযুগলোপরি নিয়ত ধারণ করেন,—সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজন করি।

জ্ঞানিগুরু ও যোগীশ্বরেরও ভক্তির আনুগত্য।

জ্ঞানি-গুরু আচার্য্য শঙ্করের বিশ্ববিশ্রুত অদ্বৈতবাদের প্রকৃত মর্ম আমরা যতদূর বুঝি বা না-ই বুঝি, কিন্তু জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হইয়াও তিনি যে ভক্তির অনাদর বা উপেক্ষা করেন নাই, সে কথা বুঝিতে আর বাকী থাকে না— যখন দেখি, তিনি গোবিন্দভজনহীন মূঢ়মতিদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া "ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে" (চর্পটপঞ্জরিকা স্তোত্র) বলিয়া কৃষ্ণ ভজনে উপদেশ করিতেছেন। ভক্তির সর্ব প্রধান ভজনাঙ্গ শ্রীভগবন্নামের শরণ ব্যতীত নিজাভীষ্ট অপূর্ণ থাকে ভাবিয়া যিনি শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম স্তোত্রের ভাষ্যকরণোপলক্ষে শ্রীনামাশ্রয়ই করিয়াছেন, কি করিয়া স্বীকার করিব—তিনি ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই? অপরের জন্য তিনি যে মতবাদই প্রচার করুন, পরম বৈষ্ণব শ্রীশম্ভুর অবতার—শ্রীশঙ্কর আচার্য্যের নিজের পক্ষে যে, ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে,—তৎকৃত নিম্নোক্ত শ্লোকটি তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ ;—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥

অনুবাদ—"জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকিলেও নাথ! আমি জানি, আমি তোমারই অধীন—আমি তোমা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমা অধান নহ,—তুমি আমার নিকট হইতে সঞ্জাত হও নাই। তরঙ্গ ও তরঙ্গময় সমুদ্রে পরস্পর পার্থক্য না থাকিলেও, ইহা সুনিশ্চিত যে, তরঙ্গই সমুদ্রের কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গের নহে।"[১] (ষট্পদীস্তোত্র)

অষ্টাঙ্গযোগের মহাগুরু ভগবান্ পতঞ্জলি, যোগিশিরোমণি হইলেও যে,

১। প্রভুপাদ শ্রীমৎ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি কৃত অনুবাদ। তৎসম্পাদিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অন্ত্য ৩য় অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত।

ভক্তির শরণ লইয়াছেন,—তদীয় যোগশাস্ত্রের নিম্নলিখিত সূত্রসকলই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ; যথা,—

"ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা ॥"[১] এই সূত্রে ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে। "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"[২] ও "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।"[৩] এই সূত্রদ্বয়ে ভক্তির প্রধান অঙ্গ যে নামাশ্রয়, তাহাই সূচিত হইয়াছে। "তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।"[৪] এই সূত্রে শ্রীভগবানে কর্মফলার্পণ ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ ভক্তির প্রাধান্যজ্ঞাপক বহু সূত্রে উক্ত যোগশাস্ত্র বিভূষিত ; বাহুল্যভয়ে অধিক উদ্ধৃত হইল না।

অতএব সেই ভক্তিবশ পুরুষ—শ্রীভগবান্ ও তদীয় সাক্ষাৎকারের হেতুভূতা ভক্তিই যে, বেদাদি নিখিল শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য,—ভক্তিই যে শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি সর্বশাস্ত্রের সর্বসার সম্পদ,—ভক্তিই যে সর্বজীবের পরম প্রয়োজন বা পুরুষার্থ-শিরোমণি, তৎপ্রমাণ বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয়টির পর আর অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বেদ সকল যাহা হইতে প্রাদুর্ভূত, সেই সর্বাদি-কারণ শ্রীভগবান্ ব্যতীত বেদের যথার্থ অভিপ্রায় অপর কাহারও জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে।

নিঃশ্বাসের ন্যায় অবলীলাক্রমে বেদ যাঁহা হইতে সমুদ্ভুত,[১] বেদের যথার্থ অভিপ্রায় একমাত্র সেই বেদময় পুরুষ—শ্রীভগবান্ ভিন্ন, দেবতা, মহর্ষি, বা মনুষ্যাদি যিনিই হউন, অপর কেহই অবগত নহেন। যে-হেতু তিনিই

১। যোগসূত্র—১।২৩ ; ২। ঐ ১।২৭ ; ৩। ঐ ১।২৮ ; ৪। ঐ ২।১।

১। "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণম্।"—(বৃহদারণ্যকে ২।৪।১০)

অর্থ,—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি সেই ব্যাপক ও পূজ্য পরমেশ্বরের নিশ্বাস-স্বরূপ তাঁহা হইতে অবলীলাক্রমে নিঃসৃত হইয়াছে।

হইতেছেন সকলের আদি কারণ। তাঁহার আদি অপর কেহই বা কিছুই নাই,—একথা স্বয়ং শ্রীভগবান্ নিজ শ্রীমুখেই শ্রীগীতায় ঘোষণা করিয়াছেন; যথা,—

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ॥ (১০।২)

ইহার অর্থ,—আমার প্রভাব সুরগণ বা মহর্ষিগণ কেহই অবগত নহেন; যে-হেতু দেবতা ও মহর্ষিগণের উৎপত্তি ও বুদ্ধ্যাদি প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে আমিই হইতেছি আদি-কারণ। সুতরাং আমার অনুগ্রহ ব্যতীত আমাকে কেহই জানিতে পারে না,—ইহাই সুচিত হইতেছে। (শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকার তাৎপর্য্য।)

তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

ইহার অর্থ,—সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। সেই শ্রীগোবিন্দই অনাদি সকলেরও আদি এবং কারণ সকলেরও সর্বমূল-কারণ।

অতএব সকলের আদিকারণ যিনি, একমাত্র তিনি ভিন্ন তদীয় নিশ্বাস-স্বরূপ বেদ হইতে বেদের প্রকৃষ্ট মর্ম অবগত হওয়া,—দেব, ঋষি, মনুষ্যাদি সকল জীবের পক্ষেই যে, দুঃসাধ্য ব্যাপার, ইহা বুঝিতে পারা কঠিন নহে।

নিশ্বাসধ্বনি হইতে শ্রীমুখের বাণী সুস্পষ্ট হয়; 'গীতা' সেই শ্রীভগবানের সুস্পষ্ট বাণী ও বেদের সংক্ষিপ্ত সারার্থ।

অস্পষ্ট নিশ্বাস-ধ্বনি হইতে সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী যে অবশ্যই সুস্পষ্ট হইবে, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ অর্থপুস্তক দেখিয়া যেমন মূল গ্রন্থের দুর্বোধ তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ অস্পষ্ট বেদের সুস্পষ্ট ও সারার্থ ই হইতেছেন—'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,—সেই

শ্রীভগবানেরই সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী। এইজন্য গীতার ভাষ্যকারগণের মধ্যে অনেকেই গীতাকে বেদের সারার্থ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীশঙ্করও বলিয়াছেন,—"তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসার-সংগ্রহেত্যাদি—।" (গীতাভাষ্য সূচনায়।) অর্থাৎ সর্ব্ববেদের সংগৃহীত সারার্থই এই গীতাশাস্ত্র।

বেদের অস্পষ্ট, দুর্ব্বোধ্য ও নিগূঢ় তাৎপর্য্য সকল উহার সারার্থ-স্বরূপ গীতায় কি ভাবে সুব্যক্ত হইয়াছে, কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার দুই একটি বিষয়মাত্রের নিম্নে দিগ্ দর্শন করা যাইতেছে।

সমস্ত বেদে সেই শ্রীভগবান্ ও তদনুশীলনরূপা ভক্তিই কীর্ত্তিত হইলেও, অস্পষ্ট বেদধ্বনি হইতে তাহার কিছুই বুঝা যায় না,—উহার সারার্থ ও সাক্ষাৎ ভগবদ্বাণী-স্বরূপ শ্রীগীতাশাস্ত্রের সহায়তা ভিন্ন।

বেদশির শ্রুতি বলেন,—"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি।" (কাঠকে ১।২।১৫) অর্থাৎ,—সমস্ত বেদ যে পূজনীয়কে কীর্ত্তন করেন। সমস্ত বেদ বলিতে, ত্রিকাণ্ডাত্মক নিখিল বেদকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ কর্ম, দেবতা ও জ্ঞান,—এই ত্রিকাণ্ডের সর্ব্বত্রই সেই সর্ব্বপূজনীয়ই কীর্ত্তিত হইয়াছেন, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায়। কিন্তু বেদের কর্মকাণ্ড আলোড়ন করিয়া দেখিলে, সেখানে কেবল স্বধা, ঔষধ, মন্ত্র, ঘৃত, অগ্নি প্রভৃতি যজ্ঞোপকরণ সকলের সহিত যজ্ঞেরই জয়গান ব্যতীত স্থূল দৃষ্টিতে অপর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না; উপাসনা বা দেবতাকাণ্ডে, স্থল বিশেষে বিষ্ণুর পারম্য প্রকাশিত হইয়া পড়িলেও, ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার, মিত্র, বরুণ, বিশ্বদেব প্রভৃতি বিভিন্নদেবতা সকলের স্তুতিগানেই উহা মুখরিত হইতে দেখা যায়; জ্ঞানকাণ্ডেও অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের জয়ঢক্কা নিনাদিত; অথচ সেই বেদ নিজেই বলিতেছেন,—"সমস্ত বেদ যে পূজনীয়কে কীর্ত্তন করেন।"

কীর্ত্তন করেন সত্যই ; কিন্তু সেই কীর্তনধ্বনি সমুদ্রের নির্ঘোষধ্বনির ন্যায় নিশ্বাস-স্বরূপ অস্পষ্ট বেদবাণীর কোন্ গহন তলে বিলীন হইয়া রহিয়াছে, তাহার সন্ধান একমাত্র সেই বেদময়—সর্ব্বাদি, সর্ব্বজ্ঞ, পুরুষের শ্রীমুখের বাণী ভিন্ন অপর কেহই দিতে পারেন না। যিনি কালত্রয়েই বর্ত্তমান থাকিয়া একই সময়ে ত্রিকালের পরিদ্রষ্টা,—সেই তিনি ভিন্ন প্রকৃষ্টরূপে তাঁহাকে আর কে জানিতে পারে ?—আর কে-ই বা তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করিতে পারে ?[১] বাস্তবিকপক্ষে বেদ যাঁহার নিশ্বাস, ("মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্—" বৃহদা ২।৪।১০)—যিনি সাক্ষাৎ বেদময়পুরুষ, ("—ঋক্ সাম যজুবের চ।"—গীতা ৯।১৭) যিনি বেদের উৎপত্তিস্থল, ("—তদ্ ব্রহ্মযোনিম্। —শ্বেতাশ্ব ৫।৬) —বেদ সকলের যথার্থ অভিপ্রায় যে একমাত্র তিনিই সম্পূর্ণরূপে জানিবার যোগ্য, ("—বেদবিদেব চাহম্।" —গীতা ১৫।১৫) এ-কথা তদীয় শ্রীমুখের উক্তি সকল হইতেও অবগত হওয়া যায়। যিনি সমস্তই অবগত, অথচ যাঁহাকে কেহই জানে না, ("—মান্তু বেদ ন কশ্চন।"—গীতা ৭।২৬)—সেই সর্ব্বজ্ঞ-সর্বদর্শী-সর্ব্বাদি-কারণ—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শ্রীমুখপদ্ম-বিনির্গতা বাণীই যে শ্রীভগবদ্গীতা, পদ্মপুরাণে গীতা মাহাত্ম্যেও ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় ; যথা—

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র-বিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনির্গতা॥

ইহার অর্থ,—যাহা স্বয়ং পদ্মনাভ শ্রীহরির মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত, সেই

১। বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন॥ (গীতা ৭।২৬)

অর্থ,—হে অর্জ্জুন ! আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—এই কালত্রয়ের বিষয় বিদিত আছি, কিন্তু আমাকে কেহই জ্ঞাত নহে।

গীতা-শাস্ত্রই সম্যকরূপে কীর্তনাদি করা কর্তব্য ; তাহা হইলে আর অপর বহু শাস্ত্রানুশীলনেরই বা কি আবশ্যক।

গীতোক্ত সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বাণী হইতেই বেদ সকলের অস্পষ্ট ও পরোক্ষবাদে আবৃত অভিপ্রায় সকলের যথার্থ উপলব্ধি।

এক দিকে বেদ সকল অস্পষ্ট ; তাহার উপর আবার সেই ভগবৎ-প্রেরণা দ্বারাই ঋষিগণ কর্তৃক পরোক্ষবাদের আবরণে আবৃত ;[১] সুতরাং এতাদৃশ দুরধিগম্য বেদের যথার্থ অভিপ্রায় বা অর্থের অনুভূতি সাক্ষাৎ বেদ হইতে লাভ করা এক প্রকার অসম্ভবই বলিতে হয়। এখন সেই বেদ সকলের সারার্থ ও বেদময় পুরুষের সাক্ষাৎবাণী স্বরূপ গীতাশাস্ত্র হইতে বেদের উক্ত দুর্ব্বোধ্য বিষয় সকলের সুস্পষ্ট অর্থ আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিব। "সমস্ত বেদ যাঁহাকে কীর্ত্তন করেন"—সেই সর্ববেদ-বন্দিত পুরুষ তিনি কে ? তাহা স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়, সেই বেদের সারার্থ গীতোক্তি হইতে ; যথা—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥" (১৫।১৫)

ইহার অর্থ,—সমস্ত বেদের ও তদ্বর্ণিত সমস্ত দেবতারূপের (হে অর্জ্জুন ! তোমার সম্মুখবর্ত্তী—সমূর্ত্ত এই যে আমি,) একমাত্র এই আমিই হইতেছি তৎসমুদয়ের বেদ্য। আবার সেই বেদের আমিই কারণ এবং তৎসম্প্রদায় প্রবর্ত্তক—সর্বজ্ঞানদাতা গুরুও আমি। সুতরাং বেদ সকলের যথার্থ অর্থবিদ্‌ও আমিই। (শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকার তাৎপর্য্য।)

১। বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্ ॥ (শ্রীভাঃ ১১।২১।৩৫)

অর্থ,—কর্ম্মাদি ত্রিকাণ্ড বেদই ব্রহ্মাত্ম বা পরমেশ্বর বিষয়ক ; মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ উহা স্পষ্ট না বলিয়া পরোক্ষভাবে অর্থাৎ আবরণ করিয়া বলেন। যেহেতু উক্ত বিষয়ে পরোক্ষবাদ আমার অভিপ্রেত।

তাহা হইলে এখন বুঝিলাম শ্রুতি পূর্বোক্ত 'যৎপদম্'[১] এই নির্ব্বিশেষ উক্তি দ্বারা যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারই সবিশেষ বা সমূর্ত্ত অর্থ হইলেন—শ্রীকৃষ্ণ— স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান্। (যিনি তদীয় শ্রীনাম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্নস্বরূপ।—'অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ'। পাদ্মে)

কর্ম্মকাণ্ডের নিগূঢ় ও যথার্থ অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তি ; বাহ্য অর্থ—কর্ম্ম ও যজ্ঞাদি।

ইহা বুঝিলেও, এখনও বুঝিতে বাকী থাকিল যে,—তিনিই যদি সকল বেদের বেদ্য হইলেন, তবে কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞ, মন্ত্র ও যজ্ঞোপকরণাদির শব্দ ভিন্ন, সেখানে তো অন্য কোন কথাই শ্রুত হয় না ; দেবতাকাণ্ডে, ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও অশ্বিন্যাদি দেবতা ও তাঁহাদিগের স্তব ও মন্ত্রাদি ভিন্ন সেখানে অপর কিছুইতো পরিদৃষ্ট হয় না ; তাহার অর্থ কি বুঝিব আমরা ?

সেই বেদবিদ্ পুরুষের গীতোক্তিরূপ শ্রীমুখের বাণী হইতেই উক্ত প্রশ্নের সদুত্তর ও সমাধান প্রাপ্ত হওয়া যায় ; যথা,—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ (৯।১৬)

ইহার অর্থ,—আমিই ক্রতু, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি ঘৃত, আমিই অগ্নি, আমি হোম প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞীয় উপকরণ আমিই ; (কেবল তাহাই নহে) যজ্ঞেরও যথার্থ অর্থ আমিই। (তাৎপর্য্য এই যে,— উক্ত যজ্ঞোপকরণাদির নাম ও 'যজ্ঞ' শব্দ,—পরোক্ষবাদে আবৃত আমারই সাঙ্কেতিক নির্দ্দেশ।)

স্বয়ং শ্রুতিও "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" অর্থাৎ "যজ্ঞই বিষ্ণু" বলিয়া নির্ব্বিশেষ ভাবে যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারই সুস্পষ্ট ও সারার্থ গীতা হইতে জানা যাইতেছে যে,—যজ্ঞ ও যজ্ঞোপকরণাদির নামে কর্মকাণ্ডের যাহা

১। ৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কিছু উক্ত হইয়াছে তৎসমুদয়ের নির্দ্দেশ্য বস্তু হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ। ঐ সকল তাঁহারই সাঙ্কেতিক নির্দ্দেশ মাত্র। স্থূলদৃষ্টিতে এই সকল শব্দের বাহ্যার্থ দ্বারা যজ্ঞাদিই উপলব্ধি হইলেও, সূক্ষ্মদৃষ্টির সমক্ষে ইহার নিগূঢ় অর্থ শ্রীকৃষ্ণই।

অস্পষ্ট ও পরোক্ষবাদের আবরণে আবৃত সুতরাং জীবের পক্ষে সেই দুরধিগম্য বেদ হইতে সকল বিষয়ের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত না হইতে পারিয়া কেবল উহার যথাদৃষ্ট অর্থ গ্রহণ করেন যাঁহারা, তাঁহারাই কর্মকাণ্ডকে 'যজ্ঞাদিময়' বুঝিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়া থাকেন; কিন্তু উক্ত প্রকারে উহার নিগূঢ় অর্থের উপলব্ধি হইয়াছে যাঁহাদের, কেবল তাঁহারাই উহাকে 'যজ্ঞময়' না দেখিয়া 'কৃষ্ণময়' দেখিয়া থাকেন;[১] এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠান অর্থে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনরূপা একমাত্র ভক্তিকেই আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সুতরাং বেদের সুস্পষ্ট ও সারার্থ গীতা হইতে জানা যায়, যজ্ঞানুষ্ঠানের অর্থ শ্রীকৃষ্ণানুশীলন। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তিই সমস্ত কর্মকাণ্ডের নিগূঢ় অভিপ্রায় হইতেছে।

দেবতাকাণ্ডের নিগূঢ় ও যথার্থ অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ ও তদারাধনা বা ভক্তি; বাহ্যার্থ—ইন্দ্রাদি দেবতা ও তদারাধনা।

আবার দেবতাকাণ্ডেও ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যাহা কিছুর অনুষ্ঠান,—নিগূঢ় বেদের বাহ্য অভিপ্রায়ে উহা তদ্রূপেই বোধ হইলেও ইন্দ্র, সূর্য্য বা সবিতা প্রভৃতি নাম সকলের নির্দ্দেশ্য বস্তু যে শ্রীকৃষ্ণই,—পরোক্ষবাদের

১। মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মহামতি শ্রীমন্নীলকণ্ঠসূরি তদীয় শ্রীহরিবংশের বিষ্ণুপর্বের টীকায়, যজ্ঞপ্রধান ঋগ্বেদ হইতে কতকগুলি মন্ত্রের শ্রীকৃষ্ণলীলাপর ব্যাখ্যা দ্বারা, বাহ্যদৃষ্টিতে যজ্ঞপ্রধান ঋগ্বেদের বহুলাংশই যে, প্রচ্ছন্ন শ্রীকৃষ্ণলীলাময়, ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। (তদ্বিষয়ে 'মন্ত্রভাগবত' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

আবরণে আবৃত দেবতা কাণ্ডের এই নিগূঢ়-রহস্য,—সমস্ত দেবতার উপাসনাই যে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনারই বহিরঙ্গ অর্থ, একথা বেদের সারার্থ গীতায়, সাক্ষাৎ বেদমূর্ত্ত সেই সর্ব্বাদিপুরুষের শ্রীমুখের সুস্পষ্ট উক্তি হইতেই আমরা অবগত হইতে পারি। যথা,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-পূর্বকম্॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ (গীতা ৯।২৩-২৪)

ইঁহার অর্থ,—হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারা অজ্ঞান পূর্বক আমারই আরাধনা করিয়া থাকে। আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং ফলদাতাও আমি। কিন্তু তাহারা আমার যথার্থ স্বরূপ বিদিত হইতে পারে না বলিয়া (সংসার চক্রে) পুনরাবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এ-স্থলে বিবেচ্য এই যে,—যজ্ঞ কিংবা আরাধনা করা হইতেছে ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে, আর উহার ভোক্তা ও ফলদাতা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ; ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না, যদি উক্ত ইন্দ্রাদি শব্দের শ্রীকৃষ্ণই নির্দ্দেশ্য না হয়েন; কিম্বা ইন্দ্রাদি দেবতার অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণই উহার ভোক্তা হইয়া প্রেরণা দ্বারা উহার ফলদান না করান। যাঁহারা ইহা জানিয়া ইন্দ্রাদির আরাধনা করেন, তাঁহারা পরমধাম প্রাপ্ত হইয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। আর যাঁহারা ইহা না জানিয়া পৃথক্ বুদ্ধিতে ইন্দ্রাদি দেবতা সকলের আরাধনা করেন,—তাঁহাদিগকেই পুনরাবর্ত্তিত হইতে হয়। ইঁহারই নাম অবিধি পূর্বক কৃষ্ণানুশীলন।

অতএব পরোক্ষবাদে আবৃত দেবতাকাণ্ডেরও মুখ্যতাৎপর্য্য হইতেছে,—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তিরই অনুশীলন।

ইন্দ্রাদি দেবতা বাচক সাঙ্কেতিক শব্দে পরমাত্মবস্তুকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উহার বাহ্য অর্থ-- তৎ তৎ দেবতা বিশেষ।

ইন্দ্রাদি শব্দের বহিরঙ্গ অর্থে সেই সেই দেবতাবিশেষের উপলব্ধি হইলেও, সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মাই হইতেছেন উহার নিগূঢ় ও অন্তরঙ্গ অর্থ ; কিন্তু পরোক্ষ-বাদের আবরণ জন্য উহার উপলব্ধি দুঃসাধ্যই হইয়া থাকে ; শ্রুতি হইতেও ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ; যথা,—

"তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রো হ বৈ নাম। তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষ্যতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ ॥" (ঐতরেয় ১।৩।১৪)

ইহার অর্থ,—সেই জন্য পরমাত্মার নাম ইদন্দ্র ; অর্থাৎ যিনি এই সমস্তই দর্শন করেন (সর্বদ্রষ্টা)। তাঁহার নাম ইদন্দ্র। তিনি ইদন্দ্র বলিয়া ব্রহ্ম-বাদিগণ তাঁহাকে পরোক্ষভাবে 'ইন্দ্র' বলেন। যে-হেতু দেবতারা পরোক্ষ প্রিয়।

সেইরূপ বেদে 'সূর্য্য' শব্দের বাহ্য অর্থে যে দেবতারই উপলব্ধি হউক, উহার অন্তর্নিহিত অর্থে যে, সর্বান্তর্যামি পরমাত্মবস্তুই অভিব্যক্ত হইয়াছেন, মহামতি সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য হইতে উহার ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায় ; যথা,—

"হে সূর্য্য = অন্তর্যামিতয়া সর্বস্য প্রেরক পরমাত্মন্। তরণিঃ = সংসারাব্ধে-স্তারকোঽসি।"— (ঋগ্বেদ ১।৫০।৪র্থ সূক্তের ভাষ্যে।)

ইহার অর্থ,—যিনি অন্তর্যামিরূপে আমাদিগকে পরমধামে প্রেরণ করেন, — যিনি দুঃখময় সংসার সমুদ্রের নিস্তারক,—তিনিই 'সূর্য্য' নামের নির্দ্দেশ্য হয়েন।

এইরূপ বেদোক্ত অপরাপর দেবতা সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। বাহুল্য বোধে এ-স্থলে উহার দুই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র দিগ্‌দর্শনার্থ প্রদর্শিত হইল।

সর্বান্তর্যামী পরমাত্মার শ্রীকৃষ্ণই পরমাবস্থা

এখন উক্ত ইন্দ্র, সূর্য্যাদি নাম দ্বারা নির্দ্দেশ্য সেই সর্বান্তর্যামী পরমাত্মবস্তু যে কে ?—তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় বা সমূর্ত অর্থ,—বেদের সারার্থ গীতা হইতে সুস্পষ্টরূপে জানা যাইবে। যথা,—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ (১০।২০)

ইহার অর্থ,—হে গুড়াকেশ, সর্বপ্রাণীর অন্তঃকরণে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ও সর্ব-নিয়ন্তৃত্বাদিরূপে অবস্থিত পরমাত্মা আমিই। সর্বজীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশরূপ আদি, মধ্য ও অন্তেরও আমিই হেতু। (শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকার তাৎপর্য্য।

জ্ঞানকাণ্ডে বর্ণিত 'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্যাবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণই। তিনিই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা ঘনীভূত সমূর্ত্ত ব্রহ্ম।

এখন জ্ঞানকাণ্ডোক্ত নির্ব্বিশেষ ও নিগূঢ় অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের যাহা সবিশেষ ও সুস্পষ্ট অর্থ, তাহাও বেদের সারার্থ ও সমূর্ত পূর্ণ ব্রহ্মের শ্রীমুখের বাণী-রূপা গীতা হইতেই বিদিত হইতে পারিব ; যথা,—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ (১৪।২৭)

ইহার অর্থ,—যে হেতু আমি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ঘনীভূত বা সমূর্ত্ত ব্রহ্মই আমি। যেমন সমূর্ত্ত সূর্য্য-মণ্ডল নির্ব্বিশেষ তেজোরাশির ঘনীভূত প্রকাশ,—আমিও তদ্রূপ।[১] সেইরূপ আমি পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া, নিত্য. অমৃত, শাশ্বত ধর্ম, ও অখণ্ড সুখের প্রতিষ্ঠাও আমি। (শ্রীস্বামিপাদ টীকার তাৎপর্য্য।)

১। 'মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্।' (শ্রীভাঃ ৮।২৪।৩৮)

তাহা হইলে উক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারাও ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে,—সর্বান্তর্যামীরূপে সেই এক পরমাত্মবস্তু সর্বভূতে নিহিত থাকিলেও ; ("স এব সর্বং পরমাত্মভূতঃ।"—শ্রীভাঃ ১০।৪৬।৪৩)। স্থূল-দৃষ্টির সমক্ষে যেমন সেই পরমাত্মবস্তু ভিন্ন অপর সমস্তই উপলব্ধি হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে কেবল সেই পরমাত্মাই মুখ্যভাবে প্রতিভাত হয়েন, সেইরূপ পরমাত্মা ও পরব্রহ্মের পরমাবস্থা শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বেদে পরিব্যাপ্ত হইলেও, তিলে অবস্থিত তৈলের ন্যায় কিম্বা দধিতে অবস্থিত ঘৃতের ন্যায়,—স্থূল দৃষ্টির সমক্ষে কেবল উহার পরোক্ষ—বাহ্যই পরিদৃষ্ট হয় ; কিন্তু কর্ম, উপাসনা ও ব্রহ্ম—এই ত্রিকাণ্ডাত্মক সমস্ত রূপটি বেদই যে শ্রীকৃষ্ণাত্মক ভিন্ন অপর কিছুই নহে, —ইহা কেবল তৎকৃপাপ্রাপ্ত সূক্ষ্মদর্শীরই দর্শনীয় বিষয় হইয়া থাকে। তাই শ্রুতিও এই দৃষ্টিভেদের কথা স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন ; যথা,—

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ (কাঠকে ১।৩।১২)

ইহার অর্থ,—এই পরমাত্মা সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ হয়েন না ; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী যাঁহারা, তাঁহারা ইঁহাকে তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা দর্শন করেন।

সর্ববেদের বিস্তারার্থ শ্রীমদ্ভাগবতেও সেই স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী দ্বারা উক্ত অভিপ্রায়ই উদাত্ত স্বরে জগতে বিঘোষিত।

সর্ববেদের সারার্থ শ্রীগীতা হইতে এ-পর্য্যন্ত যাহা আমরা জ্ঞাত হইলাম,—সর্ব্ববেদের বিস্তারার্থ যাহা, (—"বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ।")—সেই সর্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত তাৎপর্য্যই সেই সর্ব্বাদি, সর্ববিদ্, বেদময়

পুরুষ কর্ত্তৃক বিঘোষিত হইতে দেখা যাইবে। সমস্ত বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য যে কি ?—তিনি স্বয়ংই তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া, নিজেই তাহার সদুত্তর উদাত্ত স্বরে জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন। যথা,—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্‌বেদ কশ্চন ॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ (শ্রীভাঃ ১১।২১।৪২-৪৩)

ইহার অর্থ,—"শ্রুতি কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্য দ্বারা কাহার বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্য দ্বারা কাহার অভিধান করেন এবং জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে অনুবাদ করিয়া বিকল্প অর্থাৎ তর্ক করেন,—এ সকল অভিপ্রায় আমি ভিন্ন অন্য কেহই জানে না।

শ্রুতি আমাকেই যজ্ঞরূপে বিধান করেন, আমাকেই দেবতারূপে অভিধান করেন এবং আমাকেই তর্ক করিয়া নিরাকরণ করিয়া থাকেন। ইহাই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য। বেদ আমাকেই আশ্রয় করিয়া, প্রথমতঃ মায়ামাত্র জগতের নিষেধ পূর্ব্বক, মধ্যে আমার অবতারাদি রূপভেদের অনুবাদ করণানন্তর, অন্তে, অঙ্কুরগত রস যেমন কাণ্ড-শাখাদিতে প্রসৃত হয়, তেমনি প্রণবার্থভূত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কাণ্ড-শাখাদিতে অনুস্যূত বলিয়া নিবৃত্ত হইয়া থাকেন।"—[১]

বেদের বিস্তারার্থ—শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীভাগবতে সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখের উক্তিরূপে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরই সর্বমুখ্যত্ব প্রদর্শিত হইয়া, এই স্থলে তদ্বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইল।

১। প্রভুপাদ শ্রীমৎ শ্যামলাল গোস্বামি কৃত অনুবাদ,—শ্রীগৌরসুন্দর হইতে উদ্ধৃত।

বিদ্বদনুভব প্রমাণেও।

অতঃপর 'বিদ্বদনুভব' প্রমাণ দ্বারাও উক্ত তাৎপর্য্যই সমর্থিত হইবে; যথা,—

"কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় সর্বশাস্ত্রে কয়।
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয়॥"

তথাহি মুনিবাক্যম্—

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিম্
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী॥
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্॥

(শ্রীচরিতামৃতধৃত ২।২২)

ইহার অর্থ,—মাতৃ-স্বরূপিণী শ্রুতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তোমারই আরাধনাবিধি উপদেশ করেন। ঐ জননীর যাহা উপদেশ, ভগিনী স্মৃতিও তাহাই বলেন। পুরাণাদি সহোদরগণ যাঁহারা, তাঁহারাও মাতা ও ভগিনীরই অনুগত; (শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ সকলে শ্রীকৃষ্ণভক্তিই উপদেশ করেন।) অতএব হে মুরহর! তুমিই যে একমাত্র আশ্রয়, ইহাই সত্য বুঝিলাম।

সিদ্ধ ভক্তগণের অপরোক্ষ অনুভবেও।

এখন শ্রীনারদাদি সিদ্ধভক্তগণের অপরোক্ষ অনুভূতিরূপ প্রমাণেও উক্ত অভিপ্রায়ই সমর্থিত হইতেছে; যথা,—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্,
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্,
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। (শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে)

ইহার অর্থ,—যদি শ্রীহরিই[১] আরাধিত হয়েন, তবে অন্য তপস্যার কি প্রয়োজন ? আর যদি শ্রীহরিই আরাধিত না হয়েন, তবেই বা সে তপস্যার প্রয়োজন কি ? যদি অন্তরে বাহিরে শ্রীহরি বিহার করেন, তবেই বা আর তপস্যার প্রয়োজন কি ? যদি শ্রীহরি অন্তরে বাহিরে বিহার না-ই করিলেন, তবেই বা সে তপস্যার প্রয়োজন কি ?

তাহা হইলে এই পর্যান্ত আলোচনা দ্বারা আমরা ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ভক্তিকে নির্দ্দেশ ও তদভিমুখে চালিত করিবার ও তাহা হইতে বঞ্চিত না হইবার জন্যই সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রের সমস্ত বিধি ও নিষেধ। ভক্তির অধিক বা সমান কোনও সাধনা নাই। বেদ-বিহিত ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও তপস্যাদি সকল সাধনাই ভক্তির অধীন—ভক্তির সহায়তা ভিন্ন সিদ্ধি প্রদানে অসমর্থ ; আর স্বাধীনা ভক্তি—অপর কোন সাধনার কোনও অপেক্ষা না করিয়া, ভক্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদানে সক্ষম। এই তত্ত্ব ঘোষণা করিবার জন্যই বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র সকলের ঐকতান।

বেদবিহিত অপর সমস্ত সাধনই ভক্তি-বিশেষ বা ভক্তির প্রকারভেদ।

অতঃপর আমরা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব যে, অপরাপর সাধনা, কেবল ভক্তির মুখাপেক্ষীই নহেন,—সকল সাধনাই প্রকারান্তরে ভক্তি ; অর্থাৎ ভক্তি ভিন্ন কোন সাধনাই নাই।

ভক্তি প্রধানতঃ দ্বিবিধা ; যথা—সগুণা ও নির্গুণা। সগুণা ভক্তি আবার তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী ভেদে ত্রিবিধা। বেদবিহিত হিংসামূলক

১। সকল অবতারের শ্রীকৃষ্ণই আদি বলিয়া তাঁহাকে যেমন 'অবতারী' বা স্বয়ং ভগবান্ বলা হয়, তেমনি 'হরি' শব্দ বাচ্য সকল ভগবৎ-স্বরূপের তিনিই আদি বলিয়া শ্রীভাগবতে (১০।৭২।১৫) তাঁহাকে 'আদ্যহরি' বলা হইয়াছে। ইহার টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"আদ্যো হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ"। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আদ্যহরি।

ঐহিক বা পারত্রিক ভোগবাসনাযুক্ত সকাম কর্ম্মের নাম তামসী ভক্তি; অহিংসামূলক ঐহিক বা পারত্রিক ভোগবাসনাযুক্ত সকাম কর্মের নাম রাজসী-ভক্তি; মোক্ষবাসনাযুক্ত সকাম কর্মের নাম সাত্ত্বিকী-ভক্তি। তামস ও রাজস ভক্তির অপর নাম সকামা ভক্তি। আর্ত্ত ও অর্থার্থী ব্যক্তি-সকল উহার অধিকারী ও স্বর্গসুখাদি প্রাপ্তিই উহার সিদ্ধি। সাত্ত্বিকী ভক্তি সকাম হইলেও মোক্ষমাত্র বাসনা-নিবন্ধন, উহা সকামা ভক্তির পরিবর্ত্তে নিষ্কামা ভক্তি নামেই উক্ত হইয়া থাকেন। মুমুক্ষু বা মোক্ষকামী সকল নিষ্কাম সাত্ত্বিকী ভক্তির অধিকারী।

আবার ঐ মোক্ষবাসনাযুক্ত নিষ্কামা ভক্তি প্রায়ই কর্ম, জ্ঞান অথবা যোগদ্বারা মিশ্রিত হইয়া থাকে। কর্মদ্বারা মিশ্রিত হইলে কর্মমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞানদ্বারা মিশ্রিত হইলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা মিশ্রিত হইলে যোগমিশ্রা ভক্তি নামে অভিহিত হয়েন। কর্মমিশ্রা ভক্তির ফল চিত্তশুদ্ধি; জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফল ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর সদ্যোমুক্তি; এবং যোগমিশ্রা ভক্তির ফল পরমাত্মসাক্ষাৎকারের পর ক্রমমুক্তি। কর্মমিশ্রা ভক্তির অন্তর্গত নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান সকল সাক্ষাৎ ভক্তি নহে; কিন্তু চিত্তশুদ্ধির উৎপাদন করায় ভক্তিত্বের আরোপ হেতু, অর্থাৎ তদাকারে আকারিত হওয়ায়, উহাকে আরোপসিদ্ধা-ভক্তি বলা হইয়া থাকে; আর জ্ঞান ও যোগমিশ্রা ভক্তি সাক্ষাৎ ভক্তি না হইয়াও ভক্তির সঙ্গবশতঃ সিদ্ধ হয়েন বলিয়া, উহাদিগকে সঙ্গসিদ্ধা-ভক্তি বলা হয়।

আর যাহা কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি হইতে সম্পূর্ণ অনাবৃতা—শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকারের একমাত্র হেতুভূতা, তাহাই নির্গুণা বা শুদ্ধাভক্তি। ইঁহার অপর নাম স্বরূপ-সিদ্ধা, উত্তমা, কেবলা, অনন্যা, অকিঞ্চনা ইত্যাদি।[1]

১। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ ভক্তিসকলকে গুণীভূতা, প্রধানীভূতা ও কেবলা, এই ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যাহাতে ভক্তি অপেক্ষা কর্ম্ম-জ্ঞানাদির আধিক্য—তাহাই গুণীভূতা; যাহাতে কর্ম-জ্ঞানাদি অপেক্ষা ভক্তির আধিক্য—তাহাই প্রধানীভূতা এবং কর্ম-জ্ঞানাদির দ্বারা যাহা সম্পূর্ণ অস্পৃষ্টা—তাহাই কেবলাভক্তি।

ইনি আনুসঙ্গিকরূপে কর্ম্মের ফল, জ্ঞানের ফল ও যোগের ফল প্রদানপূর্বক, নিজ মুখ্যফল শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার ও সেবা প্রভৃতি সমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন।[১]

বেদ-বিহিত অপর সমস্ত সাধনার সাধকগণই ভক্তবিশেষ।

সুতরাং কি সকাম বা কি নিষ্কাম কর্ম, কি জ্ঞান, কি যোগ, সমস্তই যে সগুণা ভক্তিবিশেষ, এখন আমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলাম; তাহা হইলে, পূর্ব বর্ণিত, বেদনির্দ্দিষ্ট হিংসামূলক সকাম কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া, পরমাত্মসাক্ষাৎকারের হেতুভূতা ক্রমমুক্তি-প্রাপক অষ্টাঙ্গযোগ পর্যান্ত সমস্ত সাধনাও যখন প্রকারান্তরে ভক্তিবিশেষ ভিন্ন অপর কিছুই নহে, তখন সেই সেই সাধনার সাধকগণও যে, যে-কোনও ভাবে হউন, ভক্তবিশেষ ভিন্ন অপর কিছু নহেন, ইহাও বলিতে পারা যায়। অতএব তামসী ভক্তিবিশেষের সাধকগণ তামস-ভক্তবিশেষ, রাজসী ভক্তিবিশেষের সাধকগণ রাজস-ভক্তবিশেষ, নিষ্কাম কর্ম্মিগণ আরোপসিদ্ধা ভক্তির সাধন-হেতু কর্ম্মি-ভক্তবিশেষ, জ্ঞানিগণ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সাধনহেতু জ্ঞানি-ভক্তবিশেষ এবং যোগিগণ যোগমিশ্রা ভক্তির সাধনহেতু যেমন যোগি-ভক্তবিশেষ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, সেইরূপ আশ্রমীদিগকেও গৃহাদি আশ্রম অনুসারে গৃহিভক্ত, যতিভক্ত প্রভৃতিরূপেই জানিতে হইবে। ফলকথা, বেদবিহিত যিনি যে-কোন ধর্ম-কর্মেরই অনুষ্ঠান করুন না কেন, সে সকলই যে ভক্তিবিশেষ ও তদনুষ্ঠাতা মাত্রেই যে ভক্তবিশেষ—তাহাতে সন্দেহ নাই, আর যিনি শুদ্ধাভক্তির সাধক, তিনি কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী হইতেও উন্নত,—তিনি পূর্ণকাম—তিনিই হইতেছেন শুদ্ধভক্ত। উক্তপ্রকারে সকলেই ভক্তবিশেষ হইলেও কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি নামেই তাঁহারা

১। "যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা—"। ইত্যাদি। (শ্রীভাঃ ১১।২০।৩৩)

প্রসিদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন। শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী যাঁহারা, কেবল সেই শুদ্ধ ভক্তগণই 'ভক্ত' নামে অভিহিত হয়েন।

বহুবিধা ভক্তির মধ্যে—সত্ত্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধা সগুণা, এবং নির্গুণা বা শুদ্ধা,—এই চতুর্ব্বিধা তদ্বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি।

ভক্তির উক্ত প্রকারভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য ; যথা,—

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে ॥ (শ্রীভাঃ ৩।২৯।৭)

ইহার অর্থ,—(ভগবান্ কপিলদেব জননী দেবহূতিকে কহিলেন) হে ভাবিনি ! প্রকারভেদে ভক্তিযোগ বিবিধ। সেই ভক্তি সত্ত্বাদি গুণভেদে পুরুষের স্বভাবানুরূপ বিশেষ বিশেষ মার্গদ্বারা বিবিধ ভেদ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

অতঃপর শ্রীভগবান্ প্রথমে সগুণা ভক্তি নির্দ্দেশ করিবার জন্য তদন্তর্গত সকাম-তামসভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ কহিতেছেন,—

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ ॥ (শ্রীভাঃ ৩।২৯।৮)

ইহার অর্থ,—ক্রোধী ভেদদর্শী ব্যক্তি যে হিংসা, দম্ভ ও মাৎসর্য্যাদির বশবর্ত্তী হইয়া আমার প্রতি যে ভক্তি করে, সে তামস ভক্ত।

অনন্তর সকাম-রাজসভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ কহিতেছেন ; যথা,—

বিষয়ানভিসন্ধায় যশঃ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্ ভাবঃ স রাজসঃ ॥
(শ্রীভাঃ ৩।২৯।৯)

ইহার অর্থ,—যে ব্যক্তি বিষয়, যশ, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির কামনায় ভেদদর্শী হইয়া বিভিন্ন প্রতিমাদিতে আমার অর্চ্চনা করে, সে রাজস ভক্ত।

অনন্তর সাত্ত্বিকী-ভক্তি বিষয়ে,—(বা নিষ্কাম—আরোপসিদ্ধা ভক্তি ও ভক্ত বিষয়ে) যথা,—

কর্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥
(শ্রীভাঃ ৩।২৯।১০)

ইহার অর্থ,—কর্মক্ষয়-মানসে ভগবানের প্রীতি সম্পাদন উদ্দেশ্যে বা ভগবানে কর্মফল অর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি কর্ত্তব্য বিবেচনায় যে আমার অর্চনা করে, তাহাকে সাত্ত্বিক ভক্ত কহে।

অনন্তর নির্গুণা বা শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন : যথা,—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥
(শ্রীভাঃ ৩।২৯।১১-১২)

ইহার অর্থ,—সাগর-সঙ্গমে গঙ্গাধারার ন্যায়, আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্বান্তর্যামী আমাতে যে নিরচ্ছিন্ন মনোবৃত্তি, যাহা অব্যবহিতা অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদিকর্ত্তৃক অনাবৃতা যাহা সম্পুর্ণ ফলাভিসন্ধিরহিতা, শ্রীভগবানে এমন যে ভক্তি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ।

শুদ্ধাভক্তিই সর্বোপরি অব্যর্থ ও অচিন্ত্য মহিমায় মহিমান্বিতা।

এই নির্গুণা ভক্তিই হইতেছেন 'শুদ্ধাভক্তি'। তদ্ভিন্ন অপর ভক্তি সকল 'সগুণাভক্তি' নামে কীর্ত্তিতা হয়েন। যে কোন ভাবে ভক্তির সম্বন্ধ বা সংযোগ হেতুই যে, অপর সাধনা সকল সিদ্ধা হইয়া থাকেন, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং ভক্তি-সম্বন্ধ হেতু সকল সাধনাই যে ভক্তিবিশেষ

এবং সেই ভক্তি সম্বন্ধের সাধনহেতু সকল সাধকই যে, ভক্তবিশেষ, তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেও স্পর্শমণি হইয়া যায় না ; সগুণা ভক্তি কিন্তু নিজ সম্বন্ধ, সঙ্গ বা সংস্পর্শ দ্বারা অন্য সাধনকে শুধু সঞ্জীবিত করেন না,—ভক্তিত্বেরও আরোপ করাইয়া উহাকে 'আরোপসিদ্ধা' ও 'সঙ্গসিদ্ধা' ভক্তিনামে কীর্ত্তিতা হইবার অধিকারও প্রদান করিয়া থাকেন। যে সগুণা ভক্তিরই এতাদৃশ প্রভাব,—সেই ভক্তির নিগু'ণ ভাব বা শ্রদ্ধা ভক্তির স্থান যে সকল সাধনার কত উর্দ্ধে তাহা লৌকিক ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে। এই জন্য উহা কেহ উপলব্ধি করিলেও, ভাষার অভাবে তাহা প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না। তাই ভক্তি বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীনারদ বলিয়াছেন, "ওঁ মূকাস্বাদনবৎ।" অর্থাৎ মূক বা বোবা লোকে মিষ্টান্ন আস্বাদ করিয়া, উহার সুমিষ্টতা বুঝিতে পারিলেও যেমন বলিয়া প্রকাশ করিতে পারে না, ইহাও তদ্রূপ।

সগুণা ভক্তির কৃপালেশে অপর সাধনা সকল মহিমান্বিতা, কিম্বা নিগু'ণা শুদ্ধাভক্তি আত্মমহিমায় আপনিই উদ্ভাসিতা। এই জন্য তাঁহার নাম 'অনন্যা' ও 'স্বরূপসিদ্ধা' প্রভৃতি। সাধন-জগতে সর্বোত্তমা হওয়ায়, তাঁহার অপর নাম—'উত্তমাভক্তি'।

একটু নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিলে আমরা আরও বুঝিতে পারি—সকল সাধনাই যে ভক্তিবিশেষ, শুধু তাহাই নহে—ভক্তিই সর্বজীবের পরম ধর্ম্ম ;[১] ভক্তিই সর্ব্বজীবের আত্মধর্ম্ম বা স্বধর্ম ; ভক্তির ভিত্তিতেই সমস্ত জগৎ সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিধৃত রহিয়াছে। অতএব—

"ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান।"

(শ্রীচৈঃ ১।৩।১৪)

১। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।—" ইত্যাদি। (শ্রীভাঃ ১।২।৬)

দ্বিতীয় উদ্ভাসন

আনন্দবিচারে বৃত্তিরূপা ভক্তির সর্ব্বানন্দতা ও পরমানন্দতা ।

শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুকূল যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে যে, ভক্তির ভিত্তির উপর—স্বরূপবৈভব হইতে আরম্ভ করিয়া কি জীববৈভব কি মায়াবৈভব—প্রাকৃতাপ্রাকৃত নিখিল চরাচর—বিশ্বসংসারই বিধৃত বা সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ।

শ্রীভগবানের স্বাভাবিকী শক্তিত্রয়—অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা বা স্বরূপ-বৈভব, জীব-বৈভব ও মায়া-বৈভব ।

শাস্ত্র বলেন, মৃগমদ ও তাহার গন্ধের ন্যায়, সূর্য্য ও তাহার কিরণাবলীর ন্যায় শ্রীভগবানের প্রধানতঃ স্বাভাবিকী তিনটি শক্তি আছে, যাহা তাঁহা হইতে ভিন্না হইয়াও অভিন্না, অতএব অচিন্ত্যা।[১] ঐ শক্তিত্রয়ের নাম অন্তরঙ্গা, তটস্থা, ও বহিরঙ্গা। শ্রীভগবানের স্বরূপ বৈভবের নাম অন্তরঙ্গা-শক্তি, জীব-বৈভবের নাম তটস্থাশক্তি ও মায়া-বৈভবেন নাম বহিরঙ্গা-শক্তি। একই বৈদুর্য্যমণি হইতে বিকীর্ণ নীল-পীতাদিবর্ণের ন্যায়, ইহা

১। তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদঃ,—ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতয়ীত ইতি শক্তি-শক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি ।

(শ্রীমজ্জীবপাদকৃত শ্রীভগবদীয়-সর্বসম্বাদিনী)

অর্থ,—এই হেতু স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে শক্তিকে চিন্তা করা যায় না বলিয়া, উহার ভেদ প্রতীত হয় ; আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া, উহার অভেদ প্রতীত হয়। ফলতঃ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ—অচিন্ত্য।

একই শ্রীভগবানের তিনটি নিত্য শক্তিবৈশিষ্ট্য।[১] প্রথমটি চিদবস্থা, দ্বিতীয়টি চিদচিদবস্থা ও তৃতীয়টি অচিদবস্থা। সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের একই স্বরূপগত সত্ত্বা, চৈতন্য ও আনন্দ— ত্রিধারার ন্যায় উক্ত শক্তিত্রয়ের মধ্যে প্রবাহিত হইলেও, স্বরূপ-বৈভবের মধ্যেই উহাদের উৎকর্ষ ও বিশুদ্ধতা পরিপূর্ণতা-প্রাপ্ত ; সুতরাং স্বরূপ-বৈভবস্থ ভগবৎ সত্ত্বাদি, যথাক্রমে অন্য বৈভবস্থ সত্ত্বাদির মূল কারণ হইলেও, শুদ্ধাশুদ্ধত্বের তারতম্য আছে এবং কেবল স্বরূপবৈভবান্তর্গত সৎ, চিদ্ ও আনন্দের ন্যায় যথাক্রমে সন্ধিনী, সংবিদ্ ও হ্লাদিনী।[২] এই শক্তিত্রয় আবার উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতরা ; যথা,—

"তত্র সন্ধিনীসম্বিৎহ্লাদিন্যো যথোত্তরমুৎকৃষ্টা জ্ঞেয়াঃ।"—

(সিদ্ধান্তরত্ন ১।৪৩)

১। বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬১)

অর্থ,—শ্রীভগবানের পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অপরা নামে তিনটি শক্তি আছে। বিষ্ণুর স্বরূপ-ভূতা শক্তিকে পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিকে জীবশক্তি ও অবিদ্যা যাহার কার্য্য, এবংবিধ শক্তিকে অপরা বা মায়াশক্তি বলা হয়। উক্ত শক্তিত্রয়েরই অপর নাম যথাক্রমে—অন্তরঙ্গা, তটস্থা বা বহিরঙ্গাশক্তি।

২। সদাত্মাপি যয়া সত্ত্বাং ধত্তে দদাতি চ সা সর্বদেশকালদ্রব্যব্যাপ্তিহেতুঃ সন্ধিনী। সম্বিদাত্মাপি যয়া সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা সম্বিৎ। হ্লাদাত্মাপি যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনীতি।

অর্থ,—'বিদ্যমান্ আছেন'—এইরূপ নিত্য সত্ত্বাবিশিষ্ট ভগবান্ যাহা দ্বারা সত্ত্বাধারণ করেন এবং দ্রব্য, কর্ম, কাল, প্রকৃতি ও জীব,—এই সকলের সত্ত্বা বা কার্য্যসামর্থ্য প্রদান করেন, তাহার নাম সন্ধিনীশক্তি। উহা সর্বদেশ-কালাদির ব্যাপ্তিহেতু। জ্ঞান-স্বরূপ হইয়াও ভগবান্ যাহা দ্বারা জ্ঞান-বিশিষ্টরূপে প্রকাশ হয়েন এবং জীব সকলকে জ্ঞান-বিশিষ্ট করেন, তাহার নাম সম্বিৎ শক্তি। শ্রীভগবান্ আনন্দস্বরূপ হইয়াও যে শক্তি দ্বারা আনন্দ-বিশিষ্ট হয়েন, এবং ভক্তগণকে ও স্বসাম্মুখ্য প্রদানে জীব-সকলকে আনন্দিত করেন, তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি।

অর্থাৎ—সন্ধিনী হইতে সম্বিৎ এবং সম্বিৎ হইতে হ্লাদিনী শক্তিকে উৎকৃষ্টা জানিতে হইবে।

শ্রীভগবান্ আনন্দময় হইয়াও যে শক্তিবিশেষ দ্বারা নিজে আনন্দিত হয়েন এবং স্বভক্তগণকে ও স্বসামুখ্য দানে অপর সকলকে আনন্দিত করেন, তাহারই নাম হ্লাদিনীশক্তি ; যথা—

"হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী।"

(শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভঃ ১১৭ অনুঃ)

শ্রীভগবানের সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধারা, গোলোক—দ্যুলোক—ভূলোক—সমস্ত জীবলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। সূত্র যেমন মণিসকলকে ধারণ করিয়া রাখে, সেইরূপ মূলতঃ সেই একই আনন্দসূত্রে সমস্ত জীব—সমস্ত বিশ্ব বিধৃত। সেই আনন্দের অভাবে বিশ্বের কোনও পদার্থ ক্ষণকালের জন্যও বিদ্যমান থাকিতে পারে না। আনন্দ হইতেই সমস্ত জীবের—সকল ভূতের উৎপত্তি, আনন্দেই অবস্থিতি ও আনন্দেই পর্য্যবসান। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রায়ন্ত্যভিসংবিশন্তি॥" (তৈত্তিরী উঃ ৩।৬।১)

অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ হইতেই এই সকল ভূত (জীব) উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পর আনন্দদ্বারাই জীবন ধারণ করে, প্রলয়ে আনন্দস্বরূপেই লীন হয়।

আনন্দিনী-শক্তির বিশুদ্ধা ও বিমিশ্রা স্বরূপ ভেদ।

সেই এক আনন্দিনী শক্তি, শ্রীভগবানে ভগবৎ-আনন্দরূপে জীবে জৈব-আনন্দরূপে ও বিশ্বে প্রাকৃত আনন্দরূপে প্রকাশ পাইয়াও, আনন্দময় শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আনন্দদায়িনী নিজ বিশুদ্ধ-স্বরূপ—হ্লাদিনী-রূপে সর্ব্বদা বিলাস করিয়া থাকেন। হ্লাদিনী শক্তিই সমস্ত আনন্দধারার

মূল নির্ঝরিণী। শৈলপ্রবাহিনী গোমুখী-নিঃসৃতা গঙ্গা যেমন স্বচ্ছ ও অনাবিল হইয়াও ভূখণ্ডের মধ্যে প্রবাহিতা হইবার কালে মৃত্তিকা সংমিশ্রণবশতঃ গৈরিকরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠেন, সেইরূপ শৈল-প্রবাহিনী গঙ্গাধারার ন্যায়, অপ্রাকৃত প্রদেশ-প্রবাহিত আনন্দধারা অপরিচ্ছিন্ন ও অনাবিল; উহা সুনির্ম্মল মুকুর হইতেও স্বচ্ছ ও সমুজ্জ্বল। আর সেই একই আনন্দধারা যখন প্রাকৃত প্রদেশে প্রবাহিত হয়, তখন মায়ার ত্রিগুণরাগে রঞ্জিত হইয়া স্বতন্ত্র রূপ ও নাম ধারণ করে। বস্তুতঃ সকল আনন্দই হ্লাদিনী উৎসের একই ধারার অবস্থাবিশেষ। সকল আনন্দের মূল উৎস হ্লাদিনী চিন্ময়ধাম প্রবাহিনী; বিরজা বা কারণার্ণব পর্য্যন্ত এই আনন্দধারা স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ হইলেও, গোলোক বা কৃষ্ণধাম হইতে বৈকুণ্ঠলোক বা হরিধাম পর্য্যন্তই ইহার স্বাভাবিক সবিশেষ ও সক্রিয়তার সীমা। তাহার নিম্নে সিদ্ধলোক বা মহেশধাম পর্য্যন্ত ইহার নির্ব্বিশেষ ও নিষ্ক্রিয়তার সীমা। তাহার নিম্নে অর্থাৎ বিরজার পরপারস্থ দেবীধাম[১] বা প্রাকৃত প্রদেশ-প্রবাহিত সেই আনন্দধারা, আবিল, ও আভাস বা ছায়াস্থানীয়।[২] সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর ও দুঃখের সহিত সংমিশ্রিত। ইহাই প্রাকৃত আনন্দ, ইহাই বিষয়ানন্দ,—ইহাই বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজনিত পরিচ্ছিন্ন জাগতিক সুখ।

১। গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু। তে তে প্রভাব-নিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রহ্মসংহিতা—৪৩)

অর্থ,—সর্বোপরি গোলোক নামক নিজধাম; তাহার সর্ব্বনিম্নে দেবীধাম, তদুপরি মহেশ-ধাম ও তদুপরি হরিধাম,—সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাবসকল যাঁহা কর্ত্তৃক বিহিত হইয়া থাকে, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

২। বৈষয়িকঞ্চ সুখং তৎপ্রতিচ্ছবি-রূপমেবেতি। শ্রুতিরাহ—এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি। (সিদ্ধান্তরত্নম্। ১ম পাদ। ৫৭ অনুঃ।

অর্থাৎ,—প্রাকৃত বিষয়সুখ স্বরূপানন্দের প্রতিচ্ছবি। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে,—এই ভগবদানন্দের কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র স্বর্গাদিগত আনন্দের উপজীব্য।

সুখ ও সুখাভাস।

অতএব ছায়াস্থানীয় প্রাকৃত আনন্দ, কায়াস্থানীয় স্বরূপানন্দ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ নহে। বিষয়সুখ, স্বরূপসুখ হইতে কোনও অতিরিক্ত পদার্থ না হইলেও ইহা মায়ামিশ্রিত পরিচ্ছিন্ন ও 'অল্প';—ইহা 'ভূমা' নহে; উহার আভাস মাত্র। জীব যে এই অল্প, পরিচ্ছিন্ন, দুঃখময় বিষয় সুখলব নিরন্তর অন্বেষণ করে,—এই অবিশ্রান্ত সুখস্পৃহাই তাহার ভূমানন্দ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাজ্ঞাপক। পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ কাহাকেও অল্প, অপবিত্র ও বিমলিন জল পান করিতে দেখিলে, তাহা যেমন, তাহার অফুরন্ত বিশুদ্ধ ও সুনির্মল সলিল পানের আকাঙ্ক্ষাই জানাইয়া দেয়,—সেইরূপ ক্ষণভঙ্গুর, অল্প ও পরিচ্ছিন্ন বিষয়সুখান্বেষী জীবমাত্রেই যে অনন্ত ও অনাবিল ভূমানন্দের প্রার্থী, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যে আনন্দের কণ কিম্বা আভাস-মাত্র আস্বাদনেই জগৎ বিমুগ্ধ—তাহার পূর্ণভাব কিরূপ প্রাকৃতবুদ্ধি তাহা অনুমান করিতে সমর্থ নহে। অনাবিল—অনন্ত আনন্দের সেই উৎসধারা,—তাহারই কণা মাত্র সারা বিশ্বসংসারকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি॥"

(বৃঃ আঃ ৪।৩।৩২)

অর্থাৎ,—এই আনন্দের অংশ বা আভাসমাত্র লাভ করিয়া অন্যান্য ভূত-সকল আনন্দযুক্ত হইয়া থাকে।

সুতরাং সুখের স্বরূপ যাঁহারা বিদিত হইয়াছেন, বৈষয়িক সুখ-শীকরের উৎস কোথায়, যাঁহারা তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা বিন্দু ছাড়িয়া সুখসিন্ধুর অভিমুখেই ধাবিত হন। বিশ্বপাবনী গঙ্গা যেমন বিরজার এক-বিন্দু সেইরূপ যে উৎসধারার এক বিন্দুর আভাসেই বিশ্ব বিমোহিত, হ্লাদিনীই সেই অখিল আনন্দের মূল নির্ঝরিণী। আর **শুদ্ধাভক্তি, সেই হ্লাদিনীর সার বা সেই হ্লাদিনীরই বৃত্তি বিশেষ**। যথা,—

"—সকল-ভুবন-সৌভাগ্যসার-সর্বস্বমূর্ত্তৌ মুরমর্দ্দনে পরিচয়-প্রচয়াদন-পেক্ষিতবিধিঃ স্বরসত এব সমুল্লসন্তী বিষয়ান্তরৈরব্যবচ্ছিদ্যমানা বৃত্তির্ভাগবতী বৃত্তির্ভক্তিরিতি।" (শ্রীভগবন্নামকৌমুদী। ৩।৩৯)

ইহার অর্থ,—নিখিল ভুবন সৌভাগ্যসার-সর্ব্বস্ব-মূর্ত্তি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই স্বাভাবিকী অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ প্রণয়হেতু বিধি-বাধ্যতা রহিতা স্বাভীষ্টরসোদ্ভূতা উল্লাসময়ী বিষয়ান্তর কর্ত্তৃক অব্যবহিতা, ভাগবতী (ভগবৎ বিষয়া) বৃত্তিই—ভক্তি।

"গুরু উপদিষ্টমন্ত্রবতী ভক্তি-শাস্ত্রোক্ত-বিধানানুসারিণী অন্যাভিলাষিতা-শূন্যা জ্ঞান-কর্মাদিরহিতা ভগবতি শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণাং বৃত্তির্ভক্তিঃ।"

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ কৃত—শ্রীভাঃ টীকা ৩।২৫।৩২)

ইহার অর্থ,—শ্রীগুরূপদিষ্ট মন্ত্রোপদেশযুক্তা, ভক্তিশাস্ত্রবিধি অনুসারিণী-শ্রীভগবানে সেবাভিলাষভিন্ন অন্য অভিলাষশূন্যা, কর্ম-জ্ঞানাদির আচরণ-রহিতা শ্রীভগবানে যে শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়সমূহের 'বৃত্তি'—তাহারই নাম 'ভক্তি'।[১]

আনন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা কথঞ্চিৎ অবগত হইলাম। অতঃপর আনন্দের বৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই আমরা সহজে বুঝিতে পারিব —ভক্তিই আনন্দের বৃত্তি। ভক্তি ব্যতীত কেহ কোন প্রকার সুখানুভব করিতেই পারে না; অতএব আনন্দের নিত্যদাস—নিত্যসেবক জীবের ভক্তিই স্বাভাবিক ও নিত্য ধর্ম্ম হইতেছে।

ভাব, রস ও আনন্দের পরস্পর নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—"যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"—(তৈত্তিরী ২।৭)

১। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।২৫।৩২ শ্লোক ও উহার শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদকৃত সারার্থ-দর্শিনী টীকা এবং গীতা ১৮।৫৫ শ্লোকের শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদকৃতা টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদকৃত প্রীতিসন্দর্ভের ৬০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ইহার অর্থ,—এই হেতু তাঁহাকে সুকৃত (অর্থাৎ স্বয়ংকর্তা = স্বয়ংরূপ) বলা হয়। যিনি সেই সুকৃত, তিনিই রসস্বরূপ। এই (জীব) রসস্বরূপকে পাইয়াই সুখী হয়।

উক্ত শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,—স্বয়ংরূপ বা স্বয়ং ভগবান্ যিনি, তিনি হইতেছেন রসস্বরূপ। সেই রসস্বরূপকেই প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দী বা সুখী হইয়া থাকে।

আনন্দের বিষয় থাকিলেই যে আনন্দ হয়, তাহা নহে; আনন্দের আশ্রয় হইতে ভাবের উচ্ছ্বাস, বিষয়ে গিয়া পড়িলে তাহারই স্পর্শে বিষয় রসতা প্রাপ্ত হইয়া, আশ্রয়কে আনন্দ দান করে। 'ভাব' হইতেছে আনন্দের 'বৃত্তি'। এই ভাবেরই অপর নাম 'ভক্তি'।[১] ভাব ও রস এবং রস ও ভাব—পরস্পর সাপেক্ষ সম্বন্ধ। ভাবহীন রস কিম্বা রসহীন ভাব,—ইহা কল্পনা করা যায় না। যথা,—

ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জ্জিতঃ।
পরস্পরকৃতা সিদ্ধিরনয়ো রসভাবয়োঃ॥

(ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রে)

অর্থ,—ভাবহীন রস কিম্বা রসহীন ভাব কল্পনা করা যায় না। রস ও ভাব উভয়ে পরস্পর সাপেক্ষ সম্বন্ধেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ভাবের স্পর্শে বিষয় রসতা প্রাপ্ত হইলেও, সকল 'ভাব' দ্বারা সকল বিষয়ই রসতাপ্রাপ্ত হয় না। যে জাতীয় ভাব, তদ্দ্বারা সেই জাতীয় বিষয় বা বস্তুকেই রসতাপ্রাপ্ত করাইয়া, সেই জাতীয় সুখ বা আনন্দের আশ্রয়

১। "শ্রীলিঙ্গাদিষু চ 'স্বরনেত্রাঙ্গবিক্রিয়া'—ইত্যত্রানুভাবানামনুক্রান্তত্বাত্তেষাং চ ভাবাঙ্গভাবাদঙ্গী ভাব এব ভক্তিরিতি।" (শ্রীভগবন্নামকৌমুদী। ৩।৪০)

অর্থ,—লিঙ্গ পুরাণেও 'গদ্গদস্বর, অশ্রু, রোমাঞ্চাদি'—এই বাক্যে ভক্তিরসের অনুভাব গণনা করা হইয়াছে। অনুভাব, ভাবেরই অঙ্গ; অতএব ইহা জানা যায় যে অনুভাবের অঙ্গী ভাবই ভক্তি।

হওয়া যায়। এক জাতীয় ভাব দ্বারা অন্য জাতীয় বিষয়কে রসতাপ্রাপ্ত করান যায় না। সুতরাং 'ভাব' ও 'রস' নির্গুণ ও সগুণ ভেদে এবং সগুণের মধ্যেও আবার সত্ত্বাদি ভেদে বহু প্রকার বা বহু জাতীয় হইলেও, ভাবই যে বিষয়কে রসতাপ্রাপ্ত করাইয়া, আনন্দের আশ্রয় হইয়া থাকে,—ভাবই যে আনন্দের 'বৃত্তি',—সুখাস্বাদনের এই প্রণালী সর্বত্রই প্রযুজ্য।

মূলতঃ সেই এক ভাব বা স্থায়ীভাবই আবার বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক-ভাব, ব্যভিচারিভাব প্রভৃতি রূপে রূপান্তরিত হইয়াই যে 'রস' সৃজন করে, তদ্বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রস-শাস্ত্রাদিতে দ্রষ্টব্য। আমরা আপাততঃ কেবল সহজে ও সংক্ষেপে আনন্দের বৃত্তির কথাটি বুঝিবার জন্য কেবল 'ভাব' কথাটিরই উল্লেখ করিয়া, এই 'ভাব' ও 'ভক্তি' যে অভিন্ন এবং ইহাই হইতেছে আনন্দের বৃত্তি বা সুখাস্বাদনের উপায়, অতঃপর ইহাই উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট হইব। তাহা বুঝিতে হইলে, কি প্রকারে জীব আনন্দিত হয়,—সুখোপভোগের প্রণালী কি ?—প্রথমে তাহাই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আনন্দের 'বৃত্তি' বা সুখাস্বাদনের উপায় হইতেছে—
'ভক্তি' 'ভাব' বা 'প্রিয়তা'।

আনন্দিনী বা হ্লাদিনীশক্তিই সর্ব্বানন্দের মূল। আনন্দ এবং ভক্তি—এই উভয়ে ভিন্নবস্তু না হইলেও, হ্লাদিনী যখন ভগবানের ভিতরে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার নাম—'শক্তি'; আর যখন সেই আনন্দ সক্রিয় অবস্থায় ভগবানের বাহিরে অবস্থান করেন, তখন তাঁহারই নাম হয়—'ভক্তি'। আনন্দময় হইয়াও শ্রীভগবান্ যে আনন্দ-বৃত্তি দ্বারা আপনি আনন্দিত হয়েন এবং অন্যকে আনন্দিত করেন,—আনন্দের আনন্দিত করিবার সেই নিজ সামর্থ্যবিশেষ বা বৃত্তিই হইতেছে 'ভাব' বা 'ভক্তি'।

আনন্দ হইতে ভক্তির ইহাই বৈশিষ্ট্য। এইজন্য ভক্তিকে হ্লাদিনীর 'সার' বা 'বৃত্তি' বলা হয়। ইহারই অপর নাম,—'ভাব', 'প্রিয়তা', 'ভালবাসা' প্রভৃতি।

নিশ্চল বায়ু যে সামর্থ্য দ্বারা নিজেকে সঞ্চালিত করিয়া জীবসকলকে শীতলতা দানে পরিতৃপ্ত করে,—সমীরণ হইতে অভিন্ন সমীরণের সেই সামর্থ্য-বিশেষকে যেমন উহার বৃত্তি বলা যাইতে পারে,—আনন্দ ও ভক্তি উভয়ে এক হইয়াও সেইরূপ বৈশিষ্ট্যই বুঝিতে হইবে। সুখের বিষয় থাকা সত্ত্বেও, যে 'বৃত্তি' বা ভাবের সহায়তা ব্যতীত সেই সুখের অনুভূতি হয় না, আনন্দের সেই বৃত্তি বিশেষের নাম ভাব বা ভক্তি। ভক্তির প্রচলিত অর্থ, ভালবাসা বা প্রিয়তা। পুত্রের প্রতি প্রিয়তার নাম স্নেহ, স্ত্রীর প্রতি প্রিয়তার নাম প্রণয়, বন্ধুর প্রতি প্রিয়তার নাম সখ্য, গুরুজনের প্রতি প্রিয়তার নাম শ্রদ্ধা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি সেই ভাবাখ্য ভালবাসা বিভিন্ন নামে উক্ত হইলেও সে সমস্ত নাম, প্রিয়তা বা ভক্তিরই নামান্তর মাত্র। এই ভালবাসা বা প্রিয়তা ব্যতীত কোনও বিষয় হইতে কাহারও আনন্দগ্রহণের সম্ভাবনা নাই। এক কথায় ইহার নাম 'ভাব'। ভাব না থাকিলে কোন বিষয়ই প্রিয় বা সুখের হয় না।

সুখের বিষয় ও আশ্রয়-সত্ত্বেও ভাব বা প্রিয়তার অভাবে সুখাস্বাদ অসম্ভব।

আমরা যে বিষয় হইতে আনন্দ গ্রহণ করি, তাহা আনন্দ বা সুখের বিষয়, আর যে আনন্দ গ্রহণ করে, সে আনন্দ বা সুখের আশ্রয়। যে কোনও বিষয়-সুখ আস্বাদন করিতে হইলেই সুখের বিষয় ও সুখের আশ্রয় এই দুইটিই যেমন প্রয়োজনীয়, সেইরূপ তৎসহ, বিষয় হইতে আশ্রয়ে আনন্দগ্রহণ করিবার যন্ত্র বা উপায়স্বরূপ, আনন্দের বিষয়ের প্রতি প্রিয়তা-রূপ যে একটি অনুকূল মানসিক ভাব বা মনোবৃত্তি,—তাহারও বিদ্যমানতা

অবশ্য প্রয়োজনীয় ; নচেৎ আনন্দের বিষয় থাকা সত্ত্বেও কেহই তাহা হইতে আনন্দানুভব করিতে সমর্থ হয় না। পেটিকা-সংবর্দ্ধ ধন-রত্নের অধিকারী হইয়াও, চাবির অধিকার ব্যতীত সেই ধন-রত্নাদি যেমন ভোগের বিষয় হয় না, সেইরূপ আনন্দের বিষয় বর্তমান থাকিলেও, সেই বিষয়ের প্রতি প্রিয়তারূপ চাবির অভাববশতঃ উহা হইতে সুখাস্বাদেরও অভাব ঘটিয়া থাকে ; সুতরাং ভক্তি, ভালবাসা বা প্রিয়তাই সকল আনন্দের 'বৃত্তি' বা আস্বাদনের উপায়।

জননী পুত্রকে ভালবাসিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। পুত্র হইতে জননী আনন্দিতা হন বলিয়া পুত্র আনন্দের বিষয়, এবং জননীর আনন্দ হয় বলিয়া, জননী আনন্দের আশ্রয় ; আর সেই পুত্রের প্রতি ভালবাসা বা প্রিয়তা দ্বারাই জননী সুখানুভব করিতে পারেন বলিয়া, 'ভাব' বা প্রিয়তাকেই সুখ-প্রাপ্তির উপায় বা সেই আনন্দের 'বৃত্তি' বলিয়া জানিতে হইবে। প্রিয়তা না থাকিলে জননী পুত্র হইতে আনন্দলাভ করিতে পারিতেন না। পুত্র-মাত্রেই আনন্দের বিষয় হইলেও, জননীর নিকট নিজ পুত্রের ন্যায় অপরের পুত্রে প্রিয়তা না থাকায়, সেই পুত্র হইতে তিনি আনন্দিতা হইতেও পারেন না ; সুতরাং বুঝিলাম, আনন্দের বিষয় থাকিলেও যাহার প্রতি প্রিয়তা নাই, তাহা হইতে আনন্দও নাই। ভক্তি, ভালবাসা বা প্রিয়তাই সুখ-আস্বাদনের উপায় বা যন্ত্রস্বরূপ।[১]

বিষয়ভেদে 'ভাব' বা 'বৃত্তির' ভিন্নতা।

একই চাবিদ্বারা যেমন সকল বদ্ধ-পেটিকাই উন্মুক্ত করা যায় না,—কিন্তু চাবি যে জাতীয় বা যে প্রকারের, সেই জাতীয় বা সেই প্রকারের পেটিকাই

১। ভক্তিযন্ত্রিতঃ=ভক্তিগৃহীতঃ সন্।—(সিদ্ধান্তরত্নম্। ১।৫৮ টীকা দ্রষ্টব্য)

উন্মুক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ আনন্দের বৃত্তি, গুণ কর্মাদি অনুসারে যাঁহার যে প্রকার, সেই প্রকার বা সেই জাতীয় সুখ তাঁহার নিকট গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকে। আনন্দ হইতেই সমুদ্ভূত বলিয়া বিষয়মাত্রেই সুখ আছে। মনুষ্য ও শূকর উভয়েই বিষয়ভোগ করিয়া সুখী হয়। কিন্তু শূকর যে বিষয় হইতে সুখলাভ করে, তাহাই মনুষ্যের নিকট ঘৃণ্য; আবার মনুষ্যের নিকট যাহা সুখের বিষয়, শূকরের নিকট তাহাই হেয়। শূকরের আনন্দ-বৃত্তি বা প্রিয়তা যে জাতীয়, সেই জাতীয় আনন্দের যাহা বিষয়, তাহা হইতেই সে আনন্দ প্রাপ্ত হয়; আর মনুষ্যের আনন্দ-বৃত্তি বা প্রিয়তানুরূপ সেই জাতীয় আনন্দের যাহা বিষয়, তাহা হইতেই তাহার আনন্দ হইয়া থাকে। মনুষ্যের বৃত্তি শূকরের এবং শূকরের বৃত্তি মনুষ্যের লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকিলে, পরস্পরের বিপরীত বিষয় হইতে, তৎক্ষণাৎ পরস্পর আনন্দলাভ করিতে পারিত, সন্দেহ নাই। স্ত্রীর প্রতি প্রিয়তাবিধানপূর্বক স্বামী আনন্দ লাভ করেন; কিন্তু প্রিয়তার অভাব বশতঃ সেই স্ত্রীই তাহার সপত্নীর নিকট কিঞ্চিৎ মাত্রও আনন্দের বিষয় না হইয়া বিষবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। আবার কোনও একটি বিষয় হইতে অনেকে আনন্দিত হইলেও, আনন্দ-গ্রহণবৃত্তির বা প্রিয়তার পার্থক্যবশতঃ বৃত্তি-অনুরূপ আনন্দেরও পার্থক্য উপলব্ধি হইয়া থাকে। যেমন একই রমণীর প্রতি প্রিয়তার ভিন্নতাবশতঃ তাহার পিতা, তাহার পুত্র, তাহার স্বামী, তাহার ভ্রাতা, তাহার দেবর—সকলেই সুখানুভব করিলেও সুখেরও বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। মোটকথা, আনন্দের বৃত্তিই যে আনন্দাস্বাদনের উপায়,—ভক্তি, ভাব প্রিয়তার বিভিন্নতাই যে বিভিন্ন জাতীয় সুখানুভূতির কারণ, উক্ত প্রকার যে-কোনও জাগতিক দৃষ্টান্ত পর্য্যালোচনা করিলে আমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারি; আর প্রিয়তা বা ভাব যে ভক্তির নামান্তর, তৎসহ ইহাই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

যে বিষয় যাঁহার প্রিয়, তিনি সে বিষয়ের 'ভক্ত', অতএব প্রিয়তাই ভক্তির নামান্তর।

কাহারও কোন বিষয়সুখাস্বাদনে অধিক প্রিয়তা দেখিলে, লোকে তাহাকে সেই বিষয়ের 'ভক্ত' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। যেমন মিষ্টান্ন যাহার অধিক প্রিয়, তাহাকে মিষ্টান্নভক্ত, মৎস্য যাহার অধিক প্রিয়, তাহাকে মৎস্যভক্ত, অর্থ যাহার অধিক প্রিয়, তাহাকে অর্থভক্ত, জননী যাহার অধিক প্রিয়, তাহাকে মাতৃভক্ত, প্রভু যাহার অধিক প্রিয়, তাহাকে প্রভুভক্ত,—এই প্রকার যে বিষয়ে যাহার প্রিয়তা অধিক দেখা যায়, তাহাকে সেই বিষয়ের 'ভক্ত' নামে অভিহিত করা হয়।

সর্বমূল বলিয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধেই ভক্তি ও ভক্ত নামের প্রকৃষ্ট ও পরিপূর্ণ সার্থকতা।

সুতরাং আনন্দের বৃত্তি যাহা, তাহারই নাম ভাব, প্রিয়তা, ভালবাসা বা এক কথায় 'ভক্তি'। ভক্তি বলিতে সাধারণতঃ আমরা ভগবৎ প্রিয়তাকেই ও ভক্ত বলিতে ভগবৎপ্রীতি যাঁহার আছে, তাঁহাকে বুঝিয়া থাকি। বাস্তবিকপক্ষে একমাত্র ভগবৎসম্বন্ধেই ভক্তি ও ভক্ত নামের প্রসিদ্ধ অর্থ ও পরিপূর্ণ সার্থকতা। ভক্তি জীবের এমনই স্বাভাবিক ধর্ম যে, "শ্রীভগবানে ভক্তি ব্যতীত জীবের অন্য কিছু প্রয়োজনীয় বা করণীয় নাই"—এই তত্ত্ব আমরা জানি বা না-ই জানি, তথাপি প্রত্যেক জাগতিক ব্যবহারের মধ্যেও এই সত্য আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। প্রাকৃত বিষয়ও সেই ভগবৎ-শক্তিবিশেষেরই পরিণতি ; সুতরাং প্রাকৃত-বিষয়-সুখস্পৃহা সেই ভগবৎ-বিষয়-সুখ-স্পৃহারই পরিচায়ক, এবং প্রাকৃত বিষয়ে প্রিয়তা বা ভক্তি, সেই ভগবৎ-ভক্তিরই নিদর্শন মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। উভয়ের কায়া ও ছায়ার ন্যায় পার্থক্য। পূর্বে সে কথার উল্লেখ করা হইয়াছে।

অতএব যাহা প্রাকৃত আনন্দ,—যাহা আমাদের নিত্য আস্বাদিত বিষয় সুখ,—তাহা অল্প, অবিশুদ্ধ ও ক্ষণভঙ্গুর ; আর অপ্রাকৃত প্রদেশ-প্রবাহিত আনন্দ যাহা,—তাহা ভূমা, বিশুদ্ধ ও নিত্য, সুতরাং তাহাই যথার্থ সুখ-পদবাচ্য। প্রাকৃত বিষয় সুখ তাহারই মলিন আভাস মাত্র।

ভক্তি বা প্রিয়তা ব্যতীত প্রাকৃতাপ্রাকৃত কোন প্রকার আনন্দই আস্বাদন করা যায় না এবং যে প্রকার ভক্তি, সেই জাতীয় আনন্দই আস্বাদ্য হইয়া থাকে, এ কথাও আমরা বুঝিয়াছি।

প্রাকৃত ভক্তি ও অপ্রাকৃত—নির্গুণা ভক্তির পার্থক্য।

সুতরাং যাহা অপ্রাকৃত আনন্দ,—যাহা পরমানন্দ, তাহার আস্বাদন উপায় যে ভক্তি, তাহাও তজ্জাতীয়া হওয়া আবশ্যক ; সেই জন্যই তাহার নাম শুদ্ধাভক্তি। কায়া ও ছায়ার ন্যায়, প্রাকৃত ভক্তি শুদ্ধাভক্তির মলিন আভাস মাত্র ; সুতরাং ইহা মায়িকী ভক্তি। শুদ্ধাভক্তিই অন্যান্য ভক্তি-বিশেষের মূল বা মুখ্য বলিয়াই ইহার অপর নাম মুখ্যাভক্তি। ভক্তি যে প্রকার পরিশুদ্ধ হইবে, সেই জাতীয় বিষয় হইতে সেই প্রকার পরিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করা সম্ভব হইবে,—এ-কথা পূর্ব্বেও আমরা বুঝিয়াছি। শ্রীভগবান্ সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ আনন্দের বিষয় ; সুতরাং সেই আনন্দ লাভ করিতে হইলে সেইরূপ সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধাভক্তি অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তি ব্যতীত উপায়ন্তর নাই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।"

(শ্রীগোপালোত্তরতাপিনী—৯)

বিজ্ঞানঘনরূপা ও আনন্দঘনরূপা শ্রীভগবন্মূর্ত্তি একমাত্র সচ্চিদানন্দৈক-রসস্বরূপ ভক্তিযোগ দ্বারাই গ্রাহ্য হয়েন। একমাত্র শুদ্ধাভক্তিই শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারের হেতু-স্বরূপা।

যে পেটিকার চাবি যাহার নিকট নাই, সে যেমন তদন্তর্গত সুখকর বস্তু উপভোগ করিতে পারে না, সেইরূপ পরমানন্দস্বরূপ ভগবদ্দর্শনলাভের উপযুক্ত যে ভক্তি,—সেই ভক্তি যাহার নাই; তাহার পক্ষে শ্রীভগবান সদা সর্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহাকে ভগবদ্রূপে অনুভব করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এইজন্যই শ্রীভগবানের প্রকটকালেও ভক্তিশূন্যতার কারণে অনেক জ্ঞানী, মানী ব্যক্তিও তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পান নাই; আবার ভক্তির বিদ্যমানতা বশতঃ সাধারণ দৃষ্টিতে তুচ্ছ, নগণ্য বলিয়া বিবেচিত যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ভগবৎ-সন্দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

(প্রভুর আশ্বাস শুনি কান্দয়ে মুকুন্দ। ধিক্কার করিয়া আপনারে বোলে মন্দ।) "ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি এই ছার মুখে। দেখিলেই, ভক্তিশূন্য কি পাইব সুখে॥ বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্য্যোধন। যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ॥ দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্যোধন। **না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণ॥** হেনভক্তি না মানিল আমি ছার মুখে। দেখিলে কি হৈব আর মোর প্রেম সুখে॥ যখনে চলিলা তুমি রুক্মিণী হরণে। দেখিল নরেন্দ্র সব গরুড়বাহনে॥ অভিষেক হৈল, রাজরাজেশ্বর নাম। দেখিল নরেন্দ্র তোমা মহাজ্যোতির্ধাম॥ ব্রহ্মাদি দেখিতে যাহা করে অভিলাষ। বিদর্ভ নগরে তাহা করিলা প্রকাশ॥ তাহা দেখি মরে সব নরেন্দ্রের গণ। **না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণ॥** সর্বযজ্ঞময় রূপ—কারণ শূকর। আবির্ভাব হৈলা তুমি জলের ভিতর॥ অনন্ত পৃথিবী লাগি' আছয়ে দশনে। যে প্রকাশ দেখিতে দেবের অন্বেষণে॥ দেখিলেক হিরণ্য— অপূর্ব দরশন। **না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণ॥** আর মহাপ্রকাশ দেখিল তার ভাই। যাহা গোপ্য হৃদয়েতে কমলার ঠাঁই॥ অপূর্ব নৃসিংহরূপ কহে ত্রিভুবনে। তাহা দেখি মরে ভক্তি-শূন্যের কারণে॥

হেন ভক্তি মোর ছার-মুখে না মানিল। এ বড় অদ্ভুত—মুখ খসি' না পড়িল॥ কুব্জা, যজ্ঞপত্নী, পুরনারী, মালাকার। কোথায় দেখিল তারা প্রকাশ তোমার॥ ভক্তিযোগে তোমারে পাইল তারা সব। সেইখানে মরে কংস—দেখি' অনুভব॥"—(শ্রীচৈতন্যভাগবত। মধ্য—১০)

'রস'—আনন্দের মূল বা আশ্রয়।

জীবমাত্রেই যখন কোনও বিষয় হইতে তৎপ্রতি 'ভক্তি' 'ভাব' বা 'প্রিয়তা' দ্বারা আনন্দ উপভোগ করে, তখন সেই আনন্দের বিষয়টি তাহার নিকট 'রস' রূপে পরিণত হইয়া থাকে। রস হইতেই আনন্দ সমুদ্ভূত হয়। যেখানে আনন্দ, তাহার মূলে অবশ্যই রসের অবস্থিতি জানিতেই হইবে। রসই আনন্দের আধার,—রসই আনন্দের মূল বা আশ্রয়। রস ব্যতীত আনন্দ নাই। কোন বিষয়ের প্রতি তজ্জাতীয় ভক্তি বা ভাব কিম্বা ভালবাসা চিত্তে উদিত হইলেই তজ্জাতীয় আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে, এই কথাই পূর্বে আমরা বলিয়াছি ; কিন্তু আরও স্পষ্টরূপে বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় যে, কোনও বিষয়ের প্রতি তজ্জাতীয় ভক্তি, ভাব, বা ভালবাসা চিত্তে উদিত হইলে সেই বিষয়টি 'রস' রূপে পরিণত হইয়া তজ্জাতীয় আনন্দের অনুভূতি করাইয়া থাকে। রস হইতেই আনন্দের উৎপত্তি ; লৌকিক ব্যবহারেও ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে ; যথা,—কাব্য শ্রবণাদির আনন্দ অনুভব হয় যাহা হইতে, তাহাকে আমরা 'কাব্য-রস' বলি ; কাব্যের প্রতি যাঁহার 'ভাব' বা 'ভক্তি'-রূপ অনুকূল মনোবৃত্তি আছে,তাহারই সংযোগে কাব্য'রস'রূপে পরিণত হইয়া সেই কাব্যামোদীকে আনন্দিত করে। 'রস' না হইলে শুধু 'কাব্য' কাহারও নিকট আনন্দের বিষয় হয় না। সেইরূপ বিষয়ানন্দ অনুভব হয়—বিষয়রস হইতে, সঙ্গীতের আনন্দ অনুভব হয়—সঙ্গীতরস হইতে, সখ্যতার আনন্দ অনুভব হয়—সখ্য-

রস হইতে, নাট্যামোদ অনুভব হয়—নাট্যরস হইতে, ক্রীড়ামোদ অনুভব হয় ক্রীড়ারস হইতে ইত্যাদি প্রকার সর্বত্রই বুঝিতে হইতে।

আনন্দের ঘনীভূত বা সমূর্ত্ত অবস্থাই 'রস'; সচ্চিদানন্দ-ঘনমূর্তি রসরাজ—শ্রীকৃষ্ণই সর্বরসের মূল বা আদি-কারণ।

'রস', আনন্দের ঘনীভূত বা সবিশেষ ভাব,—অর্থাৎ মূল বা আশ্রয়; আর আনন্দ, রসের নির্বিশেষ ভাব বা রসের কার্য্যবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের সবিশেষ ভাব বা ব্রহ্মের আশ্রয়; "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্[১]—" সুতরাং তিনিই রসস্বরূপ;—'রসরাজ' নাম তাঁহাতেই সার্থক; "রসো বৈ সঃ।"[২] আর ব্রহ্ম, শ্রীভগবানের নির্ব্বিশেষ ভাব, সুতরাং তিনি আনন্দ-স্বরূপ;— "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্" "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"[৩]। সকল রসের মূল, সকল আনন্দের আশ্রয়, সকল সুখের সার—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যথার্থ রসরাজ বা মহারসময়। সেই রসের কণ মাত্রের আভাসেই চরাচর নিখিল বিশ্ব বিমুগ্ধ! সুতরাং আনন্দই ব্রহ্ম, আর সেই আনন্দের সমূর্ত্ত ঘনীভূত অবস্থা বা 'রস'ই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীভগবানের স্বরূপ। এইজন্য শাস্ত্র শ্রীভগবানকে আনন্দঘনরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তি, রসরাজ—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রুতি-বর্ণিত "রসো বৈ সঃ"। সেই অনন্যাপেক্ষী সুকৃত অর্থাৎ স্বয়ং-কর্ত্তা বা স্বয়ং-রূপ শ্রীকৃষ্ণই ভাবভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবানরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণই মূল ও বিশুদ্ধ রসসিন্ধু, আর শ্রীভগবানের মায়াশক্তি-মিশ্রিত অবিশুদ্ধ রসবিন্দু যাহা,—তাহাই প্রাকৃত বিষয়-রস; তাহা হইতেই পরিচ্ছিন্ন সুখাভাসস্বরূপ বিষয়ানন্দ গ্রাহ্য হইয়া থাকে। উভয়ের উপাদান বিভিন্ন; কিন্তু আস্বাদন প্রণালী এক।

১। গীতা ১৪।২৭, ২। তৈত্তিরি ২।৭।১, ৩। তৈত্তিরি ৩।৬।১

পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়ের সারমর্ম।

এই পর্য্যন্ত আলোচনায় আমরা যাহা বুঝিলাম তাহার সারমর্ম এই যে,—

(১) আনন্দ হইতে জীবের উৎপত্তি, আনন্দেই অবস্থিতি, আনন্দেই প্রত্যাবর্তন। আনন্দ ব্যতীত জীব মুহূর্ত্তকাল মাত্রও বিদ্যমান থাকিতে পারে না।

(২) আনন্দময় হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া বিষয়মাত্রেই আনন্দ বিদ্যমান থাকিলেও, সেই বিষয়ের প্রতি সেই জাতীয় 'ভাব' না থাকিলে তাহা হইতে আনন্দ লাভ করা যায় না। গুণ-কর্ম্মানুসারে যে যে জাতীয় ভাবের অধিকারী, সেই জাতীয় বিষয় হইতে তাহার তদনুরূপ সুখানুভূতি হইয়া থাকে। এক জাতীয় ভাব দ্বারা অন্য জাতীয় বিষয় হইতে সুখানুভূতি হয় না।

(৩) ভাবের অপর নাম প্রিয়তা, ভালবাসা বা ভক্তি। ভক্তিই আনন্দ অনুভব করিবার যন্ত্র বা উপায়-স্বরূপ বলিয়া ইহাকে আনন্দের বৃত্তি বিশেষ বলা হইয়া থাকে। বিশুদ্ধানন্দ অনুভব করিবার উপায় বিশুদ্ধাভক্তি, অবিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করিবার উপায় অবিশুদ্ধা ভক্তি। সাত্ত্বিকী ভক্তি দ্বারা সাত্ত্বিক-সুখ, রাজসী ভক্তি দ্বারা রাজসিক-সুখ ও তামসী ভক্তি দ্বারা তামসিক-সুখ উপলব্ধি হইয়া থাকে।

(৪) রসকে অবলম্বন করিয়াই আনন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে। আনন্দের বিষয় যাহা, তাহারই নাম রস ; রস ব্যতীত আনন্দ হয় না। ধূপ হইতে যেমন "সৌরভের বিকাশ হয়, রস হইতে সেইরূপ আনন্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে।"

(৫) ভাব বা ভক্তির সংযোগই, বিষয়কে রসরূপে পরিণত করে। বিষয়, রসরূপে অনুভূত হইলেই সেই রস হইতে আনন্দ উপলব্ধি হইতে

থাকে। ভক্তি বা ভাবের সংযোগ ভিন্ন কোন বিষয়ই 'রস'রূপে পরিণত হয় না ; সুতরাং তাহা হইতে সুখ বা আনন্দও হয় না।

(৬) জীব মাত্রেই যখন 'আনন্দ' অবলম্বন করিয়াই বিদ্যমান আছে, এবং 'রস' হইতেই যখন আনন্দের অনুভূতি হয়, এবং 'ভাব' বা 'ভক্তিই' যখন বিষয়কে রসরূপে অনুভব করাইবার একমাত্র উপায়, তখন ভক্তিই যে, আনন্দের নিত্য সেবক—জীবমাত্রের সাহজিক ও স্বাভাবিক ধর্ম, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। তবে ভগবদ্ভক্তি নির্গুণা —অনাবিল ; আর মায়িকী বা প্রাকৃতা ভক্তি সগুণা ও আবিল।

অপ্রাকৃত শুদ্ধাভক্তি বা 'ভাববতী-বৃত্তি' ও মায়িকী ভক্তি বা 'বৈষয়িকী-বৃত্তি'—এই উভয়ে কার্য্যরীতিতে একতা থাকিলেও, স্বরূপতঃ পৃথক্ বস্তু।

অতএব ভাব বা ভক্তিরূপা বৃত্তিই যে সর্বজীবের আত্মধর্ম্ম, ভক্তিই যে জীবের নিত্য-ধর্ম, ভক্তি ব্যতীত জীব সুখহীন হইয়া মুহূর্ত্তকালমাত্রও বিদ্যমান থাকিতে পারে না, এ কথা বুঝিলাম ; কিন্তু তৎসহ ইহাও আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাকৃত বিষয়রস হইতে বিষয়ানন্দ আস্বাদনের হেতুভূতা যে ভক্তি বা যে ভাব,—যথার্থ ভক্তি যাহা,—উহা তাহারই কিঞ্চিৎ মলিন আভাসমাত্র।

কায়া ও ছায়ায় কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ে যেমন ভিন্ন বস্তু ; সেইরূপ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের বা রসময় শ্রীভগবন্মূর্ত্তি সকলের সেবানন্দাস্বাদনের হেতুভূতা নির্গুণা শুদ্ধাভক্তি হইতে প্রাকৃত বিষয়ানন্দ আস্বাদনের হেতুভূতা মায়িকী ভক্তি—এই উভয়ের মধ্যে সুখাস্বাদনের প্রণালীগত সাদৃশ্য থাকিলেও, স্বরূপগত এই 'বৃত্তি' বা ভাবদ্বয় সম্পূর্ণ পৃথক্। একটি হইতেছে —অপ্রাকৃত চিন্ময়ী "ভাগবতী বৃত্তি" বা শুদ্ধাভক্তি, অপরটি হইতেছে— প্রাকৃতগুণময়ী "বৈষয়িকী-বৃত্তি" বা জড়ীয়া ভক্তি। একটি হইতেছে—

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছাময়ী বা 'প্রেম' নামক ভক্তি, অন্যটি হইতেছে—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছাময়ী বা 'কাম' নামক ভক্তি। কাঞ্চনে ও লৌহে কিম্বা নির্মল দিবাকরে ও ঘনীভূত অন্ধকারে যেরূপ প্রভেদ,—উক্ত উভয় বৃত্তির বা উভয় ভক্তির মধ্যে তদ্রূপ পার্থক্যই জানিতে হইবে। যথা,—

"কাম, প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য্য হয় প্রেম ত' প্রবল॥"
"অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্মল ভাস্কর॥"—(শ্রীচৈঃ ১।৪)

ভগবদ্বশীকার-হেতুভূতা শুদ্ধাভক্তির স্বরূপ নির্ণয়।

একমাত্র শুদ্ধাভক্তি দ্বারাই যে, শ্রীভগবান বশীভূত হয়েন, শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতি সর্বত্রই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।[১] সুতরাং মধুব্রত যেমন মকরন্দ-লোভে তামরস-কোষে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হয়,—রসিক তরুণ যেমন রসিকা তরুণীর প্রেমপাশে সাধ করিয়াই সংবদ্ধ হয়, শ্রীভগবানও সেইরূপ ভক্তের প্রেমডোরে স্বেচ্ছায়—সাধ করিয়াই আবদ্ধ হইয়া থাকেন। ভক্তিই ভগবদ্বশীকারের একমাত্র হেতুরূপা। নিখিল বিশ্ব সংসার যাঁহার বশে থাকিয়া চালিত হইতেছে সেই শ্রীভগবান্‌কেও বশীভূত করেন যিনি,—

১। "ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি—।" (শ্রুতিঃ)
অর্থ,—শ্রীভগবান্ ভক্তিরই বশ। ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির পরম উপায়।
"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ—" (শ্রীভাঃ ৯।৪।৬৩)
অর্থ,—আমি ভক্তাধীন। ভক্তের নিকট আমার স্বতন্ত্রতা থাকে না। ইত্যাদি।

মহাপ্রভাবশালিনী সেই ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া প্রয়োজন। তদ্বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ 'সিদ্ধান্তরত্ন' কারের সংক্ষিপ্ত ও সুরম্য বিচারটিই নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

"অত্রৈবং পুনশ্চিন্ত্যতে ভগবদ্বশীকারহেতুভূতা ভক্তিঃ কিং স্বরূপেতি। প্রাকৃতসত্ত্বময়জ্ঞানানন্দরূপা, কিংবা ভগবজ্‌জ্ঞানানন্দরূপা, অথবা জৈব জ্ঞানানন্দরূপা, উত হ্লাদিনীসারসমবেতসম্বিৎসাররূপেতি? নাদ্যঃ ভগবতো মায়াবশ্যত্বাশ্রবণাৎ, স্বতঃ পূর্ণত্বাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ অতিশয়াসিদ্ধেঃ। নাপি তৃতীয়ঃ, জৈবয়োস্তয়োঃ ক্ষোদিষ্ঠত্বাৎ। কিন্তু চতুর্থ এবাসৌ ভবেৎ। (১।৩৮)

ইহার অর্থ,—এস্থলে পুনর্বার চিন্তনীয় এই যে, ভগবদ্বশীকারিণী ভক্তির স্বরূপ কি? উহা কি প্রাকৃতসত্ত্বময় জ্ঞানানন্দ রূপা? কিম্বা ভগবানের স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দরূপা? কিম্বা জীবে অবস্থিত জ্ঞানানন্দরূপা? অথবা শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গত—হ্লাদিনীসারসমবেত সম্বিৎসাররূপা? তদুত্তরে বলা হইতেছে,—

প্রথমপক্ষ—অর্থাৎ উহাকে কখন প্রাকৃত-সত্ত্বময় জ্ঞানানন্দ বলা যায় না; কারণ শ্রীভগবান স্বতঃ পূর্ণ হইয়াও যখন ভক্তির বশীভূত হয়েন, তখন ভক্তিকে তাদৃশা বলিলে, ভগবানের মায়াবশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতেও বিলজ্জিতা হয়েন,[১] —ভগবান কখন সেই মায়ার বশীভূত হইতে পারেন না। দ্বিতীয় পক্ষও অতিশয় অসিদ্ধ। যে-হেতু ভগবান্ যখন ভক্তের ভক্তিতে আনন্দাধিক্য অনুভব করেন, তখন ভক্তি তাঁহার স্বরূপানন্দ হইলে, উহার পূর্ণত্ব নিবন্ধন[২] সেই জ্ঞানানন্দের আধিক্যপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না। তৃতীয়পক্ষও স্বীকার করা যায় না। কারণ জীবের ক্ষুদ্র বা অল্প জ্ঞানানন্দ, উহা পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষয়শীল; সুতরাং উহা কখন অখণ্ড ও বিপুল জ্ঞানানন্দরূপা নিত্যা ভক্তিরূপে গণ্যা হইতে পারে

১। "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া"—ইত্যাদি। (শ্রীভাঃ ২।৫।১৩)

২। "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদমিত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।" (বৃঃ আঃ ৫।১)

না। অতএব চতুর্থপক্ষই স্বীকার করিতে হইবে ; অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির অন্তর্গত হ্লাদিনী ও সম্বিদ্-শক্তির সমবেত সারভাগ বা পরমাবস্থাই হইতেছেন 'ভক্তি'।

এই ভক্তিকে ভগবদ্ আনন্দের 'বৃত্তি'ও বলা হয়। কারণ ইনি আনন্দ-স্বরূপ হইয়াও শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় নিখিল সুখাস্বাদনের একমাত্র উপায় স্বরূপ হইয়া থাকেন। এইজন্য শুদ্ধাভক্তিরই অপর নাম 'ভাগবতীবৃত্তি।' ইনি তত্ত্বতঃ 'শক্তি'রূপে ভগবানে নিত্য বিদ্যমান্ থাকিয়াও, আবার স্বরূপতঃ যখন তদ্বিষয়া বৃত্তিরূপে তাঁহার বাহিরে অবস্থান করেন, তখন ইহার নাম হয় 'ভক্তি'। এই ভক্তি বা ভাগবতীবৃত্তির বিক্ষেপেই ভগবান্ রসরূপে পরিণত হইয়া নিত্যই নিজেকে ও ভক্তজগৎকে আনন্দিত করিতেছেন। সকল বৃত্তি, সকল রস ও সকল আনন্দের—নিখিল সুখাস্বাদন প্রণালীর ইহাই হইতেছে মূলকেন্দ্র।

স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গত ভক্তি-নির্ঝরিণী নির্গুণা ও সগুণা—দুইটি পৃথক ধারায় বিশ্ব-প্রপঞ্চে নিত্য প্রবাহিতা।

শ্রীভগবানের স্বরূপ-বৈভবের পরম সম্পদ সেই ভক্তি-নির্ঝরিণী দুইটি পৃথক ধারায় বিশ্ব-প্রপঞ্চে নিত্য প্রকটিত রহিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ধারাটি স্বরূপবৈভবস্থ নিত্যপরিকরগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবন-পাবনী মন্দাকিনী-প্রবাহের ন্যায় ভক্ত-পরম্পরারূপ আবরণের ভিতর দিয়া আধুনিক ভক্তগণ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত।[১] কেবল যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গের মাধ্যমেই ইঁহাকে লাভ করা যায় বলিয়াই ইঁহাকে সুদুর্লভা বলা হয়। মহৎসঙ্গ ও তদুত্থিত শ্রীহরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা-ভক্তি—যুগপৎ এই

১। "এষা তু ভক্তিস্তন্নিত্যপরিকরগণাদারভ্যেদানীন্তনেষ্বপি তদ্ভক্তেষু মন্দাকিনীব প্রচরতি।" (সিদ্ধান্তরত্নম্। ১ম পাদ। ৫৪ অনুঃ।)

উভয় কারণের সংযোগ হইতেই শুদ্ধাভক্তি জীবহৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েন এবং অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাইয়া শ্রদ্ধাদিক্রমে,—সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তিরূপে উদিত হইয়া,—নিজ মুখ্যফল শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রদান করিয়া থাকেন। ইহারই নাম নিগু'ণা—শুদ্ধাভক্তি বা 'ভাগবতীবৃত্তি'। শাস্ত্র-বাক্য, যথা,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ (শ্রীভাঃ ৩।২৫।২৪)

ইহার অর্থ,—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সাধুদিগের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ দ্বারা, হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তি দায়ক আমার বীর্য্য প্রকাশক কথা, (অর্থাৎ শ্রীভগবন্নামরূপ-গুণ-লীলাদি কথা) আবির্ভূ'তা হয়েন। সেই কথার আস্বাদন হইতে অপবর্গ-বর্ত্ম'স্বরূপ (অর্থাৎ যাঁহার নিকট যাইবার পথে অগ্রেই মুক্তিকে দেখা যায়,—এমন যে ভগবান্) সেই আমাতে শীঘ্র শ্রদ্ধা, (অর্থাৎ শ্রদ্ধা পূর্ব্বিকা সাধনভক্তি) রতি (অর্থাৎ ভাবভক্তি) ও ভক্তি (অর্থাৎ প্রেমভক্তি) যথাক্রমে উদিত হইয়া থাকে।

অপর ধারাটি ভক্ত পরম্পরার আবরণের মাধ্যমে প্রবাহিত না হইয়া, উন্মুক্তভাবেই অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ও সাধারণে কথিত শ্রীহরিকথাদিরূপে জগতে নিত্যই স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন। অনাবৃতভাবে প্রাকৃত বিশ্ব-প্রপঞ্চের নানা গুণসম্বন্ধের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হওয়ায়, নিজে নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইয়াও, সত্ত্বাদি ত্রিগুণ-রাগের মিশ্রণে রূপান্তরিত হইয়া 'সগুণাভক্তি' নামে সর্ব্বজীবের সহজলভ্যরূপে জগতে অবস্থান করিতেছেন। ভক্তি-সম্বন্ধ বিনা অপর কোন সাধনাই ফলপ্রসূ হয়েন না বলিয়া, চিন্তামণির ন্যায় এই ভক্তি, নিখিল সকাম সাধকগণের সাধনার অঙ্গরূপে নিহিত থাকিয়া, তাঁহাদিগের ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি কামনা পূর্ণ করিবার জন্য সেই সকল সাধনার প্রাণদান

করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রথম ধারাটির সংযোগ না হওয়া পর্য্যন্ত অপর কোন উপায়ে অনাদি বহির্ম্মুখ জাব হৃদয়ে কৃষ্ণোন্মুখতা অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব প্রভু—আমি তাঁহার দাস"—এই শুদ্ধাবুদ্ধির উদয় হয় না; সুতরাং সগুণা ভক্তির গ্রহণকালেও, জীবহৃদয়ে "আমি কর্ত্তা" "আমি ভোক্তা"—এইরূপ প্রভুত্ববোধ বিদ্যমান থাকায়, সগুণাভক্তি সেই সকাম সাধকগণকে তাঁহাদিগের বাঞ্ছা-অনুরূপ পাপনাশ, নরকনিবারণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া, ভুক্তি ও মুক্তি পর্য্যন্ত নিজ গৌণ ফলমাত্রই প্রদান করেন, কিন্তু মুখ্যফল—শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দ কেবল শুদ্ধা ভক্তিরূপেই প্রদত্ত হইয়া থাকে।

তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিলাম, কেবল আনন্দই আনন্দাস্বাদের কারণ নহে, 'রস', 'আনন্দ' ও 'ভাব' বা 'ভক্তি' এই তিনের একত্র সমাবেশে সকল জাতীয় আনন্দেরই উপলব্ধি হইবার কারণ হইয়া থাকে।

যিনি সর্বমূল, বিশুদ্ধ ও পূর্ণ 'রস'—তিনিই রসরাজ স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

যিনি সর্বমূল, বিশুদ্ধ ও পূর্ণ 'আনন্দ'—তিনিই হ্লাদিনী-শক্তি।

যিনি সর্বমূল বিশুদ্ধ ও পূর্ণ 'ভাব'—তিনিই হ্লাদিনীর বৃত্তিরূপা শুদ্ধাভক্তি।

জীব পূর্ণানন্দ হইতে প্রাদুর্ভূত বলিয়া নিরন্তর পূর্ণানন্দেরই অন্বেষণ-তৎপর।

প্রাকৃত বিষয়রস, প্রাকৃত আনন্দ ও প্রাকৃত ভাব বা ভক্তি, ইহা সেই বিশুদ্ধ ও পূর্ণ রস, আনন্দ ও ভক্তির বিন্দুমাত্রের মলিনাভাস;—সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর, দুঃখময় ও অল্প।

জীব সেই পূর্ণ হইতেই সমুদ্ভূত বলিয়া,—জীব সেই পূর্ণেরই সন্তান বলিয়া, পূর্ণতাকে প্রাপ্ত হইবার জন্যই নিরন্তর ব্যাকুল। পূর্ণানন্দ আস্বাদন করাই জীবের স্বভাব বা স্বপদ। এই স্বভাব বা স্বপদ হইতে বিচ্যুতিই জীবের সকল অভাব ও বিপদের কারণ। সংসারী জীবমাত্রেই অভাব বা বিপদ-গ্রস্ত; তাহার কারণ জীব নিজ স্বরূপ বিস্মৃত; সুতরাং স্বভাবচ্যুত, আত্ম-

বঞ্চিত,—মায়া-প্রতারিত! বিষয়সুখ জীবমাত্রেই যে অধিক চাহে,—এই অধিক চাওয়ার অর্থই হইতেছে, জীবের পূর্ণানন্দ প্রাপ্তির পিপাসা।

অল্প ও ক্ষয়শীল প্রাকৃত বিষয়সুখ, পূর্ণানন্দ-পিপাসাতুর জীবের পূর্ণ পিপাসা নিবৃত্তির পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে; তাই জীবমাত্রেই প্রতিনিয়ত সচঞ্চল; সেই চাঞ্চল্যই অহর্নিশ কর্ম্মশীলতারূপে জীবে প্রকাশ পাইতেছে। জ্ঞানতঃ হউক, অজ্ঞানতঃ হউক. বিশুদ্ধ ও পূর্ণানন্দের অনুসন্ধানার্থ ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র কীটাণু পর্যান্ত সকলেই সর্ব্বদা সচঞ্চল বা সচেষ্ট। আস্তিক হউন, নাস্তিক হউন—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন জোরেস্ত্রাণ,—যিনিই হউন না কেন, যে কোন ভাবেই হউক সকলের সেই পূর্ণানন্দই প্রয়োজন,—পরিচ্ছিন্ন বিষয় সুখ নহে। চিকিৎসা, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, রসায়ন, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য সকল বিদ্যারও এই এক মিলিত উদ্দেশ্য,[১]—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও পূর্ণ সুখপ্রাপ্তি। এ-কথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিবেন।

'ভূমানন্দ' এবং 'অল্প' অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষয়শীল বিষয়ানন্দ বা বৈষয়িক সুখে পার্থক্য।

কিন্তু পূর্ণানন্দ ব্যতীত, 'ভূমা' ব্যতীত 'অল্প', ক্ষণিক ও আবিল বিষয়ানন্দে জীবের অনন্ত সুখ-পিপাসা মিটিবার সম্ভাবনা কোথায়? তাই পরম করুণাময়ী শ্রুতিদেবী জীবকে 'ভূমা' ও 'অল্প' এই উভয়বিধ আনন্দের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক অল্প যাহা, তাহাকে পরিত্যাগপূর্বক ভূমার অনুসন্ধানেই অগ্রসর হইবার জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা,—

১। শ্রীভগবানেই যে সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয়, তদ্বিষয়ে শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদকৃত শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভীয়-সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থের শেষাংশে—"সর্বৈশ্চ বেদৈঃ পরমো হি দেবো জিজ্ঞাস্যঃ"—ইত্যাদি উপক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী অংশ দ্রষ্টব্য।

"যদ্ বৈ ভূমা তৎ সুখং ; নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্। অথ যদল্পং তন্মর্ত্তম্।" (ছান্দো ৭।২৩-২৪)

ইহার অর্থ,—অল্পে সুখ নাই, 'ভূমাই সুখ'। 'ভূমা' কি? তাহাই বলিতেছেন ; যাহা দেখিলে আর কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাকে না, যাহা শুনিলে আর কিছু শুনিবার অবশিষ্ট থাকে না, যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে না—তাহাই 'ভূমা'। আর যেখানে অন্য দেখিবার আছে, অন্য শুনিবার আছে, অন্য জানিবার আছে, তাহাই 'অল্প'। যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত ; আর অল্প যাহা—তাহাই পরিচ্ছিন্ন, অনিত্য, চিরতপ্ত সংসারমরু-মরীচিকা।

মায়াবদ্ধ জীবের দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির জন্যই যাবতীয় চেষ্টা।

অনাদিকাল হইতে সংসার-কারাবদ্ধ জীব, দুঃখ পরিহার ও সুখ প্রাপ্তির নিমিত্তই অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিতেছে। যে কেহ যাহা কিছু করিয়া থাকে, তাহার উদ্দেশ্য জিহাসা বা দুঃখ ও দুঃখের হেতুভূত বিষয়ের পরিহারেচ্ছা এবং অভীপ্সা বা সুখ ও সুখের হেতুভূত বিষয়ের প্রাপ্তির ইচ্ছা। অতএব জিহাসা বা ত্যাগেচ্ছা এবং অভীপ্সা বা গ্রহণেচ্ছা, কর্ম্মমাত্রেরই এই দুইটি উদ্দেশ্য। জিহাসা ও অভীপ্সা ব্যতিরেকে জীবের আর কোন ইচ্ছা নাই, ত্যাগ ও গ্রহণ ভিন্ন অপর কোন কার্য্য নাই ; জীবমাত্রের সকল কার্য্যই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক। কিন্তু কি ত্যাজ্য ও কি গ্রাহ্য, মায়াহত জীব আমরা, নিজ পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ বলিয়া করুণারূপিণী শ্রুতিমাতা আমাদিগকে 'ভূমা' ও 'অল্পের'

সংবাদ নানাভাবে নানা প্রকারে অবগত করাইয়া, সেই পূর্ণকে প্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত অপূর্ণ জীবের চির-অভাব—চির অপূর্ণতা নিবৃত্তি হইবার উপায়ান্তর নাই,—এই সারসত্য ঘোষণা করিতেছেন।

ব্রহ্মাণ্ডের মায়িক বিষয়-সুখের তারতম্য।

বৈষয়িক সুখ পরমানন্দ হইতে একান্ত ভিন্ন পদার্থ না হইলেও, ইহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষয়শীল এবং মায়িক দুঃখাদিদোষমিশ্রিত; আর ভূমা বা পরমানন্দ, পূর্ণ ও মায়াসম্বন্ধ পরিশূন্য। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ব্রহ্মলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত ও ভূলোক হইতে তন্নিম্নস্থ অপর সমস্ত লোক সেই পূর্ণানন্দের মাত্রা কিম্বা আভাসমাত্র অবলম্বন-পূর্বক অবস্থান করিতেছে। উপর্য্যুপরি লোক সমুদয়ের আনন্দ যথাক্রমে অধিকতর ও ব্রহ্মলোকের আনন্দ অপর সমুদয় লোক অপেক্ষা সর্বাধিক হইলেও, 'ভূমা' বা পরমানন্দ সিন্ধুর তুলনায় উহা বিন্দুমাত্র। তাহা হইলে আমরা যে বিষয়-সুখলাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নশীল, যাহা পাইবার জন্য আমরা নিরন্তর লালায়িত, সেই মনুষ্যলোকের আনন্দ, পূর্ণানন্দের তুলনায় যে কত অল্প, কত তুচ্ছ, কত নগণ্য, সে কথা স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিবার বিষয়। কোন্ লোক পরমানন্দের কিয়ন্মাত্রা উপভোগ করিয়া থাকেন, শ্রুতিদেবীর কৃপায় আমরা তাহার সংবাদ কিঞ্চিৎ অবগত হইতে পারি।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—"স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ সর্ব্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দোঽথ যে শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দোঽথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধর্ব্বলোক আনন্দোঽথ যে শতং গন্ধর্ব্বলোক আনন্দাঃ স একঃ কর্ম্মদেবানামানন্দো যে কর্ম্মণা

দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তেঽথ যে শতং কর্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবা-নামানন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতমাজানদেবা-নামানন্দাঃ সঃ একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽ-বৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথৈষ এব পরম আনন্দঃ।"—(বৃঃ আঃ ৪।৩।৩৩)[১]

ইহার অর্থ,—মনুষ্যলোকের মধ্যে যিনি রাদ্ধ অর্থাৎ অবিকলাঙ্গ, সমৃদ্ধ অর্থাৎ সমজাতীয় সকলের অধিপতি—স্বতন্ত্র, সর্ববিধ মানবীয় ভোগোপকরণ সম্পন্ন, (মনুষ্য মধ্যে এতাদৃশ কেহ থাকিলে) মনুষ্য লোকের পরমানন্দ তিনিই ভোগ করিয়া থাকেন,—মনুষ্য মধ্যে তিনিই পরম সুখী। এতাদৃশ মনুষ্য, পরমানন্দের যে মাত্রা উপভোগ করেন, তাহা হইতে শতগুণ অধিক —জিতলোকবাসী পিতৃগণের আনন্দ; আবার জিতলোক-পিতৃগণ যে পরিমাণ আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা হইতে গন্ধর্ব্বলোকের আনন্দ শতগুণ অধিক; গন্ধর্বলোকবাসীর যে পরিমাণ আনন্দ, তাহা হইতে কর্মদেবতাগণের শতগুণ অধিক আনন্দ; আবার কর্ম্মদেবলোকবাসীর আনন্দের শতগুণ অধিক আনন্দ—আজান দেবগণের; আজান দেবলোকে যে পরিমাণ আনন্দ, প্রজাপতি লোকের আনন্দ তাহা হইতে শতগুণ অধিক; অপাপবিদ্ধ—অকামহত বেদবিদ্ যাঁহারা,—সেই আনন্দ উপভোগ করেন। আবার প্রজাপতি লোকবাসী যে আনন্দ উপভোগ করেন,—ব্রহ্ম লোকের আনন্দ তাহা হইতে শতগুণ অধিক। নিষ্পাপ ও নিষ্কাম বেদজ্ঞগণ সেই আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাই পরমানন্দ।

১। উক্ত আনন্দ-মীমাংসার অপর একটি পূর্ণ তালিকা তৈত্তিরীয়োপনিষদে (২।৮) দ্রষ্টব্য।

রসলোক বা শ্রীকৃষ্ণলোকই নিখিল 'রস', 'ভাব' ও 'আনন্দের' সর্বমূল-উৎস বা কেন্দ্রস্থল।

ত্রিভুবন-পাবনী গঙ্গা যেমন বিরজা বা কারণার্ণবের এক বিন্দু[১] হইতে সমুদ্ভূতা, ব্রহ্মানন্দরূপ পরমানন্দও সেইরূপ কৃষ্ণানন্দ-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র। পূর্ব্বে প্রমাণসহ ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

রস ও ভাবের এবং ভাব ও রসের পরস্পর বিক্ষেপ বা আবর্ত্তন হইতেই নিখিল আনন্দের বিকাশ। যাহা সর্বমূল 'ভাব', যাহা সর্ব্বমূল 'রস' ও যাহা সর্বমূল 'আনন্দ',—তাহা কেবল 'রসলোক' বা শ্রীকৃষ্ণলোকেরই সম্পদ।

(১) সর্বমূল রসের মূর্ত্ত অবস্থাই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ।

(২) সর্বমূল ভাবের মূর্ত্ত অবস্থাই মহাভাব-স্বরূপিণী—শ্রীরাধিকা ও তদীয়া কায়ব্যূহস্বরূপা শ্রীব্রজ-রামাগণ।

(৩) সর্ব্বমূল আনন্দের মূর্ত্ত অবস্থাই হ্লাদিনীর বিলাসভূমি—শ্রীরাস-মণ্ডল। রসলোকস্থ উক্ত ত্রিধারার উৎসের আবর্ত্তনে যে সর্ব্বমূল আনন্দ অবিরত উৎসারিত হইয়া পড়িতেছে, তাহারই এক বিন্দু হইতে ব্রহ্মানন্দ-সিন্ধুর সমুদ্ভব। —যে আনন্দের মাত্রা বা আভাস তারতম্যই চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক প্রাকৃত লোক সকলের উপজীব্য হইয়া রহিয়াছে।[২]

১। কারণার্ণবের এক কণা বা এক বিন্দু হইতেই পতিতপাবনী গঙ্গার আবির্ভাব; যথা,—

"বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ময় ধাম। তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম॥
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি। অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি।।"
"চিন্ময় জল সেই পরম কারণ। যার এক কণা গঙ্গা পতিত-পাবন।।"

(শ্রীচৈঃ আদি ৫পঃ)

২। শ্রীকৃষ্ণলোকস্থ হ্লাদিনীশক্তিই যেমন সর্ব্বমূল পূর্ণানন্দ; যে আনন্দের একবিন্দু হইতে ব্রহ্মানন্দ-সিন্ধুর উদ্ভব ও তাহারই কিয়ন্মাত্রা বা আভাস তারতম্যই সর্বলোকস্থ সর্বজীবের উপজীব্য,—জ্ঞান সম্বন্ধেও সেই একই ধারা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলোকস্থ সম্বিৎ

উর্দ্ধ্বলোকবাসীর আনন্দ যে কিরূপ, তাহা ধারণা করিতে আমরা অক্ষম। আমাদের এই অক্ষমতা বা অযোগ্যতার কারণ—শ্রেষ্ঠতর জাতীয় বিষয়রস হইতে শ্রেষ্ঠতর জাতীয় আনন্দ অনুভব করিবার উপায়স্বরূপ শ্রেষ্ঠতর জাতীয় 'ভাব' বা ভক্তিরূপ শ্রেষ্ঠতর বৃত্তির অভাব। 'ভাব' বা 'ভক্তি' হইতেছে আনন্দাস্বাদের 'বৃত্তি' বা উপায়। গুণ-কর্মানুসারে যে জীব যে জাতীয় বৃত্তির অধিকারী, সেই জাতায় বিষয়-রস হইতে তাহার পক্ষে সেই জাতীয় আনন্দ উপভোগ করিবার অধিকার। নিকৃষ্টজাতীয় বৃত্তি দ্বারা উৎকৃষ্ট জাতীয় এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃত্তি দ্বারা নিকৃষ্ট জাতীয় বিষয়ানন্দ উপভোগ করা অসম্ভব। অতএব মনুষ্য, গুণ-কর্মানুসারে যে জাতীয় ভাব বা ভক্তির অধিকারী, সেই বৃত্তি দ্বারা আস্বাদিত, সেই জাতীয় বিষয়রসই তাহার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট সুখকর পদার্থ বা পরমানন্দ বলিয়া ও তদপকৃষ্ট জাতীয় বিষয়সুখকে হেয় বলিয়া মনে করা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতই হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট জাতীয় বৃত্তির অধিকারীকে উৎকৃষ্ট জাতীয় বিষয়রস মধ্যে স্থাপন করিলেও উহা তাহার রসবোধ বা আনন্দের কারণরূপে উপলব্ধিই হইবে না; সুতরাং উৎকৃষ্টতর আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে উৎকৃষ্টতর বৃত্তির অধিকার লাভ করা প্রয়োজন; ভাব বা ভক্তিই আনন্দ-লাভের বৃত্তি। তাই বৃত্তি-অনুরূপ বিষয়-রসাস্বাদনেই জীবের প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায়।

শক্তির সাররূপা বৃত্তিই হইতেছে—সর্ব্বমূল পূর্ণজ্ঞান; যাহা দ্বারা কৃষ্ণে স্বয়ংভগবত্তা জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। সেই সম্বিদাংশের দ্বারা—সম্বিৎসিন্ধুর বিন্দু হইতে ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি জ্ঞানের বিকাশ হয়। আবার উহারই কিয়ন্মাত্রা বা অভসতরতমাই সর্বলোকের সর্ব্ব-বিধজ্ঞানরূপে প্রকাশ। যথা,—

"কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিদের সার।
ব্রহ্মজ্ঞান আদি সব যার পরিবার॥ (শ্রীচৈঃ ১।৪)

সন্ধিনী-শক্তি সম্বন্ধেও উক্ত প্রকার একই ধারা বুঝিতে হইবে।

আনন্দের বৃত্তি বা ভক্তিই রসাস্বাদনের উপায়।

তৈলপায়িকা (তেলাপোকা) আবর্জ্জনাপূর্ণ অন্ধকার গৃহস্থিত ভগ্নকলস মধ্যে অবস্থিতি সুখকেই পরমানন্দ মনে করে; মর্মর মণ্ডিত রাজগৃহে অবস্থিতি সুখ—তাহার নিকট অর্থশূন্য। তাহার অধিকার-অনুরূপ যে জাতীয়া বৃত্তি বা ভাব, সেই জাতীয় বিষয়সুখই তাহার নিকট পরম প্রিয়। তৈলপায়িকার নিকট মর্ম্মর নির্ম্মিত—সুসজ্জিত রাজগৃহ অর্থশূন্য হইলেও, মানবের নিকট তাহা যেমন সুখের বিষয় বলিয়া, এবং অন্ধকারপূর্ণ ভগ্ন কলস মধ্যে অবস্থিতি সুখ, যেমন হেয় বা ঘৃণ্য বলিয়াই বোধ হয়, সেইরূপ ঊর্দ্ধলোকবাসীর নিকট মনুষ্য লোকের বিষয়সুখ অত্যন্ত হেয় ও তাঁহাদের উচ্চতর বৃত্তির অধিকারানুরূপ উচ্চতরভাবলব্ধ, উচ্চতর বিষয়সুখ উপাদেয় বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। আবার মনুষ্যের নিকট ঊর্দ্ধতর লোকবাসী-দিগের আনন্দের বিষয় যাহা, সেই জাতীয় বৃত্তির অভাব বশতঃ তাহা ধারণার অতীত—বুদ্ধির অগম্য,—সুতরাং অর্থশূন্য। অতএব বুঝিতে হইবে, **উৎকৃষ্টতর সুখের বিষয় বিদ্যমান থাকিলেই যে তাহা সকলের নিকট গ্রাহ্য বা সুখকর হইবে এমন নহে,—উৎকৃষ্টতর সুখ-আস্বাদনের বৃত্তি বা অধিকার থাকিলে তবেই সেই আনন্দ উপভোগের সম্ভাবনা, নচেৎ নহে।**

শুদ্ধা ভক্তি বা ভাগবতী-বৃত্তিই সর্বভক্তির মূল বা কেন্দ্রস্থল।

অতএব আনন্দই যখন জীবমাত্রের উপজীব্য, তখন তদাস্বাদনের উপায় স্বরূপ ভক্তিই হইতেছে জীবমাত্রের **নিত্যধর্ম ও নিত্য-প্রয়োজন।** ভক্তিই হইতেছে সর্বানন্দ আস্বাদনের বৃত্তি বা উপায়। ভক্তির বিশেষত্ব

অনুসরেই বিশেষ বিশেষ আনন্দ গ্রাহ্য হইয়া থাকে। যাহা সর্বমূল 'রস' ও আনন্দ—সেই রসশেখর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় যাহা,—তাহারই নাম 'শুদ্ধাভক্তি' বা 'ভাগবতী-বৃত্তি' ইহাই জীব-মাত্রের মুখ্য প্রয়োজন হইলেও, অনাদি বহির্মুখ জীব, এই বিশুদ্ধা ভাগবতী-বৃত্তি হইতে চিরবঞ্চিত, একমাত্র যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গাদি হইতেই ইহা জীব হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

—— :: ——

তৃতীয় উল্লাসন

কর্ম্ম বা ধর্ম্ম[1] বিষয়ক বিচারে ভক্তির সর্ব-ধর্ম্মতা ও পরম-ধর্ম্মতা

অস্থির বা সচঞ্চল জগৎ গতির মূর্তি।

একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়,—জগৎ গতির মূর্ত্তি। জীব-জড়াত্মক নিখিল বিশ্ব-সংসারের সমস্তই গতিশীল,—সকলই অস্থির—সচঞ্চল। প্রাকৃত বা জড়জগতে নিরন্তর উৎপত্তি, জন্মান্তর-স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ,—এই ষড়্ভাব বিকারের আবর্ত্তনরূপ অস্থিরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। সতত পরিণামশীল প্রাকৃত জগতের এই চাঞ্চল্য, ইহা জড়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া এই ভাঙ্গাগড়ার গতি বা চাঞ্চল্যের কোন দিনও বিরাম অসম্ভব। নশ্বর জড়ের ইহাই স্বধর্ম। প্রলয়েও অব্যক্তরূপে এই অস্থিরতা নিহিত থাকে ও সৃষ্টিকালে পুনরায় ব্যক্ত হয়।

স্থিরবস্তু হইয়াও জীবের পক্ষে অস্থির হইবার কারণ। বাসনা ও কর্ম-চাঞ্চল্যরূপেই জীবে গতির প্রকাশ।

অপর পক্ষে চিদ্‌বস্তু বলিয়া, জীব স্বভাবতঃ স্থির বা অচঞ্চল। জন্মাদি রহিত, নিত্য, শাশ্বত ও অপরিণামী বস্তু।[2] তদ্রূপ হইয়াও মায়াবদ্ধ জীব-

---

১। বেদাদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের নাম 'ধর্ম্ম'। ইহাই কর্মকাণ্ডের বাছ্যার্থ।

২। ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। (গীতা ২।২০)
অর্থ,—এই আত্মা জন্মহীন, মৃত্যুহীন,—ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়েন না, বর্দ্ধিত হয়েন না, ইনি জন্মরহিত, নিত্য, অবিনশ্বর এবং অপরিণামী ; শরীরের বিনাশে ইনি বিনষ্ট হয়েন না।

মাত্রেই যে ক্ষণকালের জন্য স্থিরতা লক্ষিত হইতেছে না,—কৃষ্ণ-বিস্মৃত জীবের অনাদি চিদ্-বৈমুখ্য ও জড়-সাম্মুখ্যই তাহার মূল কারণ।

অর্থাৎ স্থির বা চিদ্‌বস্তু জীব, অস্থির ও অচিদ্ জড় বস্তুর সহিত দেহাত্ম-বোধরূপ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হওয়ায় অনিত্যতা ও অস্থিরতাদি জড়ধর্মসকল জীবে আরোপিত হইতেছে; [১] এই নিমিত্ত জীব-জগতেও নিরন্তর বিষয়-বাসনা নিবন্ধন কর্ম-চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তাই জীব মাত্রেই কর্মশীল। জীব সাধারণ ক্ষণার্দ্ধকালও কর্ম্মশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ নহে।[২]

অনাদি বহিশ্চরতা বশতঃ 'ভূমা' বা পূর্ণকে পশ্চাতে রাখিয়া, 'অল্প' বা অপূর্ণ ও অস্থির জড়ে অভিনিবেশ-বশতঃ অর্থাৎ জড়-সাম্মুখ্য ও জড়-তাদাত্ম্য হইতেই জীবের সকল অভাব ও অপূর্ণতার কারণ ঘটিয়াছে। দিক্-ভ্রান্তি বশতঃ সুনির্মল—সুশীতল—অনন্ত জলরাশিকে পশ্চাতে রাখিয়া, পিপাসাতুর ব্যক্তির পক্ষে যেমন মরু-মরীচিকার অনুসরণ দ্বারা কোন কালেও পিপাসার নিবৃত্তি সম্ভব হয় না, সেইরূপ চিদ্-বৈমুখ্যবশতঃ 'ভূমা' বা পরমানন্দের পিপাসাতুর জীবের পক্ষে,'অল্প'— ক্ষণভঙ্গুর জড়ীয়-বিষয়-সুখাভাস-মরীচিকার

১। পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ (গীতা ১৩।২১)

অর্থ,—পুরুষ (জীবাত্মা) দেহে তাদাত্ম্যবোধে অধিষ্ঠিত হওয়ায়, দেহজনিত প্রাকৃতগুণ সকল ভোগ করেন; প্রাকৃতগুণ-সঙ্গই তাঁহার পক্ষে সৎ (দেবতাদি) কিম্বা অসৎ (তির্য্যগাদি) যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ হয়।

২। ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ (গীতা ৩।৫)

অর্থ,—কেহ কর্মত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল মাত্রও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। যে-হেতু জীবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, প্রকৃতি বা স্বভাব-সঞ্জাত রাগ-দ্বেষাদি গুণসকল তাহাকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে।

অনুসরণে কখনও সুখ-পিপাসা-পরিতৃপ্তির বা পূর্ণতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। তাই প্রাপঞ্চিক বিশ্ব-সংসারের সকল জীব—সকল পদার্থকেই অপূর্ণ বলিয়া প্রতিক্ষণ—প্রতি-নিয়ত পূর্ণতা প্রাপ্তির কামনায় অস্থির হইতে হইতেছে। তাই দেখা যায়, জগৎ গতিশীল—গতির মূর্ত্তি। জগতের কোন কিছুই ক্ষণকালের জন্য সুস্থির নহে। জড়-জগতের এই চাঞ্চল্য স্বাভাবিক হইলেও, স্থির জীব-জগতের এই অস্থিরতা, ইহাই অস্বাভাবিক বুঝিতে হইবে।

পরমানন্দস্বরূপ পরম স্থিরতা বা প্রকৃষ্ট স্থিতিকে প্রাপ্ত হওয়াই জীবের সকল গতির উদ্দেশ্য।

এই অস্বাভাবিকতার কারণ সম্বন্ধে আর একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়,—অস্থিরতার জন্যই কোন কিছু অস্থির হয় না;—সুস্থির হইবার জন্যই,—স্থিরতা না-পাওয়া পর্যান্তই অস্থির হইতে হয়; সেইরূপ গতির জন্যই গতি নহে; স্থিতিই গতিমাত্রের লক্ষ্য। অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইয়া অচঞ্চল হইবার কিম্বা গন্তব্য স্থলে উপনীত হইয়া স্থিরতা পাইবার জন্যই সকল চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার চরম উদ্দেশ্য। যাহা পূর্ণ—যাহা অপরিবর্ত্তনীয় ভাব, তাহাই পাইবার জন্য অপূর্ণ জীব-জগৎ নিরন্তর ব্যাকুল হইতেছে। সংসার-দুঃখ-প্রশমন—চিরশান্তিময়—নিরতিশয় সুখস্বরূপ শ্রীভগবানই হইতেছেন পূর্ণ ও নিত্যবস্তুর পরমাবস্থা। জানিয়া বা না-জানিয়া—যে ভাবেই হউক, সেই পূর্ণ ও অপরিবর্ত্তনীয় ভাবের সমীপবর্ত্তিনী হওয়াই জীবের সকল গতির লক্ষ্য,—সকল অস্থিরতার উদ্দেশ্য। অতএব যে গতি যে পরিমাণে সেই অপরিবর্ত্তনীয় ভাব বা স্থিতির সমীপবর্ত্তিনী—সেই গতি সেই পরিমাণে প্রকৃষ্ট; সেই ভাব বা ধর্ম সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট। আর কেবল শুদ্ধাভক্তির উদয়ে তদীয় শ্রীচরণসেবা প্রাপ্তিতেই সকল গতির স্থিতি—সকল অস্থিরতার বিরাম,—সকল চাঞ্চল্যের অবসান বুঝিতে হইবে।

শুদ্ধাভক্তি, প্রেম ও পরমানন্দ-সাক্ষাৎকার পৃথক বস্তু নহে ; একেরই ক্রমিক উদয়।

শুদ্ধাভক্তির পরমাবস্থাই 'প্রেম-ভক্তি'। প্রেমোদয় ও পরমানন্দ-স্বরূপ —শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার একই কথা। সূর্য্যের উদয় মাত্রেই যেমন উহার আনুষঙ্গিক ফলে তমোনাশ ও মুখ্য ফলে ধর্ম-কর্মাদিযুক্ত মঙ্গলময় জগতের প্রকাশ থাকে, সেইরূপ প্রেমের উদয় মাত্র—উহার আনুষঙ্গিক ফলেই সর্ব দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির সহিত পরমানন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকাররূপ মুখ্য ফলের বিকাশ হইয়া থাকে। অতএব শুদ্ধাভক্তি, প্রেম ও পরমানন্দ-সাক্ষাৎকার পৃথক বস্তু নহে। একই শুদ্ধাভক্তির ক্রমিক বিকাশ মাত্র।

সুতরাং শুদ্ধাভক্তিই হইতেছেন—পরমস্থিতি বা পরমশান্তি। অনাদি বিষয়বাসনা-চঞ্চল অপূর্ণ জীবের গতি বা অস্থিরতাকে পরমস্থিতি বা পরিপূর্ণতা প্রদান করিতে—ভক্তিই পরমোপায়।

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব শান্ত।
ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী—সকলি অশান্ত॥" (শ্রীচৈঃ ২।১৯)

জীবের গতি ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী বা 'ধর্ম' এবং অধঃপ্রবাহিণী বা 'অধর্ম' ভেদে দ্বিবিধা। ধর্ম দ্বারা জীব অধঃপতন হইতে 'ধৃত' হইয়া ক্রমে ঊর্দ্ধগতি লাভ করে ; অধর্ম দ্বারা জীব—অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

ভক্তি ভিন্ন জীবের গতি বা চাঞ্চল্যের বিরাম নাই।

তাহা হইলে বুঝিলাম কর্ম-চঞ্চল জীবমাত্রেই গতিশীল। জীবের এই গতি দ্বিবিধা। একটি ঊর্দ্ধ-স্রোতস্বিনী ও অপরটি অধঃপ্রবাহিণী। প্রথমটি সাধারণতঃ 'ধর্ম' নামে ও অন্যটি 'অধর্ম' নামে কথিত হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধ-স্রোতস্বিনীগতি বা ধর্মকে অবলম্বন করিয়া, স্থিতি বা অপরিবর্ত্তনীয় ভাবের

অন্বেষণে অগ্রসর হইবার অবস্থাই ধর্মের লোক-প্রসিদ্ধ অর্থ। ইহারই অপর নাম 'পুণ্য'। এই পুণ্যাত্মক-ধর্ম অধোগতি অবরোধ পূর্বক জীবকে ঊর্দ্ধগতি-পথে 'ধৃত' বা ধারণ করিয়া রাখিয়া[১] তথা হইতে ক্রমোন্নতি প্রদান করিলেও,ইহা দ্বারা পরম-স্থিতিকে লাভ করা সম্ভব হয় না। এমন কি,সত্য-লোক নামক ব্রহ্মলোক পর্যান্ত প্রাপ্ত হইলেও ভোগান্তে জীবকে পুনরাবর্ত্তিত হইতে হয় ; ("ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।"—গীতা ৯।২১) সুতরাং ইহাতে জীবের গতায়াতরূপ অস্থিরতার বিরাম হয় না। কেবল ভক্তিই পরমস্থিতি-স্বরূপ পরমানন্দময় শ্রীভগবৎ-পদাম্বুজকে প্রাপ্ত করাইয়া, জীবের সকল চাঞ্চল্য— সকল অস্থিরতা—সকল অপূর্ণতা চিরতরে অবসান করেন। স্বয়ং শ্রীভগবান্ নিজেই গীতায় বলিয়াছেন,—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ (গীতা ৮।১৬)

ইহার অর্থ,—হে অর্জ্জুন, প্রাণিগণ ব্রহ্মলোক অবধি সমুদয় লোক প্রাপ্ত হইয়াও, তথা হইতে সংসারে পুনরাবর্ত্তিত হয় ; কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

সেই স্বয়ং শ্রীমুখেই গীতার অন্যত্র বলিয়াছেন,—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ (গীতা ৯।২৫)

ইহার অর্থ,—ইন্দ্রাদি দেবপূজক যাঁহারা,—সেই দেবব্রতগণ দেবলোক প্রাপ্ত হয়েন ; পিতৃপরায়ণ অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ারত যাঁহারা, তাঁহারা পিতৃ-লোকে গমন করেন ; বিনায়ক-মাতৃগণাদি ভূত সকলের পূজারত যাঁহারা

১। ধারণাৎ ধর্ম্মমিত্যাহুঃ ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ। (মহাভারতে)
অর্থ,—অধোগতি হইতে ধারণ করিয়া রাখায় 'ধর্ম' নামে উক্ত হয়েন। ধর্ম কর্ত্তৃক জীব সকল ধৃত হইয়া থাকে।

তাঁহারা সেই সেই লোকে গমন করেন ; কিন্তু উক্তলোক সকল হইতে পুনরাবর্ত্তিত হইতে হয়। আর আমার (শ্রীভগবানের) যজনশীল অর্থাৎ মৎপরায়ণ বা মদ্ভক্ত যাঁহারা, তাঁহারা অক্ষয়—পরমানন্দস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন। (শ্রীস্বামিপাদকৃত টীকানুসারে।)

কেবল ভক্তি ভিন্ন অপর কোন ধর্ম্মে পরম স্থিতিকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

অতএব কেবল ভক্তিপথের যে গতি, ইহাই প্রকৃষ্টা-গতি। যে-হেতু ভক্তিই জীবকে প্রকৃষ্টরূপে পরমস্থিতি প্রাপ্ত করাইয়া জীবের সকল চাঞ্চল্য ও গতায়াত নিরোধপূর্বক পরম স্থিরতা প্রদান করেন। তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত গতি ও তৎফলস্বরূপ সকল প্রাপ্তিই জীবকে গতায়াতের আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত করিয়া থাকে। স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখাম্বুজের উক্তি হইতেও ইহা জানা যায় ; যথা,—

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ॥ (শ্রীভাঃ ১১।২৪।১৪)

ইহার অর্থ,—যোগ, তপঃ ও ন্যাস হেতু (অর্থাৎ কর্ম, অষ্টাঙ্গযোগ ও জ্ঞান প্রভৃতি সাধন সকলের ফল-তারতম্য হেতু) মহর্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোকে উত্তমাগতি লাভ হয়। আর ভক্তিযোগের ফলে মৎবিষয়াগতি অর্থাৎ অক্ষয়—অচ্যুত পরমধাম লভ্য হইয়া থাকে। (সত্যলোক পর্যান্ত জীবের যে গতি,—তাহা হইতে পুনরাবর্ত্তিত হইতে হয় ; কিন্তু ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না,— এ কথা পূর্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। এ-স্থলেও সেই অভিপ্রায়ই বুঝিতে হইবে।)

তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ক্ষণভঙ্গুর—চিরচঞ্চল জড়ের সহিত ঘর করিবার ফলেই অর্থাৎ জড়-তাদাত্ম্যবশতঃ অচঞ্চল—স্থির বস্তু

হইয়াও জীব অস্থির হইয়া নিরন্তর স্থিরতাকেই অন্বেষণ করিতেছে। একমাত্র ভক্তি ভিন্ন প্রকৃষ্ট স্থিতিকে প্রাপ্ত হইবার—পরমানন্দ ও পরমাশান্তি লাভ করিবার পক্ষে গত্যন্তর নাই বলিয়া, ভক্তিই হইতেছে সর্ব শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য। অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রের একমাত্র বিধিই হইতেছে ভক্তির অনুশীলন। তদ্ভিন্ন অপর ধর্ম্ম-কর্ম্মাদির যাহা কিছু নির্দ্দেশ, তৎ-সমুদয় হইতেছে 'পরিসংখ্যা' অর্থাৎ অগত্যাকরণীয় বিষয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, ভক্তিই যখন জীবের পরমধর্ম এবং সেই হেতু সর্ব্বশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য বা একমাত্র বিধি হইলেন, তখন শাস্ত্র কর্ত্তৃক কেবল ভক্তি ভিন্ন তৎসহ অপর ধর্ম-কর্মাদির নির্দ্দেশ করিবার তাৎপর্য্য কি ?

ভক্তির স্বপ্রকাশতা ও সুদুর্ব্বোধতাই জনসাধারণের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধানুরূপ অন্য ধর্মে প্রবৃত্তির কারণ।

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, শ্রদ্ধাই সকল প্রবৃত্তির মূল, এ-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। যে শ্রদ্ধার উদয়ে শ্রীভগবদনুশীলন প্রবৃত্তির বিকাশ হয়, তাহাও নির্গুণা।[১] নির্গুণা-ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয় ভিন্ন, সগুণা ও স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা দ্বারা কেহ শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। সুতরাং অহৈতুকী বা যদৃচ্ছালভ্য মহৎ-কৃপা সাপেক্ষ বলিয়া, যেমন তদভাবে ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয় হয় না, তেমনি আবার ভক্তি বা ভাগবত-ধর্ম্মের দুর্বোধতাও তদ্বিষয়ে জনসাধারণের অপ্রবৃত্তির অন্যতম কারণ।

১। সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণাঃ॥ (ভাঃ ১১।২৫।২৭)

অর্থ,—(শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি)—আধ্যাত্মিক বেদান্তাদি বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহা সাত্ত্বিক, কর্ম্মকাণ্ডে যে শ্রদ্ধা, তাহা রাজসিক, পরধর্মাদি অধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা, তাহা তামসিক, আর আমার সেবাতে যে শ্রদ্ধা, তাহা নির্গুণা।

রজস্তমগুণ বহুল—সগুণ ভাবাপন্ন—দেহাত্মবোধবিমুগ্ধ জীবসাধারণের সগুণা স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা[১] অনুসারে ঐহিক কিম্বা পারত্রিক ভোগ-সুখ-প্রদ সগুণ ধর্ম-কর্মাদি বিষয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখা যায়। শুদ্ধা ভক্তি নির্গুণা এবং যথার্থ নিষ্কামা ; এই হেতু বিশুদ্ধা অর্থাৎ স্বসুখ-তাৎপর্য্য-শূন্যা ও কেবল ভগবৎ-সুখ-তাৎপর্যময়ী। সেই বিশুদ্ধা ভক্তিই জীবের মুখ্য প্রয়োজন বা একমাত্র প্রয়োজন হইলেও এবং আত্মসুখের স্থলে পরমাত্মবস্তুর সুখবিধানের আনুষঙ্গিক বা গৌণফলেই প্রকৃষ্টরূপে আত্মসুখ লাভ হইলেও, অজ্ঞানাদি দ্বারা আবৃত জীব সকলের পক্ষে স্বসুখ-তাৎপর্য্য-শূন্য কোন 'পুরুষার্থ' অর্থহীনবোধ হওয়ায়, সেরূপ কোন প্রয়োজনের ধারণা করাও একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

'ভক্তি' বা আত্মিক ধর্মেরই একমুখ্যতা দৈহিক ধর্ম্ম সকলের বিভিন্নতা।

তাই দেখা যায়, কেবল ভক্ত ভিন্ন, কর্মী, জ্ঞানী, যোগী বা অপর যে কোন উপাসক হউন, তাঁহাদের উপাসনা স্বপ্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই সাধিত হইয়া থাকে ; কিন্তু উপাস্যের কোন প্রয়োজনে নহে। শুদ্ধ ভক্তগণের উপাসনাই কেবল উপাস্যের প্রীতি বিধান ভিন্ন স্বসুখ তাৎপর্য্যের লেশাভাসও তন্মধ্যে না থাকায়, ইহাই হইতেছে সম্পূর্ণ অনাবিল ও অকৈতব। তাদৃশ

১। 'স্বভাব' অর্থে—পূর্বকর্ম-সংস্কার। পূর্বজন্মকৃত কর্ম্ম-সংস্কার হইতে জীবের যে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধা সগুণা শ্রদ্ধা জন্মে, তাহাই স্বাভাবিকী-শ্রদ্ধা। ভাগবতী-শ্রদ্ধা নির্গুণা ; সুতরাং পূর্ব-কর্ম-সংস্কার-জনিত নহে,—স্বপ্রকাশ বা যাদৃচ্ছিকী। সগুণা শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ; যথা,—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ (গীতা ১৭।২)

শুদ্ধভক্তের অহৈতুকী কৃপা বা সঙ্গাদি ব্যতীত জীব হৃদয়ে এই নির্গুণা ভক্তি বা ভাগবতী-বৃত্তি সঞ্চারিত হইবার অপর কোন উপায় না থাকায় এবং এতাদৃশ স্বপ্রয়োজন পরিশূন্য নিষ্কাম ভাব, স্বভাবতঃ সত্ত্বাদি-গুণযুক্ত কিম্বা স্বপ্রয়োজন পর জীবের পক্ষে উপলব্ধি করাও সুকঠিন হওয়ায়, এই হেতু পরমগুহ্যবিদ্যারূপে বেদাদি শাস্ত্রে শুদ্ধাভক্তিকে সংগোপন রাখা হইয়াছে। তৎস্থলে সগুণভাবাপন্ন অথবা স্বপ্রয়োজন পর জীবের পক্ষে সহজবোধ্য যাহা, সেই ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ অর্থাৎ ভুক্তি ও মুক্তিকেই পুরুষার্থরূপে জীবজগতে প্রসিদ্ধ ও প্রচার করা উক্ত কারণে শাস্ত্র সকলের পক্ষে অপরিহার্য্যই হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

অনাদি বহির্মুখ জীব, ভক্ত-মহতের সঙ্গাদি প্রভাবে কৃষ্ণোন্মুখতা প্রাপ্ত হইলে, কেবল তৎকাল হইতেই জীবহৃদয়ে নিজ কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও প্রভুত্বাদিবোধের অবসানে, পরমাত্ম বস্তুর পরমস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় দাস্য-বোধ উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। জড়বিমুক্ত বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের উপলব্ধিতে, তদবস্থায় সর্ব্বজড়-সম্বন্ধের পরিহারেচ্ছা ও একমাত্র নিজ আশ্রয় ও সর্ব-কারণস্বরূপ সেই পরম-পরমাত্ম বস্তু বা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের প্রীতিবিধানেচ্ছারূপ ভক্তিই, তদাশ্রিত জীবের আত্মধর্মরূপে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন।

সকল জীবাত্মার অভিন্নতা নিবন্ধন আত্মধর্ম্মের একতা বা একমুখ্যতা স্বতঃসিদ্ধই হইতেছে। সুতরাং ইহারই নিখিল জীবের পরম পুরুষার্থ বা পরমধর্মত্বরূপ সার্ব্বত্রিকতা রহিয়াছে।

তদ্ভিন্ন অপর সকল ধর্মই দৈহিক অর্থাৎ দেহ সম্বন্ধীয় অথবা স্বপ্রয়োজন পর হওয়ায়,—এবং দেহসম্বন্ধেই গুণকর্মাদি, স্ত্রীপুরুষাদি ও বর্ণ-আশ্রমাদি বহুপ্রকার ভেদভাব থাকায়, এইহেতু চতুর্বর্গ পুরুষার্থের সাধনরূপ ধর্ম-সকলেরও বহুত্ব বা ভিন্নতা সাধিত হইয়াছে।

শাস্ত্র কর্তৃক জীবের অন্ততঃ অধোগতি অবরোধের জন্যই অগত্যা অন্য ধর্মের ব্যবস্থা।

এই হেতু একমাত্র ভক্তিই যথার্থ নিষ্কাম বলিয়া, ভক্তির প্রয়োজনীয়তা সকাম জীব-সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য হওয়ায়, তদনুশীলন প্রবৃত্তির দুর্লভতাও স্বাভাবিক। এমত অবস্থায় সেই নিষ্কাম ভক্তির অনুশীলনকেই একমাত্র 'বিধি' বা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে যাইলে, স্বসুখ-প্রয়োজন-পর অর্থাৎ সকাম জণগণের পক্ষে উহাতে প্রবৃত্তি জন্মিবে না ; অপর দিকে তাহাদের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা অনুরূপ অন্য কোন কল্যাণকর পন্থার নির্দ্দেশ না করিলেও মনুষ্য সকল স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা চালিত হইয়া 'অধর্ম' বা অধোগতিই প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। সুতরাং 'স্বভাব' বা 'স্বধর্ম' বিচ্যুত জীবকে 'অধর্ম' বা অধঃপতনরূপ অন্ততঃ এই অনর্থ হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, ভক্তি ভিন্ন অপর ধর্ম-কর্মাদির যাহা কিছু ব্যবস্থা দেখা যায়,— এই জন্য তৎসমুদয়ই হইতেছে 'পরিসংখ্যা' অর্থাৎ আপাততঃ 'মন্দের ভাল' হিসাবে অগত্যা করণীয় ব্যবস্থা। অতএব যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাদি সংযোগে নির্গুণা ভাগবতী-শ্রদ্ধার উদয় না হওয়া অবধি, রজস্তমগুণ বহুল— অহঙ্কারাদি-বিমূঢ় মনুষ্য-সাধারণের সহসা বুদ্ধিভেদের প্রয়াস না করিয়া, আপাততঃ তাহাদিগের সগুণা শ্রদ্ধার অধিকার অনুরূপ বেদ-বিহিত সকাম কর্ম্মাদিতেই প্রবৃত্তি দান করা আবশ্যক হইয়া থাকে। বেদ-সকলের এই উদ্দেশ্যই গীতায় স্বয়ং 'ভগবদ্বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইতে দেখা যায় ; যথা,—

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥ (গীতা ৩।২৯)

ইহার অর্থ,—প্রকৃতির গুণপ্রভাবে বিমূঢ় হইয়া যাহারা ইন্দ্রিয় ও তৎকার্য্যে আসক্ত হয়, তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি তাদৃশ অল্পদর্শী মন্দমতিগণের বুদ্ধি (সহসা) বিচালিত করিবে না।

এই জন্যই সর্বকারণ শ্রীভগবান্ স্বয়ংই গীতায় অন্য দেবতার উপাসনা যে অজ্ঞান পূর্ব্বক তাঁহারই আরাধনা, ("তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-পূর্ব্বকম্।"—৯।২৩)—এ-কথা ঘোষণা দ্বারা, ঐকান্তিক ভাবে একমাত্র তদীয় আরাধনারূপ ভক্তিই যে, সমস্ত বেদের 'বিধি' অর্থাৎ ব্যবস্থা বা অবশ্য কর্ত্তব্যতা-নির্দ্দেশ,—এই অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিলেও, (১৮।৬৫-৬৬) আবার সেই শ্রীভগবানই মহৎকৃপৈক-লভ্য ভাগবতী-শ্রদ্ধা উদয়ের অনিশ্চয়তা এবং ভাগবতধর্ম্মের দুর্ব্বোধ্যতার কথাও ভাবিয়াছেন। এইজন্য উহার অনুদয় স্থলে অন্ততঃ কথঞ্চিৎ মঙ্গল লাভের নিমিত্ত, সকাম জনগণের বিষয়নিষ্ঠ বুদ্ধিকে সহসা চালিত না করিয়া, তাই অগত্যা করণীয় বা 'পরিসংখ্যা' স্বরূপ তাহাদিগের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা অনুরূপ কেবল কর্ম্মেরই নহে,—ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনারও নির্দ্দেশ দিয়াছেন, দেখা যায়। যথা,—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ (গীতা ৩।১১)

ইহার অর্থ,—তোমরা যজ্ঞ দ্বারা দেবতা সকলের সম্বর্দ্ধন কর; দেবগণও বৃষ্ট্যাদি দ্বারা তোমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন। এইরূপ পরস্পর সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, তোমরা মোক্ষাবধি পরম কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে।

তাহা হইলে বেদের সারার্থ শ্রীগীতা হইতে জানা যাইতেছে, ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণ আরাধনারূপা ভক্তি বা ভাগবতধর্মই সমস্ত বেদের 'বিধি' অর্থাৎ একমাত্র ব্যবস্থা। তদ্ভিন্ন অপর সমুদয়ই হইতেছে ভক্তি-বিষয়া শ্রদ্ধার অনুদয়েই অগত্যা করণীয় বিষয়।

অন্য ধর্মাদির অনুষ্ঠানও অন্ততঃ সহজ-লভ্যা সগুণা ভক্তির সহযোগে অনুষ্ঠিত হইবার নির্দ্দেশ।

কেবল তাহাই নহে, নির্গুণা শুদ্ধাভক্তির অনুদয় পর্য্যন্ত অপর ধর্ম-

কর্ম্মাদির যাহা কিছু অনুষ্ঠান, সে সমস্তই অন্ততঃ সহজলভ্যা সগুণা ভক্তির সহযোগে—যে কোন প্রকারে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণাদি রূপ তৎ-সম্বন্ধ যুক্ত বা তৎসম্বন্ধ আরোপিত করিয়াও তৎসমুদয় অনুষ্ঠিত হইলে, তবেই সেই সেই সাধনদ্বারা যথোপযুক্ত সিদ্ধি লাভ হইতে পারে,—বেদের এই নিগূঢ় মর্ম্মও গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। যথা:—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ (গীতা ৯।২৭-২৮)

ইহার অর্থ,—হে অর্জ্জুন, তুমি যে কোন কর্মের অনুষ্ঠান কর, যাহা কিছু ভক্ষণ কর, যাহা হোম কর, যাহা কিছু দান ও তপস্যা কর, তৎসমস্ত আমাকে সমর্পণ-পূর্ব্বক করিও।

এইরূপ করিলে কর্মজনিত শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত হইবে এবং কর্মার্পণরূপ[১] যোগযুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধের সংযোগই সর্বসিদ্ধির হেতু।

কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি অপর সকল সাধনার সর্বসিদ্ধির তিনিই যে একমাত্র সর্ব্বমূল কারণ,—অস্পষ্ট বেদের এই নিগূঢ় তাৎপর্য্য, উহার বিশদ অর্থ শ্রীভাগবতেও সেই সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বাণী হইতে সুবিদিত হওয়া যায়; যথা, —

সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ।
অহং যোগস্য সাংখ্যস্য ধর্মস্য ব্রহ্মবাদিনাম্॥

(শ্রীভাঃ ১১।১৫।৩৫)

১। "মদীয় এই কর্ম্মদ্বারা সর্বব্যাপক ও সর্বাত্মা পরমেশ্বর পরিতুষ্ট হউন"—এইরূপ মনন পূর্ব্বক শ্রীভগবানে অর্পিত কর্মকে কর্মার্পণ বা কর্মদ্বারা অভ্যর্চ্চন বলা হয় (গীতা ১৮।৪৭— শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ ও শ্রীবলদেবপাদকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।)

ইহার তাৎপর্য্যার্থ,—আমার স্মরণাদি দ্বারা সমস্ত সিদ্ধিই সিদ্ধ হয় বলিয়া, আমি সমস্ত সিদ্ধির হেতু ; কেবল তাহাই নহে, তৎসমুদয়ের পালয়িতাও আমি এবং প্রভু অর্থাৎ ফলদাতাও আমি। কেবল যে সিদ্ধি সকলের তাহাই নহে,—আমি মদীয় ধ্যানাদি যোগের, জ্ঞানযোগের ও নিষ্কাম কর্মাদি যোগের এবং সেই সকল ধর্মের উপদেষ্টাগণেরও প্রভু আমিই। (শ্রীস্বামিপাদ, ও শ্রীচক্রবর্তীপাদকৃত টীকার ভাবার্থ।)

এইজন্য কেবল ধর্মাদি সাধন বিষয়েই নহে,—মনুষ্যের প্রাত্যহিক প্রতি-কর্মই অন্ততঃ সেই শ্রীভগবানের শ্রীনাম স্মরণাদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই অনুষ্ঠিত হইবার বিধান, শাস্ত্রে যথেষ্টরূপেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বিস্তারিত আলোচনা মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। বাহুল্যবোধে নিম্নে উহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে ; যথা,—

ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্॥
সংগ্রামে চক্রিণং ক্রুদ্ধং স্থানভ্রংশে ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং বৃষোৎসর্গে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে॥
জলমধ্যে তু বারাহং পাবকে জলশায়িনম্।
কাননে নরসিংহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্॥
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং বিশুদ্ধৌ মধুসূদনম্।
মায়াসু বামনং দেবং সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। ১১।১৩৭)

ইহার অর্থ,—ঔষধ সেবনে বিষ্ণু নাম, ভোজনকালে জনার্দ্দন, শয়নে পদ্মনাভ, বিবাহে প্রজাপতি, যুদ্ধে চক্রধারী, স্থানভ্রংশে ত্রিবিক্রম, বৃষোৎসর্গে নারায়ণ, প্রিয়সঙ্গমে শ্রীধর, জলমধ্যে বরাহ এবং অগ্নিভয়ে জলশায়ী নাম চিন্তা করিবে! বনমধ্যে নরসিংহ, পর্বতে রঘুনন্দন, দুঃস্বপ্নে

গোবিন্দ, শুদ্ধিকার্য্যে মধুসূদন, মায়ামোহে বামন এবং সর্বকার্য্যে মাধব নাম স্মরণ করিবে।[১]

ভক্তির সহযোগিতা ভিন্ন কর্ম-জ্ঞানাদি সমস্ত সাধনারই বিফলতা নির্দ্দেশ।

অতএব বেদের কেবল বাহ্যার্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক, ভক্তি বা ভগবৎ সম্বন্ধশূন্য হইয়া বেদোক্ত ধর্ম-কর্ম্মাদি অনুষ্ঠিত হইলে, তৎসমুদয় যে ব্যর্থতাকেই বরণ করে, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রে বহু বহু প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাহুল্যবোধে কেবল বেদের বিস্তারার্থ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে, ভক্তি বা ভগবৎ-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত জ্ঞান ও কর্মাদি সাধন সকলের ব্যর্থতা বিষয়ের একটি-মাত্র নির্দ্দেশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। যথা,—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্॥

(শ্রীভাঃ ১।৫।১২)

১। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাবতারের অবতারী; সুতরাং নিখিল অবতার তাঁহারই আংশিক প্রকাশ-বিশেষ। অতএব উক্ত সকল নামেরই মুখ্যতাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণই। যথা,—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৮)

অর্থ,—রামাদি নিখিল ভগবন্মূর্ত্তিতে অংশ ভাবে অবস্থান করিয়া প্রপঞ্চে যিনি নিজাংশে বহুবিধ অবতার প্রকটিত করিয়াছেন; কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপেই আবির্ভূত পরমপুরুষ যিনি,—সেই সর্ব্বাদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ইহার অর্থ,—উপাধিরহিত বিমল ব্রহ্মজ্ঞানও যখন অচ্যুতভাব-বর্জ্জিত অর্থাৎ ভক্তিহীন হইলে শোভনীয় হয় না, তখন দুঃখস্বরূপ ও দুঃখপ্রায় যে কাম্যকর্ম এবং নিষ্কামকর্ম, তৎফল যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে উহা কিরূপে সিদ্ধিপ্রদ হইবে? অর্থাৎ সিদ্ধি প্রদানের অযোগ্যই হইয়া থাকে।

ভক্তিই জীবের পরমধর্ম বা মুখ্য-প্রয়োজন।

তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, ভক্তিই তদাশ্রিত জীবকে প্রকৃষ্টরূপে ধারণপূর্বক পরমস্থিতিতে উন্নমিত করেন বলিয়া ভক্তিই হইতেছেন 'পরম-ধর্ম'। ভক্তিরূপ পরমধর্মই সাধুগণকর্তৃক নিয়ত আচরিত হয়েন বলিয়া, ইহাকে 'সদ্ধর্ম্ম' বলা হয়। ইহাই গতিশীল জীবের প্রকৃষ্ট গতি। এই গতিপথ অবলম্বনেই পরমানন্দ বা পরমস্থিতিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্য—সর্ব্ব-কারণকারণ—আনন্দরসঘন—শ্রীকৃষ্ণের শান্তি-শীতল শ্রীচরণাম্বুজ-সেবন প্রাপ্তিতেই সমস্ত গতির স্থিতি বা বিশ্রাম। সেই অপরিবর্তনীয় বা অচ্যুতভাবকে প্রাপ্ত হইলে তখন জীব আর ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্য কোন ভাবেই সংবদ্ধ নহেন। তখন তিনিই যথার্থ মুক্ত—যথার্থ স্বাধীন। কৃষ্ণাধীনতা, কোটি স্বাধীনতার সুখ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও নিরাপদ। সকল দুঃখ, ভয়, ভাবনা—সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া, তখন তিনিই হয়েন পরমপদ-প্রাপ্ত; "তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম্।"—(—কাঠকে ৩।৯)।

জ্ঞানের পথেও জীবের প্রকৃষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

জ্ঞানের সাধন দ্বারা মুক্তির প্রাপ্তিতে জীবের গতি ও তৎফলে গতায়াত-রূপ সংসারাবর্ত্তন নিরোধ হইয়া যাইলেও, ইহা দ্বারা মুখ্য প্রয়োজন সাধিত হয় না; বরং তৎসাধন অবস্থায় যে সুখানুভূতি থাকে, সিদ্ধাবস্থায় তাহাও বিলীন হইয়া যায়। যে-হেতু পরমানন্দের নিত্য সেবক জীবের পক্ষে মুক্তিতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধিত হইলেও, নির্ব্বিশেষ—

নির্দ্ধর্মক ব্রহ্মে, সুখাস্বাদনের হেতু-স্বরূপ সুখ-বৃত্তির অভাবে—সুখধর্ম নিষ্ক্রিয় থাকায়, এবং সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত জীবের পৃথক সত্তারও অনুভূতি না থাকায়, তদবস্থায় সুখ-সেবনের সম্ভাবনা কোথায়? সুষুপ্তির আনন্দের মত, ('সুখমহমস্বাপ্সম্') দুঃখ-সুখহীন এক নির্ব্বিশেষ—অবাচ্য সুখ-বিশেষই মুক্ত জীবের লভ্য হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাকে দুঃখের ভয়ে প্রকৃষ্ট সুখ ও তৎসহ আত্মসত্তা বিসর্জ্জনরূপ আত্মনাশও বলা যাইতে পারে। যে-হেতু সর্ব্বদুঃখ-লেশাভাস-বিবর্জিত সবিশেষ বা বৈচিত্র্যময় অপ্রাকৃত পরমানন্দ সেবনই জীবের মুখ্য-প্রয়োজন এবং একমাত্র ভক্তিই তল্লাভের পরম কারণ।

সেই পরমানন্দের সহিত তুলনার কথা দূরে থাক, সুষুপ্তির নির্ব্বিশেষ ও অবাচ্য সুখস্মৃতিমাত্র যাহা, তাহা যদি অন্ততঃ প্রাকৃত সবিশেষ বিষয়সুখ হইতেও শ্রেষ্ঠ হইত, তাহা হইলে মনুষ্যলোকে—জনসাধারণের মধ্যে বিষয়-সুখান্বেষণ-চেষ্টা অপেক্ষা সুষুপ্তির অবাচ্য সুখলাভের জন্য অধিকতর চেষ্টাশীল দেখা যাইত; কারণ সুষুপ্তির সুখ জীবনের কোন-না-কোন সময়ে সকলেরই অনুভূত বিষয়। কিন্তু তাহা না হইয়া তদ্বিপরীতই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যোগিগণও ভক্তিসুখে আকৃষ্ট হয়েন।

যোগের সম্বন্ধেও "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো" ইত্যাদি শ্লোকের সম্পর্কে গ্রন্থের প্রথমেই বলা হইয়াছে। জ্ঞান ও যোগের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ও পূর্ণানন্দের অধিকারী হইয়া, চিত্তের পরমস্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া যাঁহারা মনে করেন,—দেখা যায়, অধিক কথা কি—কেবল শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-সংলগ্ন তুলসী-সৌরভের আকর্ষণেই তাঁহাদিগের চিত্ত-মধুপ প্রলুব্ধ ও সেই শ্রীচরণাম্বুজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মানন্দ ও আত্মানন্দ হইতেও যে, শ্রীভগবৎ-সেবানন্দের বা ভক্তিসুখের অত্যাধিক্যই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে বিরল নহে; যথা,—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বো ॥ (শ্রীভাঃ ৩।১৫।৪৩)

ইহার অর্থ,—(সনকাদি মুনিগণ অবনত হইয়া শ্রীভগবানকে প্রণাম করিবার কালে) কমল-নয়ন শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সংলগ্ন কিঞ্জল্কমিশ্র তুলসী-মকরন্দ-সুবাসিত সমীরণ, মুনিবৃন্দের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে প্রবৃষ্ট হইয়া, যদিও তাঁহারা আত্মানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের চিত্ত-তনু সংক্ষোভিত করিয়া উহা অতিশয় হর্ষ ও রোমাঞ্চাদির বিস্তার করিয়াছিল।

জ্ঞান ও যোগের সিদ্ধিকে ভক্তই উপেক্ষা করিতে পারেন।

অপরপক্ষে দেখা যায়, যাঁহারা ভক্তিলাভে পরমানন্দময়ের সেবারূপ পরমপূর্ণতা বা পরমস্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছেন—সেই পরমস্থিতি বা অচ্যুত-স্বরূপকে প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহাদিগের চিত্তভৃঙ্গ নিমেষার্দ্ধকালের জন্যও শ্রীভগবৎ-পদারবিন্দ হইতে অপর কিছুতেই বিচলিত হয় না ; ("ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্রঃ।" ভাঃ ১১।২।৫৩) অপর বিষয়ের কথা দূরে থাক্—মুক্তি ও সিদ্ধিসুখস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ ও আত্মানন্দ তৎসকাশে একান্তই নিষ্প্রভ হইয়া থাকে।[১] বাহুল্য বোধে এ বিষয়ের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। তৎপদাব্জের নিত্যভৃঙ্গ মহা-ভাগবতগণের পরিপূর্ণতার কথা আর কি-ই বা উল্লেখ করিব,—অসুরজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ভক্তি প্রভাবে বৃত্রাসুরের উক্তিমাত্রই উল্লেখ করা যাইতেছে ; যথা,—

১। শ্রীহরিভক্তিবিলাস। ১।২।২৫—৫৪ পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য ! বিদ্যারত্ন-সংস্করণ।

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥ (শ্রীভাঃ ৬।১১।২৫)

ইহার অর্থ,—হে সর্ব্বসৌভাগ্যনিধে! আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া ধ্রুবপদ, ব্রহ্মপদ, সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য, পাতালের অধীশ্বরতা অথবা অণিমাদি যোগসিদ্ধিসমূহ কিম্বা মোক্ষপদও বাঞ্ছা করি না।

অতএব একমাত্র ভক্তি ভিন্ন প্রকৃষ্ট স্থিরতা লাভ করা অপর কিছুতেই সম্ভব হয় না,—ইহাই বুঝা যাইতেছে।

তাই শ্রীভগবান্, কর্মী, তপস্বী, জ্ঞানী ও যোগী হইতেও ভক্তের সর্বশ্রেষ্ঠতা স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন। ("তপস্বিভ্যো—"ইত্যাদি। গীতা ৬।৪৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অধঃপ্রবাহিণীগতির অনুবর্ত্তনই জীবের অধর্ম।

জীবের অধঃপ্রবাহিণী-গতির নাম 'অধর্ম'। ইহাই সাধারণতঃ 'পাপ' নামে প্রসিদ্ধ। যে গতি—যে পরিবর্ত্তন জীবকে তাহার স্বভাব বা স্বধর্ম্ম হইতে নিম্নাভিমুখে পরিচালিত করে, সেই বিচ্যুতির অবস্থাই তাঁহার পক্ষে 'অধর্ম'। তাহাই তাঁহার পক্ষে ধর্মের বিপরীত গতি। অধোগতি দ্বারা পরিচালিত জীব, অপরিবর্ত্তনীয়ভাব বা পরমানন্দের— পরমপদের বিপরীত দিকে যতই অগ্রসর হয়েন, বিপদের পর বিপদ—অনন্ত বিপদ—অবিরাম গতায়াত, সেই অপ্রকৃষ্ট গতিপথে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য অপেক্ষমান হইয়া থাকে।

অধিকারীভেদে 'ধর্ম', 'স্বধর্ম' ও 'অধর্ম'— ইহাদের বিভিন্নতা।

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, 'ধর্ম' 'স্বধর্ম' ও 'অধর্ম' বলিয়া এমন কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা নাই, যাহা একই সময়ে সকলের পক্ষেই প্রযুক্ত হইতে পারে। সত্ত্বাদি গুণভেদে যে-ভাব যাঁহার 'স্বধর্ম'— যে-ধর্মে যিনি শ্রদ্ধান্বিত, তাঁহার পক্ষে তৎকালে সেই ধর্মের অনুষ্ঠানের পর, 'যোগ্যতর

হইলে ক্রমশঃ উর্দ্ধ-স্রোতস্বিনী গতির অনুসরণের নাম 'ধর্ম' ; আর 'স্বধর্ম্ম' হইতে অধঃপ্রবাহিণী গতির অনুবর্তনের নাম 'অধর্ম' এবং অধিকারানুরূপ যে-কোন ভাব বা যে-কোন ধর্ম অবলম্বনে— অধঃপতন হইতে 'ধৃত' হইয়া অবস্থিতি করণের নাম 'স্বধর্ম্ম'। ধর্ম ও অধর্ম লক্ষণ-নির্ণয়ে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

বিহিতক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্মঃ পুংসাং গুণো মতঃ।
প্রতিষিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ স গুণোঽধর্ম উচ্যতে॥ (ধর্মদীপিকা)

ইহার অর্থ,—অধিকারানুরূপ যাহা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম তাহারই অনুসরণ করাকে ধর্ম কহে ; আর যাহা শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম, তাহারই অনুসরণ করার নাম 'অধর্ম্ম'।

অপরিবর্ত্তনীয় ভাব বা স্বপদ-প্রাপ্তির হেতুভূতা শুদ্ধাভক্তিই সর্বজীবের চরম উদ্দেশ্য বা মুখ্য প্রয়োজন। ভক্তিই অস্থির জীবকে পরম স্থিরতা বা পূর্ণতা প্রদান করেন ; এইজন্য উহাও অপরিবর্ত্তনীয়া, নির্ব্বিকারা ও নিত্যা ; সুতরাং নিজ পূর্ণভাবে সর্বকালই বিরাজমান। তদ্ভিন্ন,—সেই ভক্তি বা ভাগবতী-শ্রদ্ধার, অনুদয়কাল পর্যান্ত, গুণভেদে অধিকারীর বিভিন্নতা, সুতরাং অস্থিরতা স্বাভাবিক ও সে জন্য অপরাপর ধর্ম্ম ও তৎসাধন সকলও অস্থির, অতএব বিভিন্ন প্রকার ; তাহা হইলে ধর্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, দোষ-গুণ সকলের পক্ষে একরূপ হইতে পারে না, ইহা স্থির। এই হেতু তামসিক অধিকারীর পক্ষে স্বধর্মানুষ্ঠানের পর যথাক্রমে রাজস অধিকার প্রাপ্তিই 'ধর্ম্ম' ; কিন্তু সাত্ত্বিক অধিকারীর পক্ষে রাজসিক ভাব প্রাপ্তিই 'অধর্ম'। সুতরাং একই রাজস অধিকার যেমন কাহারও পক্ষে গুণের ও কাহারও পক্ষে দোষের হইতেছে, সেইরূপ অন্যত্রও জানিতে হইবে। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥ (শ্রীভাঃ ১১।২১।২)

ইহার অর্থ,—শ্রীভগবান্ বলিলেন হে উদ্ধব, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহার সেই বিষয় নিষ্ঠাই 'গুণ' বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয় ; এবং তাহার বিপরীত হইলেই তাহাকে 'দোষ' বলা যায়। বস্তুতঃ দোষ-গুণের এই মাত্র নিশ্চয়।

গুণ-দোষ দর্শনের ত্রিবিধ দৃষ্টি-বৈশিষ্ট্য।

উক্ত দোষ-গুণের বিচার, অস্থির কর্ম-মার্গীয় ধৰ্ম্ম বিষয়েই কিম্বা জীবের প্রাকৃতভাবের সংযোগ কালেই বুঝিতে হইবে। জ্ঞান-ধর্মে – নিৰ্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভূতির অবস্থায় গুণ-দোষের বিশেষত্বও আর লক্ষিত হয় না ; তদবস্থায় গুণ-দোষের ভেদ-দর্শনই দোষ বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য হয়। শাস্ত্রোক্তি যথা,—

কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ।
গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জিতঃ। (শ্রীভাঃ ১১।১৯।৪৫)

ইহার অর্থ,—শ্রীভগবান্ কহিলেন হে উদ্ধব, গুণ-দোষের লক্ষণ বিষয়ে অধিক আর কি বর্ণনা করিব,—গুণ ও দোষ এই উভয়ের দর্শনই দোষ ; কিন্তু এই উভয়ের অদর্শনই গুণ বলিয়া জানিবে।

গুণ-দোষযুক্ত ভুক্তিধৰ্ম্ম ও গুণ-দোষমুক্ত মুক্তিধৰ্ম্মের সীমা অতিক্রমপূর্বক কোন অতিভাগ্যে ভক্তিরূপ পরমধৰ্ম্ম লভ্য হইলে,—সেই পরমধৰ্ম্মের পরমাবস্থায়—পরম ভাগবতগণের দৃষ্টিতে সৰ্ব্বত্র—সৰ্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত—কেবল অশেষ কল্যাণ-গুণময় শ্রীভগবদ্রূপ[১] পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেই

১। "সর্বে নিমেষা"—(মহা নারাঃ ১।৮) ইত্যাদিষু পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রাকৃতহেয়গুণান্ প্রাকৃত-হেয়দেহসম্বন্ধং তন্মূলকর্মবশ্যতাসম্বন্ধঞ্চ প্রতিষিধ্য কল্যাণগুণান্ কল্যাণরূপঞ্চ বদন্তি।"
(—ভগবৎ-সৰ্ব্বসম্বাদিনী)।

অর্থ,—'সৰ্ব্বে'-ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে পরব্রহ্মের প্রাকৃত হেয়গুণসমূহ (অর্থাৎ দোষ), হেয়দেহসম্বন্ধ এবং তন্মূল কর্ম্মবশ্যতা-সম্বন্ধ প্রতিষেধ করিয়া, তাঁহার কেবল কল্যাণগুণ ও কল্যাণরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

পরমানন্দময়ের সম্পর্কে তখন যাহা কিছু সকলই সুন্দর— সুখময় ভিন্ন; কোথাও কোন দোষের লেশাভাসমাত্রও লক্ষিত হয় না। এমন কি তৎকালে দোষবহুল প্রাকৃত বিশ্ব-প্রপঞ্চের সমস্তই, ভক্তের ভক্তিবিভাবিত ইন্দ্রিয় সমক্ষে পূর্ণ-সুখ-স্বরূপে অনুভূত হয়। "বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে—"। (শ্রীচৈঃ চন্দ্রামৃত ৯৫)

সেই অনন্ত গুণাকরের গুণ-সম্বন্ধের আভাসেও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল ভুবন তখন সুন্দর ও সুখময় ভগবদ্ভাবেই যেন ভরিয়া উঠে। সর্বশক্তির মধ্যে শক্তিমান্‌রূপে নিজ অভীষ্টদেবই পরিদৃষ্ট হইতে থাকেন। যথা,—

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ-ইষ্টদেব স্ফুর্ত্তি॥[১] (শ্রীচৈঃ ২।৮)

প্রাকৃতাপ্রাকৃত নিখিল বিশ্ব-বৈভবের মধ্যকেন্দ্রে বিরাজিত ও সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি অনন্ত গুণের উৎসরূপে উৎসারিত হইয়া, যিনি সেই উৎসধারার সৌন্দর্য্য ও সুখ-শীকরের মোহন স্পর্শদানেই নিখিল ভুবন সুন্দর ও সুখময় করিয়া তুলিতেছেন, সেই পরম সুখ-স্বরূপের অনুভূতি ও সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলে, তখন কেবল সেই ভক্তি-বিভাবিত শুদ্ধ দৃষ্টিতেই সমস্ত সুন্দর— মধুর ও আনন্দময়রূপেই প্রতিভাত হইতে থাকে। অন্ধকার যেখানে যাহাই থাকুক না কেন, প্রজ্জ্বলিত মশালবাহীর সম্মুখে যেমন কোন অন্ধকারের অস্তিত্বই অনুভূত হয় না, তদ্রূপ শুদ্ধা-ভক্তির আলোকে যে হৃদয় উদ্ভাসিত ও তৎফলে পরমানন্দ—রসময় শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে

১। সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৫)

অর্থ,—যিনি সর্বভূতে নিজাভীষ্ট ভগবদ্ভাব দর্শন করেন এবং নিজাভীষ্ট শ্রীভগবানে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন,—তিনিই হইতেছেন ভাগবতোত্তম।

যাঁহাদিগের,—সেই ভাগবতগণের ভক্তিবিভাবিত শুদ্ধ দৃষ্টিতে সকলই সুন্দর,—সকলই মধুর—সকলই অশেষ কল্যাণ গুণ[১] ভিন্ন কোথাও কোন দোষের লেশাভাসও আর পরিলক্ষিত হয় না,—ভক্তি এতাদৃশী সমুন্নত স্থলবর্ত্তিনী। তাই ভক্তিভরে কবি গাহিয়াছেন—

"সৌন্দর্য্যের উৎস মাঝে,
তুমি মধ্যকেন্দ্র তায়,—
আপন সৌন্দর্য্য-বারি
ছড়াতেছ বিশ্ব গায়।
তাই ফুল মুগ্ধ করে মন,
তাই চাঁদ সুধার আকর,
তাই গৃহ আনন্দ ভবন,—
তাই বিশ্ব এত' মনোহর।"[২]

তাহা হইলে বুঝিলাম,—জীবের প্রাকৃত অবস্থায়—গুণ-দোষের ভেদ দর্শন, মুক্তির অধিকারে—গুণ-দোষের অভেদ দর্শন, এবং ভক্তির উদয়ে—কেবল অপ্রাকৃত গুণ দর্শন, সমস্ত ধর্ম হইতে পরমধর্ম ভক্তির ইহাই বৈশিষ্ট্য।

শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের পালনই যথাক্রমে জীবের অশেষ কল্যাণের প্রবর্ত্তক ও অশেষ অকল্যাণের নিবর্ত্তক।

জীবের পরম কল্যাণ সংসাধনোদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের আদেশ ও উপদেশই পুণ্য বেদ ও বেদানুগত-শাস্ত্র-রূপে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। শ্রীভগবানের সংস্থাপিত 'আইন' যাহা, তাহাই শাস্ত্রের

১। "সমস্ত-কল্যাণগুণাত্মকো হি—" (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৮৩)
অর্থ,—শ্রীভগবানের স্বরূপ কেবল সমস্ত কল্যাণ গুণ-বিশিষ্ট।

২। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামি-মহোদয়কৃত 'পুষ্পাঞ্জলি' হইতে উদ্ধৃত।

সমুদয় বিধি-নিষেধ। অধিকারানুরূপ শাস্ত্রোক্ত বিধিই মানবের অশেষ কল্যাণের প্রবর্ত্তক এবং শাস্ত্রোক্ত নিষেধ সকল মানবের অশেষ অকল্যাণের নিবর্তক। এইহেতু শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ মান্য করিয়া চলাই জীবের পক্ষে মঙ্গলের বিষয় অর্থাৎ উর্দ্ধগতি প্রাপক হয়; কিন্তু শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘন-পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচার প্রণোদিত হইয়া জীবন যাপন করিলে, তাহার কুফলে জীবসকলকে অবশ্যই অধঃপতিত হইতে হইবে। তাই শ্রীভগবান্ জীব-সকলকে স্বেচ্ছাচারিতা হইতে সাবধান হইবার জন্য গীতায় স্বয়ংই শ্রীমুখে উপদেশ করিয়াছেন; যথা,—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্তুমিহার্হসি॥

(গীতা ১৬।২৩-২৪)

ইহার অর্থ,—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি, সুখ, বা পরমগতি কিছুই লাভ করিতে পারে না। অতএব কার্যাকার্য ব্যবস্থা বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। অতএব এই কর্মভূমিতে শাস্ত্রবিধান বিদিত হইয়া সমুদয় কর্ম করা উচিত।

যাঁহার সম্বন্ধের সংযোগ ও বিয়োগে অপর ধর্মসকল সিদ্ধ ও অসিদ্ধ হয়, সেই স্বয়ংসিদ্ধা ভক্তিই জীবের পরমধর্ম।

সেই শাস্ত্রোপদিষ্ট সমুদয় ধর্ম্ম-কর্ম্মাদির মধ্যে পরমধর্ম্ম কি?—এবং অপর সমুদয় ধর্ম-কর্মাদির মুখ্য অভিপ্রায় কি?—এ-কথা শাস্ত্রই স্পষ্টরূপে জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিতেছেন; যথা,—(শ্রীভাঃ ১।২।৬)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

ইহার অর্থ,—যে ধর্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধিরহিতা ও বিঘ্নশূন্যা ভক্তি (ভগবৎকথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা বা রতি) জন্মিয়া থাকে, সেই ধর্মই মানব-মাত্রের পরমধর্ম ; যাহা হইতে সম্যক্‌রূপে আত্ম-প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে।

অপর পক্ষে—যে ধর্ম-কর্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভক্তিরূপ পরম প্রয়োজন সুসিদ্ধ না হয়, সেই ধর্মাদির আচরণ নিষ্ফল বৃক্ষে জলসেচনের ন্যায় ব্যর্থ প্রয়াসমাত্রই হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি যথা,—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥

(শ্রীভাঃ ১।২।৮)

ইহার অর্থ,—সযত্নে অনুষ্ঠিত হইয়াও যে ধর্মের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-কথায় রতি না জন্মে, পুরুষের সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান কেবল নিষ্ফল পরিশ্রম মাত্র।

এতাবৎ আলোচনার সারমর্ম।

তাহা হইলে এতাবৎ আলোচনা দ্বারা আমরা ইহাই বুঝিতে পারিলাম যে,—এক সর্ব্বমূল—সর্ব্বকারণ, ("অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্।" ব্রহ্মসংহিতা।) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদি শব্দে সঙ্কেতিত হইয়াছেন এবং যজ্ঞ ও যজ্ঞীয় উপকরণাদি সমস্তই, সর্ব্বাত্মক স্বরূপ তিনি—তদীয় শক্তিবিশেষেরই পরিণতি বলিয়া, আবার কোন স্থলে বা যজ্ঞাদির আবরণে তাঁহারই উপাসনাদি পরিকল্পিত হইয়াছে। ("তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।" গীতা ৩।১৫) সেইরূপ দেবতাকাণ্ডেও ইন্দ্রাদি শব্দে কোথাও বা তিনি সাক্ষাৎ সঙ্কেতিত হইয়াছেন এবং ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা তদীয় বিভূতিরই বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া, কোথাও বা সেই দেবতারূপী ইন্দ্রাদির উপাসনার অন্তরালে

তাঁহারই আরাধনা কল্পিত হইয়াছে ; অতএব সমস্ত বেদের মুখ্য অভিপ্রায় সেই এক স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিষয়ক প্রেম-ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হইলেও সকামহত জীবসাধারণের পক্ষে কোন মঙ্গল উদ্দেশ্যেই সেই অভিপ্রায় যাহাতে অপরোক্ষভাবে অর্থাৎ সাক্ষাৎরূপে ব্যক্ত না হইয়া, সাঙ্কেতিক শব্দে কিম্বা অস্পষ্টতার আবরণে—পরোক্ষভাবেই প্রকাশ থাকে, তৎকালে শ্রীভগবানের এইরূপই অভিপ্রায় হওয়ায়, ("—পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্। "ভাঃ ১১।২১।৩৫) তাঁহারই প্রেরণায় বৈদিক ঋষিগণও পরোক্ষবাদী হইয়াছেন। এই জন্যই কর্মকাণ্ড প্রভৃতির মধ্যে স্থূল-দৃষ্টিতে পরতত্ত্ব বা শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গমাত্রের কোথাও উল্লেখ না দেখা যাইলেও,—বেদরূপ অস্পষ্ট নিঃশ্বাসধ্বনি দ্বারা যাহা ব্যক্ত হয় নাই,—বেদ সকলের সেই যথার্থ তাৎপর্য্য, গীতারূপ সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী দ্বারা সেই শ্রীভগবান্ স্বয়ংই তাহা বিশ্বে সুপ্রকাশ করিয়াছেন।

অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বেদে গুহ্য ও উপনিষৎ সকলে নিগূঢ় ভাবে যাহা নিহিত রহিয়াছে, ("যদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ম্—"। শ্বেতাশ্ব ৫।৬)—সেই শ্রীভগবদ্বস্তু ও শ্রীভাগবতধর্ম এবং তাহারই পরমাবস্থা যাহা,—সেই শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিষয়ক 'প্রেমধর্মই'—ইহাতেই সমস্ত বেদের মুখ্য প্রয়োজন পর্য্যবসান প্রাপ্ত হইলেও, পরোক্ষবাদে আবৃত ও অনেকস্থলে উহা হেয়ালী ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকায়, স্থূলদৃষ্টিতে কেবল উহার বাহ্য অর্থ দেখিয়া তদ্বিষয়ের যথার্থতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই।

ধেনুর দৃষ্টান্তে।

ধেনুসকলে যেমন দুগ্ধ নিহিত থাকিলেও এবং উহাতেই ধেনুগণের পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদিত হইলেও, দুগ্ধ বিষয়ে অনভিজ্ঞজনের নিকট বাহ্যদৃষ্টিতে যেমন উহা হইতে নিঃসারিত গোময় ও গোমূত্র ভিন্ন দুগ্ধসত্তার অনুভূতি হয় না ; গোময়াদিরও পবিত্রতা ও কথঞ্চিৎ সার্থকতা থাকিলেও দুগ্ধেই যেমন

ধেনুগণের মুখ্য প্রয়োজন বা পরম সার্থকতা সাধিত হয়, সেইরূপ বেদোক্ত কর্ম ও দেবতাকাণ্ডের কেবল বাহ্যার্থ দেখিয়া উহাতে স্বর্গাদি সুখভোগের নিমিত্ত বিবিধ যাগ-যজ্ঞাদির ব্যবস্থা ও ইন্দ্রাদি বিভিন্ন দেবতার উপাসনা এবং তদুদ্দেশ্যে নিবেদিত 'সোম' নামক লতা বিশেষের মাদকতাশক্তি-সম্পন্ন রসপান প্রভৃতির কথা ভিন্ন, সমস্ত বেদের মুখ্য অভিপ্রায় যে,—শ্রীভগবান্ ও ভাগবতধর্মে এবং আরও সুস্পষ্ট ভাষায়—স্বয়ংভগবান্ ও তদ্বিষয়ক প্রেমধর্ম্মেই পর্য্যবসিত, স্থূলদৃষ্টিতে ইহার কিছুই অনুভূত হয় না।

গোপরাজ-নন্দন—শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোত্তম ও সুনিপুণ দোহনকর্ত্তা। উপনিষৎরূপ গাভী-নিঃসারিত সেই দুগ্ধধারাই শ্রীগীতামৃত।

আবার গাভীসকলের পরম সার্থকতা যাহাতে, সেই অন্তর্নিহিত দুগ্ধধারা যেমন কোনও সুনিপুণ দোগ্ধাই সম্যক্‌রূপে দোহন পূর্ব্বক উহা লোকের গ্রহণোপযোগী করিয়া দিতে সমর্থ হয়েন, সেইরূপ বেদসকল যাঁহার নিঃশ্বাসরূপে কথিত হইয়াছে,—সেই সাক্ষাৎ স্বয়ংভগবান্ গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই বেদোপনিষৎরূপ ধেনুসকলকে দোহন পূর্ব্বক, গীতামৃতরূপ সুব্যক্ত ও সুমিষ্ট দুগ্ধধারায় জগৎ প্লাবিত করিয়া, দুর্জ্ঞেয় বেদার্থকে সুস্পষ্ট ও সাধারণের গ্রহণোপযোগী করিয়া দিয়াছেন,—এ-কথা সেই মহতী গীতার উপক্রমভাগ হইতেই বিদিত হওয়া যায় ; যথা,—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

ইহার অর্থ,—উপনিষৎ সকল গাভী স্থানীয়, উহার দোহন কর্ত্তা হইতেছেন—গোপাল-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ; পার্থ—বৎস স্থানীয়, সুধিগণ উহার ভোক্তা এবং মহৎ গীতামৃতই সেই দুগ্ধ ; সুতরাং দুর্জ্ঞেয় বেদের সুস্পষ্ট সারার্থ যে, গীতারূপেই প্রকাশিত, এ-কথা সেই গীতা হইতেই জানা যাইতেছে।

শ্রীগীতাই অব্যক্ত ও নিগূঢ় নিগম-তাৎপর্য্যের সুব্যক্ত সারার্থ। সমস্ত গীতার ভক্তি-পরতা।

শ্রীগীতাই যে, অব্যক্ত নিখিল নিগম-তাৎপর্য্যের সুব্যক্ত সারার্থ স্বরূপ,—সূক্ষ্মদৃষ্টি-সম্পন্ন বেদবিদ্ মহা-মনীষিগণের নির্দ্দেশ হইতে সে-কথা আমরা অতি সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারি। গীতাভাষ্যকারগণের মধ্যে অনেকেই উক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তদ্বিষয়ে কেবল দিগ্‌দর্শনার্থে পরমপূজ্যপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদকৃত গীতাভাষ্যের সূচনা হইতে কিয়দংশ এ-স্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

"—শ্রীমদর্জ্জুনং লক্ষ্যীকৃত্য কাণ্ডত্রিতয়াত্মক-সর্ববেদতাৎপর্য্যপর্য্যবসিতার্থ-রত্নালঙ্কৃতং শ্রীগীতাশাস্ত্রমষ্টাদশাধ্যায়মন্তর্ভূতাষ্টাদশবিদ্যং সাক্ষাদ্বিদ্যমানী-কৃতমিব পরমপুরুষার্থমাবির্ভাবয়াম্বভূব। তত্রাধ্যায়ানাং প্রথমেন ষট্‌কেন নিষ্কামকর্মযোগঃ, দ্বিতীয়েন ভক্তিযোগঃ, তৃতীয়েন জ্ঞানযোগো দর্শিতঃ। তত্রাপি ভক্তিযোগস্যাতিরহস্যত্বাদুভয় সঞ্জীবকত্বেনাভ্যর্হিতত্বাৎ সর্বদুর্লভত্বাচ্চ মধ্যবর্ত্তীকৃতঃ। কর্ম্মজ্ঞানয়োর্ভক্তি-রাহিত্যেন বৈয়র্থ্যাৎ তে দ্বে ভক্তিমিশ্রে এব সম্মতীকৃতে। ভক্তিস্তু দ্বিবিধা,—কেবলা, প্রধানীভূতা চ। তত্রাদ্যা স্বত এব পরমপ্রবলা, তে দ্বে বিনৈব বিশুদ্ধ-প্রভাবতী অকিঞ্চনা, অনন্যাদি শব্দবাচ্যা। দ্বিতীয়া তু কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রেতি।"

উক্ত ভাষ্যতাৎপর্য্য,—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, প্রিয়সখা শ্রীমদর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কাণ্ডত্রিতয়াত্মক সর্ববেদতাৎপর্য্য-পর্য্যবসিতার্থরূপ মহা রত্নালঙ্কৃত—অষ্টাদশাধ্যায়ের অন্তর্গত—অষ্টাদশবিদ্যা-পরিপূরিত সাক্ষাৎ বিদ্যমানীকৃত পরমপুরুষার্থ-স্বরূপ শ্রীগীতাশাস্ত্র আবির্ভূত করাইয়াছেন। বেদ সকল যেমন কর্মকাণ্ড, দেবতা বা উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডভেদে ত্রিকাণ্ডাত্মক,—সেই কাণ্ডত্রয়েরই সারার্থ অষ্টাদশাধ্যায়ান্বিতা শ্রীগীতাও তদ্রূপ তিনটি ষট্‌কে বিভক্ত। ছয়টি অধ্যায়ে এক একটি ষট্‌ক। তন্মধ্যে

প্রথম ষট্‌কে প্রধানতঃ কর্মকাণ্ডের যথার্থ তাৎপর্য্য নিষ্কাম-কর্মযোগরূপে, দ্বিতীয় ষট্‌কে প্রধানতঃ উপাসনা কাণ্ডের সহিত সমস্ত বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য ভক্তিযোগরূপে এবং তৃতীয় ষট্‌কে প্রধানতঃ জ্ঞানকাণ্ডের যথার্থ তাৎপর্য্য জ্ঞানযোগরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। (অষ্টাঙ্গ যোগ, জ্ঞানযোগেরই অন্তর্ভুক্ত।) 'যোগ' অর্থে পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার সংযোগের উপায় বা কৌশল নির্দ্দেশ। যোগত্রয়ের মধ্যে ভক্তিযোগের অতিশয় গুহ্যত্ব এবং কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগের জীবনদাতৃত্ব নিবন্ধন ভক্তিযোগ সর্বাতিশয় শ্রেষ্ঠ ও সুদুর্লভ বলিয়া, সম্পুটস্থিত মহারত্নের ন্যায় গীতার মধ্যবর্ত্তী ছয়টি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। কর্ম ও জ্ঞান, ভক্তি বা ভগবৎসম্বন্ধ বর্জ্জিত হইলে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় ; এইহেতু উহাদের সাধন, ভক্তির সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবার বিধান উপদিষ্ট হইয়াছে। ভক্তির মিশ্রণে উহারা গৌণভক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া যথোপযুক্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকেন। ভক্তিসম্বন্ধ ভিন্ন জীবের কোনপ্রকার শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই।

'কেবলা' ও 'প্রধানীভূতা' ভক্তিই ভক্তিযোগের অন্তর্ভুক্ত।

সেই ভক্তিও দ্বিবিধা,—কেবলা ও প্রধানীভূতা। তন্মধ্যে প্রথমটি স্বতঃই পরম প্রবলা অর্থাৎ স্বতন্ত্রা। কর্ম ও জ্ঞানের সহায়তা ভিন্ন স্বয়ংই বিশুদ্ধ প্রভাবতী। এই বিশুদ্ধা ভক্তিকেই অকিঞ্চনা, অনন্যা প্রভৃতি নামে নির্দ্দেশ করা হয়। ইহাই নির্গুণা বা মুখ্যাভক্তি। শ্রীভগবচ্চরণে নিষ্কাম প্রেমসেবাই যাঁহার মুখ্য ফল। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ প্রধানীভূতা ভক্তি যাহা, তাহাই কর্ম-মিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রাদি নামে কথিত হইয়া থাকে।

অন্তর্নিহিত প্রাণধারার ন্যায় ভক্তিই সমস্ত সিদ্ধির জীবন-দায়িনী।

অতএব ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে একমাত্র শুদ্ধাভক্তিই সমস্ত বেদের

মুখ্য-তাৎপর্য্য। অন্তর্নিহিত প্রাণধারার ন্যায়, উপাসনাকাণ্ডের সহিত সমস্ত বেদের অভ্যন্তরে সংগোপনে অবস্থান পূর্বক, সকল গৌণ পুরুষার্থকে সঞ্জীবিত করিয়া পরম-স্বতন্ত্ররূপ আত্মমহিমায় আপনিই উদ্ভাসিতা হইতেছেন। জীবনদায়িনী-শক্তির ন্যায়, এই ভক্তিই সর্ব্বমধ্যস্থরূপে অবস্থান পূর্ব্বক, নিজ সম্বন্ধ ও সংযোগদ্বারা একদিকে কর্ম্মযোগকে ও অপর দিকে জ্ঞানযোগকে নিয়ন্ত্রিত ও নিজ গৌণফলরূপ সিদ্ধিদান করিতেছেন ; অথচ বাহ্যদৃষ্টির পথে যিনি আত্মপ্রকাশ করেন না,—জীবের সেই সর্ববেদ-গুহ্য মুখ্য পুরুষার্থ বা পরম প্রয়োজনরূপা শুদ্ধা ভক্তি গীতায় ভক্তিযোগ প্রধান মধ্য ষট্‌কে মণিহারের মধ্যমণির মতই দীপ্তিমতী হইয়া সমস্ত বেদার্থকে আলোকিত করিতেছেন।[১] এই স্বতন্ত্রা কেবলা বা শুদ্ধাভক্তিই বেদ নির্দ্দেশ্য মুখ্য প্রয়োজন। ইহাতেই সমস্ত বেদবিধি পর্য্যবসিত।

কর্ম-জ্ঞানাদির ভক্তি-মুখাপেক্ষিতা।

শুদ্ধাভক্তি বিষয়া শ্রদ্ধালাভের সৌভাগ্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্তই অগত্যা কর্ম্মজ্ঞানাদির ব্যবস্থা এবং তাহাতেও আবার ভক্তির সহায়তা ও সংমিশ্রণ প্রয়োজন।[২] শ্রীচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে,—

"কৃষ্ণভক্তি হয় — অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তি মুখ নিরীক্ষক—কর্ম-যোগ-জ্ঞান ॥

১। গীতার ভক্তিব্যাখ্যার বিস্তারিত আলোচনা,—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদকৃত 'সারার্থ-বর্ষিণী' নামক গীতার টীকা দ্রষ্টব্য। 'জ্ঞান' শব্দে গীতার বহু স্থলেই ভক্তির নির্দ্দেশ। (৯।১ টীকা দ্রষ্টব্য)

২। তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলা।
ক্ষেমং ন বিদন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ (ভাঃ ২।৪।১৭)

অর্থ,—(মঙ্গলাচরণ স্তবে শ্রীশুকদেবের উক্তি)—তপস্বিগণ, দানশীলগণ, যশস্বিগণ, মনস্বিগণ, মন্ত্রবিদ্‌গণ এবং সদাচারিগণ যে ভগবানে তাঁহাদের তপস্যাদি কর্ম্ম অর্পণ না করিলে মঙ্গল লাভে সমর্থ হয়েন না,—সেই সুমঙ্গল কীর্ত্তি শ্রীভগবান্‌কে বারম্বার নমস্কার।

এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল ॥
কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি-বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা-জ্ঞানে ॥"[১] (শ্রীচৈঃ ২।২২)

অন্যের কথা নহে,—জ্ঞানের ফল মোক্ষলাভ যে, ভক্তির সহায়তা লাভেই সিদ্ধ হয়,—এ-কথা জ্ঞানিগুরু আচার্য্য শ্রীশঙ্করও স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন ;—

"মোক্ষকারণ-সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।" (বিবেক চূড়ামণি)

অর্থাৎ,—মোক্ষলাভের কারণ সমূহের মধ্যে ভক্তিই হইতেছেন গরীয়সী অর্থাৎ অতিশয় গৌরবান্বিতা বা সর্বশ্রেষ্ঠা।

তাহা হইলে ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে যে, পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসধ্বনি স্বরূপ বেদে,—পরোক্ষবাদের অস্পষ্টতার মধ্যে যে মুখ্য অভিপ্রায় নিগূঢ়-ভাবে নিহিত রহিয়াছে,—সমস্ত বেদের সেই গুহ্য তাৎপর্য্যের সুব্যক্ত সারার্থ হইতেছেন—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ; যাহা স্বয়ং সেই শ্রীভগবানেরই সাক্ষাৎ শ্রীমুখের বাণী ; ("যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্।"—গীতা ১৮।৭৫) সুতরাং বেদের যথার্থ অভিপ্রায় শ্রীভগবদ্গীতা হইতে যেরূপ সুস্পষ্টরূপে বিদিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তেমন সাক্ষাৎ বেদ হইতে নহে।

সমস্ত গীতার নিষ্পীড়িত সার মর্ম-কথা।

সেই সমগ্র গীতার নিষ্পীড়িত সারমর্ম্ম হইতেছে এই যে,—

(১) কর্ম, জ্ঞান, যোগ, যজ্ঞ, দান, তপ, ত্যাগ, ব্রত, উপাসনা প্রভৃতি যাহা কিছু ধর্ম-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হউক, তৎসমুদয়ের মুখ্য অভিপ্রায় শ্রীকৃষ্ণেই

১। 'কৃষ্ণভক্তৈরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।' (গীতা ৭।৩০ টীকা শ্রীধরঃ)
অর্থ,—শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তের বিনা চেষ্টায় ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে।

পর্য্যবসিত বলিয়া, উহা যদি শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিসম্বন্ধযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবেই সেই সেই সাধন দ্বারা যথোপযুক্ত ফললাভ হইতে পারে।

(২) তৎসমুদয় যদি ভক্তি-সম্বন্ধ বিযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই শূন্যগর্ভ সাধন সকল ব্যর্থতাকেই বরণ করিয়া থাকে।

(৩) আর যদি সেই সমস্ত ধর্ম-কর্মাদি পরিত্যাগ পূর্বক ঐকান্তিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাগত হইয়া, কেবল ভক্তিযোগের অনুশীলন করা হয়, তাহা হইলে অপর কোন কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া, তদ্দ্বারাই সর্বানর্থ নিবৃত্তির সহিত জীবের পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সিদ্ধি হইয়া থাকে।

বাহ্যদৃষ্টিতে যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডের সহিত ভক্তির সংযোগ ও সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় না।

এখন অপর এক বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে,—রজস্তমোগুণ-বহুল মনুষ্যগণের শ্রদ্ধা বা অধিকারানুরূপ সকাম যাগ যজ্ঞাদি কর্মের মধ্যে বাহ্যতঃ ভগবৎসম্বন্ধীয় কোন কথার উল্লেখ না থাকায়, পরোক্ষবাদাবৃত বেদের বাহ্যার্থ হইতে সে সকল স্থলে ভক্তি বা ভগবৎবিষয়ের লেশমাত্র উপলব্ধি করিবার পক্ষে যখন কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না, তখন সেই সকল যজ্ঞাদি কর্মের সহিত ভগবৎসম্বন্ধের সংযোগ কি প্রকারে সংঘটিত হইয়া, উহাদের মিশ্রাভক্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে ?

বেদোক্ত যজ্ঞ-কর্মাদির প্রধান ঋত্বিক-'ব্রহ্মা' কর্তৃক সুকৌশলে যজ্ঞাদির সহিত ভগবৎ-সম্বন্ধের সংযোগ ব্যবস্থা।

এইরূপ সংশয়ের সমাধান জন্য এ-স্থলে ইহাই বক্তব্য হইতেছে যে, —বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে অধ্বর্যু, হোতা, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা,— প্রধানতঃ এই চারিজন ঋত্বিকের আবশ্যক হয়। তন্মধ্যে 'ব্রহ্মা' নামক ঋত্বিক যিনি, তাঁহাকেই সর্বপ্রধান ও ব্রহ্মবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে। (ছান্দো০। ৪।১৭।৯-১০ দ্রষ্টব্য) বেদের স্থূল ও

নিগূঢ় অর্থ উভয় বিষয়েই তাঁহার সম্যক অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। অপর ঋত্বিকগণকে যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, ব্রহ্মাকেই তাঁহাদের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ ও কোনও দোষ ঘটিলে উহার শুদ্ধি সম্পাদনাদি করিতে হয় এবং বিশেষভাবে যজ্ঞের তাৎপর্য্যাদি এবং তৎসহ পরম-দেবতা—পরমেশ্বর-সম্বন্ধাদি বিষয়ে তিনি যজমানের অধিকার বুঝিয়া এমন সুকৌশলে উপদেশ করেন, যাহাতে সেই সকাম যজ্ঞকর্ত্তার যজ্ঞবিষয়ক নিষ্ঠা বিচলিত হয় না, অথচ পরোক্ষভাবে পরমেশ্বরেরই উদ্দেশ্যে যজ্ঞফল অর্পণাদি দ্বারা তৎসহ যথোপযুক্ত ভগবৎসম্বন্ধের বা ভক্তির সংযোগ সাধিত হইয়া এইরূপে বেদবিহিত সেই সকল কর্মাদিরও পরোক্ষভাবে গৌণী ভক্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বেদ-বিহিত সমস্ত অনুষ্ঠানই ব্রহ্ম-বাচক প্রণব উচ্চারণে অনুষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা ; নির্ব্বিশেষ প্রণব ও সবিশেষ ভগবন্নামের অভিন্নতা।

বিশেষতঃ শ্রুতি হইতে ইহাও স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, পরমেশ্বর বা পরব্রহ্ম বাচক 'প্রণব' অর্থাৎ ওঁকার উচ্চারণ করিয়াই ত্রয়ীবিদ্যা অর্থাৎ বেদত্রয় বিহিত সমস্ত অনুষ্ঠানাদিই প্রবর্ত্তিত হয় ; ("তেনেয়ং ত্রয়ীবিদ্যা বর্ত্ততে, ওমিত্যাশ্রাবয়তি—" ইত্যাদি। ছান্দো। ১।১।১০)। যজ্ঞাদি কার্য্যে 'ওঁকার—এই অক্ষর উচ্চারণ পূর্ব্বক আশ্রাবণ করান হয়, 'ওঁ' উচ্চারণ করিয়াই স্তবন করিতে হয়, 'ওঁ' উচ্চারণেই উদ্‌গান করিতে হয় ; এমন কি 'অনুজ্ঞাক্ষর' (ছান্দো০। ১।১।৯) অর্থাৎ নিখিল কর্ম্মের অনুমতি জ্ঞাপক অক্ষর রূপেও 'ওঁকার' উচ্চারণ সর্বত্রই বিহিত হইয়াছে।

তাহা হইলে প্রণবোচ্চারণ ভিন্ন যখন বেদবিহিত কোন কর্মই অনুষ্ঠিত হয় না, এবং ব্রহ্ম ও তদ্বাচক প্রণব যখন অভেদতত্ত্ব ; "ওঁমিতি ব্রহ্ম"। (তৈত্তি০। ১।৮) অর্থাৎ 'ওঁ' ইহা ব্রহ্ম,—সুতরাং পরতত্ত্ব বা পরমেশ্বর

বিষয়ক বাচ্য ও বাচক বা নামী ও নাম যখন অভিন্নতত্ত্ব বলিয়াই সর্বশাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছেন,[১] তখন প্রণব কিম্বা প্রণবোপলক্ষিত পরমেশ্বরের নামের সংযোগেই নামীর সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া, এইরূপে বেদবিহিত নিখিল কর্মাদি ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াই যে, যথোপযুক্ত শুদ্ধ ও সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে, এ-কথা এখন অনেকটা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

অস্পষ্ট বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মের বৈগুণ্যাদি দোষ নিবারণার্থ প্রণবোচ্চারণের সুস্পষ্ট অর্থ—শ্রীভাগবতে প্রকাশ। উহা হইতেছে—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ শ্রীনামসংকীর্ত্তনেরই ব্যবস্থা।

আরও দেখা যায়, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে হোতা কর্তৃক অশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণাদি দ্বারা তৎকর্মের অসম্পূর্ণতা বা বৈগুণ্যাদি দোষ ঘটিলে, উহার পরিশুদ্ধির নিমিত্ত সে-স্থলেও প্রণবোচ্চারণেরই বিধান রহিয়াছে;—"অথ খলু য উদ্‌গীথঃ স প্রণবো য প্রণবঃ স উদ্‌গীথ ইতি হোতৃষদনাদ্ধৈবাপি দুরুদ্‌গীতমনু-সমাহরতীত্যনুসমাহরতীতি।"—(ছন্দো০ ।১।৫।৫)।

অর্থাৎ,—যাহা উদ্‌গীথ প্রণবও তাহাই; আর যাহা প্রণব তাহাই উদ্‌গীথ। এইরূপ প্রণব ও উদ্‌গীথের অভিন্নতা চিন্তা করিবে। হোতা কর্তৃক মন্ত্রোচ্চারণাদি কর্মে যদি 'দুরুদ্‌গীত' অর্থাৎ অশুদ্ধ উচ্চারণাদি জন্য দোষ ঘটে, তাহা হইলে উদ্‌গীথ অর্থাৎ ওঁকার উচ্চারণ দ্বারা সেই দোষ সকল সমাহৃত হয়, অর্থাৎ উহাদের বিশুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই সমাধান বা ব্যবস্থাকে দৃঢ় নিশ্চয়করণার্থ 'অনুসমাহরতি' এই পদটির দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে।

এ-স্থলে উদ্‌গীথ অর্থে প্রণব বা ওঁকার কিম্বা প্রণবোপলক্ষিত শ্রীভগবৎ নামকেও বুঝিতে হইবে। প্রণব যেমন ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ বাচ্য ব্রহ্ম হইতে

১। গ্রন্থকারকৃত "শ্রীনামচিন্তামণি" গ্রন্থের প্রথম কিরণ ; চতুর্থ উল্লাস দ্রষ্টব্য।

অভিন্ন, ("এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম—"। কাঠকে ২।১৬)—ভগবন্নামও তদ্রূপ ভগবদাত্মক অর্থাৎ ভগবান্ হইতে অভিন্ন-তত্ত্ব; (অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।" —পাদ্মে।) 'ব্রহ্ম' যেমন সবিশেষ ও পরিপূর্ণ শ্রীভগবৎ-তত্ত্বেরই নির্ব্বিশেষ প্রকাশ, তদ্বাচক প্রণবও সেইরূপ সবিশেষ ও পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণাদি ভগবন্নাম সকলের নির্ব্বিশেষ প্রকাশ। প্রকাশভেদে ভিন্ন হইয়াও, 'প্রণব' ও 'শ্রীনাম' যে অভিন্নতত্ত্বই,— অস্পষ্ট হইলেও উক্ত শ্রুতির এই অভিপ্রায় শ্রীভাগবতে সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত রহিয়াছে দেখা যায়;—

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্কীর্ত্তনং তব॥

(শ্রীভাঃ ৮।২৩।১৬)

ইহার অর্থ,—মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদি দ্বারা, তন্ত্রে ক্রমবিপর্য্যয়াদি দ্বারা এবং দেশ, কাল, পাত্র ও বস্তুতে অশৌচাদি ও অবৈধ দক্ষিণা প্রভৃতি দ্বারা যে ছিদ্র বা দোষ ঘটিয়া থাকে, (হে হরে) তোমার নাম কীর্ত্তনে সে সমুদয় নিশ্ছিদ্রতা প্রাপ্ত হয়। (শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামি-চরণকৃত টীকার তাৎপর্য্য। হরিভক্তি বি০। ১১)

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে সমস্ত বেদোক্ত কর্মকাণ্ডেরও মুখ্য অভিপ্রায় বা অন্তর্দৃষ্টি শ্রীভগবানে বা ভাগবতধর্মেই সূক্ষ্ম বা নিগূঢ়ভাবে প্রসারিত। এইহেতু উহা স্থূলদৃষ্টির গ্রাহ্য বিষয় না হইলেও, অন্ততঃ বৈদিক প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সহিত 'প্রণব' বা তদুপলক্ষিত ভক্তির প্রধান অঙ্গ, অর্থাৎ 'অঙ্গী' স্বরূপ শ্রীনামের সংযোগস্থাপনের রহস্য হইতেও উক্ত নিগূঢ় অভিপ্রায় অনেকাংশে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।[১]

১। প্রায় সমস্ত স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকর্মাদি অনুষ্ঠানের পরিশেষে উহার ছিদ্র বা অঙ্গহানি নিবারণার্থ নিম্নোক্তরূপে শ্রীনামকীর্ত্তনের রীতি দৃষ্ট হইয়া থাকে;—

"যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্বং হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥"

বেদোক্ত 'যজ্ঞ' ও যজ্ঞানুষ্ঠানাদির নিগূঢ় অর্থ ই হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তিই, বেদাদি নিখিল শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম-কর্মের মুখ্য অভিপ্রায় হইলেও, ইহা পরোক্ষবাদাদি দ্বারা আচ্ছাদিত, এ-কথা পূর্ব্বে নানাপ্রকারে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তাই স্থূলদৃষ্টিতে কর্মকাণ্ডকে যজ্ঞময় ভিন্ন অপর কিছুই দেখা যায় না। বেদোক্ত সেই সমুদয় কর্ম্ম বা ধর্ম্মের বেদ-গোপ্য নিগূঢ় মর্মকথা, একমাত্র সেই বেদময় পুরুষ—শ্রীভগবানই সুবিদিত এবং তৎকৃপায় তদীয় ভক্তগণের সূক্ষ্মদৃষ্টির সমক্ষে উহা প্রতিভাত হইয়া থাকে। ("বেদেষু দুর্লভমদুর্লভ-মাত্মভক্তৌ"—ব্রহ্মসংহিতা।) তদ্ভিন্ন স্থূল-বাহ্য-দৃষ্টিতে উহা গ্রাহ্য হইবার কোনও উপায় নাই। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বেদোক্ত 'যজ্ঞ' শব্দের গীতার একটি মাত্র শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ (৩।৯)

ইহার অর্থ,—যজ্ঞার্থে কর্ম ব্যতীত, অন্য কর্মদ্বারা লোকের কর্ম্মবন্ধন ঘটে। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি নিষ্কাম হইয়া যজ্ঞার্থ কর্মানুষ্ঠান কর।

উক্ত শ্লোকের 'যজ্ঞ' শব্দের যথাশ্রুত অর্থ হইতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, বেদোক্ত যজ্ঞের নিমিত্ত যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত কর্ম-দ্বারা জীবের কর্মবন্ধন ঘটিয়া থাকে; অতএব নিষ্কামভাবে সকলের যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত ও দুর্ব্বোধ্য বেদের এই সাঙ্কেতিক 'যজ্ঞ' শব্দের নিগূঢ় অর্থ ও অভিপ্রায় শ্রীভগবৎ-কৃপায় পরম ভাগবতগণের—সূক্ষ্মদৃষ্টির সমক্ষেই উদ্ঘাটিত হইয়াছে দেখা যায়। তাঁহারা 'যজ্ঞ' শব্দের

নিগূঢ় অর্থ 'শ্রীবিষ্ণু'[১] অর্থাৎ শ্রীভগবান বা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই উপলব্ধি করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের নিম্নোক্ত টীকা হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

"সাংখ্যাস্তু সর্বমপি কর্ম বন্ধকত্বান্ন কার্য্যমিত্যাহুস্তন্নিরাকুর্ব্বন্নাহ—যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞঃ বিষ্ণুঃ—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"—ইতি শ্রুতেঃ। তদারাধনার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র তদেকং বিনা লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ কর্মভির্বধ্যতে, ন ত্বীশ্বরারাধনার্থেন কর্ম্মণা। অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম্ম সমাচর॥

—(শ্রীস্বামিপাদ।)

অর্থাৎ,—সাংখ্যবাদিরা বলেন,—সকল কর্মই জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু; সুতরাং কর্ম্ম করা অনুচিত। এই মত নিরসন-পূর্বক বলিতেছেন,—'যজ্ঞার্থাৎ' ইত্যাদি। যজ্ঞ=বিষ্ণু। শ্রুতি বলেন--"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"; অর্থাৎ 'যজ্ঞ' শব্দে বিষ্ণুই নির্দ্দেশ্য হয়েন। অতএব বিষ্ণুর অর্থাৎ শ্রীভগবানের আরাধনার নিমিত্তই সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। নতুবা একমাত্র তদারাধনা ব্যতীত অন্য কর্ম দ্বারা এই মনুষ্যলোক কর্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু পরমেশ্বরারাধনার্থ বা তদর্পিত কর্ম হইতে বন্ধন

১। সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার শ্রীকৃষ্ণই পরমাবস্থা। সেই সর্বান্তর্যামী ও সর্বব্যাপক পুরুষই 'বিষ্ণু' নামে শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হয়েন। সুতরাং বিষ্ণু যে শ্রীকৃষ্ণই, তদ্বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ যথা,—দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্মা। যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫৭)

অর্থ,—দীপশিখা অন্য দীপবর্ত্তিকা প্রাপ্ত হইয়া, যেমন তৎতুল্য অন্য দীপরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ যিনি বিষ্ণুরূপে বিভাবিত হইতেছেন—সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

হয় না।[১] অতএব বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ নিষ্কাম হইয়া, সম্যক্‌রূপে কর্মাচরণ করিবে। (শ্রীচক্রবর্তিপাদ ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপাদ প্রভৃতি পরম ভাগবতগণ কর্তৃক উক্ত শ্লোকের একই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের কৃত টীকা দ্রষ্টব্য।)

এখন বেদের বিশদার্থ শ্রীভাগবতে শ্রীভগবানের নিজোক্তি হইতেই আমরা উক্ত 'যজ্ঞ' শব্দের সুস্পষ্ট অর্থ জানিতে পারিব। যাহা হইতে আর কোন শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ নাই। শ্রীভগবান্ স্বয়ংই যজ্ঞের অর্থ উদ্ধবকে বলিয়াছেন ; যথা,—

"—যজ্ঞোঽহং ভগবত্তমঃ।" (শ্রীভাঃ ১১।১৯।৩৯)

অর্থাৎ স্বয়ংভগবদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণাখ্য এই আমিই হইতেছি 'যজ্ঞ'।

ইহার অর্থ টীকায় শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"যদ্বা, ভগবত্তমঃ স্বয়ংভগবদ্রূপঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যোঽহমেব যজ্ঞঃ। মজ্‌জ্ঞানেনৈব সর্বযজ্ঞফল-প্রাপ্তেঃ ;—

'সর্ব্বে বেদাঃ সর্ব্ববিদ্যাঃ সশাস্ত্রাঃ সর্বে যজ্ঞাঃ সর্ব্ব ইজ্যশ্চ কৃষ্ণঃ।
বিদুঃ কৃষ্ণং ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বতো যে তেষাং রাজন্ সর্বযজ্ঞা সমাপ্তাঃ॥

ইতি—মহাভারতোক্তেঃ।"—(ক্রমসন্দর্ভঃ ১১।১৯।৩৯)

১। আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্।
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥ (ভা ১।৫।৩৩-৩৪)

অর্থ,—হে সুব্রত! যে গুরুপাক ঘৃতাদি দ্রব্যের সেবনে লোকের রোগোৎপত্তি হয়, সেই রোগকর দ্রব্যই ভেষজ দ্রব্যান্তর দ্বারা ভাবিত হইয়া সংস্কৃত হইলে, আবার উহাই সেই রোগমুক্ত করে না কি? অর্থাৎ অবশ্যই করিয়া থাকে ; সেইরূপ মনুষ্যের কর্মসকল বন্ধনের হেতু হইলেও, সেই কর্মসকল পরমেশ্বরে অর্পিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইলে, উহাই আবার কর্ম্ম-বন্ধন মুক্তির নিমিত্ত হইয়া থাকে।

ইহার অর্থ,—ভগবত্তমঃ অর্থাৎ স্বয়ংভগবদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণাখ্য এই আমিই 'যজ্ঞ'। আমাকে বিদিত হইলেই সর্ব্বযজ্ঞফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে,—'হে রাজন, সর্ব বেদ, সর্ববিদ্যা, সশাস্ত্র সর্ব যজ্ঞ এবং সর্বারাধনা যে শ্রীকৃষ্ণই, যে ব্রাহ্মণেরা তত্ত্বতঃ এবংবিধরূপে শ্রীকৃষ্ণকে বিদিত হয়েন,—তাঁহাদিগের সর্ব্বযজ্ঞই সুসমাপ্ত হইয়াছে জানিতে হইবে।

তাহা হইলে উক্ত যজ্ঞের প্রকৃষ্ট তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে,—

(১) 'যজ্ঞার্থাৎ'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত তদনুশীলনরূপ কর্ম অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তি দ্বারা সকল কর্মবন্ধন বিমুক্ত হইয়া, জীব পরমপদরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং 'যজ্ঞ'-প্রধান সমস্ত কর্মকাণ্ডের আচ্ছাদিত ও নিগূঢ় অর্থই হইতেছে,—কেবল শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্‌বিষয়া ভক্তি।

(২) উহার অনুপলব্ধি স্থলে, যদি অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ অর্থই গ্রহণ করিয়া, সেই যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির সংযোগ বা সম্বন্ধযুক্ত হইয়া উহা নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, তদ্দ্বারাই উক্ত যজ্ঞাদি কর্ম যথোপযুক্ত সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। আবার ভক্তি-সম্বন্ধের অল্পতা ও আধিক্য অনুসারেই উক্ত ধর্ম-কর্মাদির ফল-তারতম্য ঘটিয়া থাকে, ইহাও বুঝিতে হইবে।

(৩) শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণভক্তি সম্পর্ক বিযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হইলে, শাস্ত্র-বিহিত কোন কর্ম বা কোন ধর্মই সিদ্ধ অর্থাৎ সুফলপ্রদ হয় না।

(৪) অপর কোনও কর্ম্ম বা ধর্মাদিসম্বন্ধ নিরপেক্ষ হইয়া,—কেবল শ্রীকৃষ্ণানুশীলনরূপা শুদ্ধাভক্তি নিজ স্বতন্ত্র প্রভাবেই, জীবের সকল অপূর্ণতা ও সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করিয়া, তদাশ্রিত ভক্তকে পরমানন্দের অধিকার প্রদান-পূর্বক পরম স্থিরতা দান করেন।

অতএব বেদাদি শাস্ত্র বিহিত সমস্ত ধর্ম-কর্মের নিষ্পীড়িত সার অর্থ যাহা, তাহা শাস্ত্র কর্তৃকই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে এই যে,—

স কর্ত্তা সর্বধর্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥
ধর্মো ভবত্যধর্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে॥
(শ্রীহরিভক্তি-বিলাসধৃত—১১ বিঃ। স্কান্দবাক্য।)

ইহার অর্থ,—হে কেশব, সেই ব্যক্তিই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, যে তোমার ভক্ত; আর হে অচ্যুত[১] সেই ব্যক্তিই সর্ব্বপাপের অনুষ্ঠাতা, যে তোমাতে ভক্তিহীন। হে অচ্যুত, হে হরে, তোমার ভক্তগণকর্তৃক অনুষ্ঠিত অধর্মও ধর্ম হয়,[২] এবং তোমার অভক্তগণের আচরিত ধর্মও অধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

১। "ন চ্যুতঃ কথঞ্চিদপি ন ভ্রষ্টো ভবতি ভক্তো যস্মাদিতি তৎ সম্বোধনম্—হে অচ্যুতেতি।"—টীকা। শ্রীমৎ সনাতন।

অর্থ,—যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ভক্ত সেই পরমপদ হইতে চ্যুত বা কিঞ্চিন্মাত্রও ভ্রষ্ট হয়েন না,—ইহাই বিজ্ঞাপিত করাইবার জন্য 'হে অচ্যুত!' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

২। ভক্ত-মহিমার উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থ ইহা বলা হইয়াছে। নচেৎ ভক্তগণ অধর্ম্মাচরণ করিবেন এবং তাহা ধর্মরূপে গণ্য হইয়া যাইবে, এরূপ অভিপ্রায়ে ইহা বলা হয় নাই। যে-হেতু নিষিদ্ধ পাপাচারে ভক্তগণের কখনই প্রবৃত্তি হইতে পারে না,—ইহাই প্রকৃষ্ট ভক্তের স্বভাব। তবে ঐকান্তিক ভক্তগণ কর্তৃক বর্ণাশ্রমাদি স্বধর্ম পরিত্যক্ত হইতে দেখিয়া (গীতা ১৮।৬৬), অজ্ঞতাবশতঃ যদি উহাকেই 'অধর্ম' বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে সেরূপ স্থলে সেই অধর্ম সকলই যে, সেই সকল ভক্তের পক্ষে পরমধর্ম্ম হইয়া থাকে, ইহাই বুঝিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে,—ঐকান্তিক ভক্তগণের পরিত্যক্ত সেই কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া দিয়া ধন্য হইবার জন্য, তিন কোটি মহর্ষি অলক্ষিত ভাবে উহার অপেক্ষায় থাকেন; যথা,—মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্যদি। তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ॥ (শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত পাদ্মবাক্য।—১১। বিঃ।) শ্রীভাগবত—"দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং—" এবং "স্বপাদমূলং—" শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য। (১১।৫।৪১-৪২)।

তাহা হইলে কর্ম বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে,—

(১) ভক্তিই জীবের পরম স্থিতি, সুতরাং পরমধর্ম। ভক্তিই বেদাদি সকল শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য।

(২) ভক্তিই অপর সকল ধর্মের প্রাণ-স্বরূপিণী। ভক্তি-সম্বন্ধের সংযোগ-তারতম্যই অপর ধর্ম্মসকলের উৎকর্ষাপকর্ষের কারণ।

(৩) ভক্তি-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত কোন ধর্মাদিই সিদ্ধ হয় না।

(৪) অপর সমস্ত ধর্ম-সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া একমাত্র ভক্তির আশ্রয় গ্রহণেই, অপূর্ণ জীব, প্রকৃষ্ট পূর্ণতা বা স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভে সমর্থ হয়েন। অতএব—

ভক্তিই জীবের পরমধর্ম।

—০—

চতুর্থ উদ্ভাসন

দেবতা বা উপাস্য-বিচারে শ্রীকৃষ্ণের সর্বদেবত্ব, পরমদেবত্ব এবং সর্বেশ্বরত্ব

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত—সর্ব্বোপরি এই তিনের বিজয়বার্ত্তা 'ত্রয়ী' বা বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য।

ঋক্, যজুঃ, সামাখ্য বেদত্রয় 'ত্রয়ী' নামে পরিকীর্ত্তিত হয়েন।[1] 'ভগবান্' 'ভক্তি' ও 'ভক্ত'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত,—মূলতঃ এই তিনেরই সর্ব্বোপরি বিজয়-বার্ত্তা সমস্ত ত্রয়ীর মধ্যে পবিত্র ত্রিধারার ন্যায় অনুস্যূত হইয়া, তদ্দ্বারাই 'ত্রয়ী' নামের প্রকৃষ্ট সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন।

পরস্পর নিরবিচ্ছিন্ন ও নিত্য-সম্বন্ধে উক্ত তিনই এক এবং একই তিন।

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা,—এই তিনের পরস্পর নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বশতঃ যেমন একের বিদ্যমানে অপর দুইটির বিদ্যমানতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ যেমন জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, জ্ঞেয় থাকিলেই জ্ঞান

১। "ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না—" (গীতা ৯।২১)

ও জ্ঞাতা, জ্ঞাতা থাকিলেই জ্ঞেয় ও জ্ঞানের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত,—এই তিনে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সংবদ্ধ। সর্ব্বোপরি ত্রিবিধ মহা-মহিমার প্রকাশে—এই তিনই এক এবং একই তিন। ইহাদের মধ্যে অপর দুইটিকে ছাড়িয়া কোনও একটির পৃথক সত্তা কল্পনা করা যায় না। যেখানে ভগবানের কথা, সেখানেই ভক্তি ও ভক্ত, যেখানে ভক্তির কথা, সেখানেই ভগবান্ ও ভক্ত, এবং যেখানে ভক্তের কথা, সেইখানেই ভক্তি ও ভগবানের কথা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও নিত্যযুক্তরূপে অবস্থিত জানিতে হইবে।

তাই 'ত্রয়ী' সংজ্ঞক বেদ-সকলের প্রাণকেন্দ্র হইতে উৎসধারার ন্যায় সেই এক 'শ্রীকৃষ্ণ' (একমেবাদ্বিতীয়ম্),'কৃষ্ণভক্তি' ও কৃষ্ণভক্ত'—এই মহামহিমা ত্রয়ের ত্রিধারা উৎসারিত হইয়া সর্বোপরি—সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত সর্ব্ববেদে জয়যুক্ত হইতেছেন,—ইহাই সর্বভাবে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

উক্ত উৎসধারার একই প্রবাহ, অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত পরম সংগোপনে—পরম গুহ্যরূপে হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে সংরক্ষণপূর্বক বেদ সকল উহারই সাঙ্কেতিক শব্দে কিম্বা উহার স্থূল বাহ্যার্থ স্বরূপে—কর্ম্ম, দেবতা ও জ্ঞান, এই ত্রিকাণ্ডাত্মক 'ত্রয়ী' রূপে প্রত্যেক সৃষ্টিকাল হইতে প্রলয়াবধি প্রপঞ্চে ভাস্বর রহিয়াছেন। বেদগুহ্য উক্ত পরম উপাস্য, পরম উপাসনা ও পরম উপাসকরূপ নিগূঢ় ত্রিধারারই সংবাদ আমরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব। এই তিনের সম্মিলিত নাম হইতেছে, এক কথায়—ভাগবতধর্ম্ম। তদ্বিষয়ে পরে সবিস্তারে বলা হইবে।

লৌকিক ও অলৌকিক সকল জ্ঞানের আকর-স্বরূপ এবং জীবের পরম-পুরুষার্থ বা মুখ্য প্রয়োজন ও তৎসাধন নির্ণায়ক বেদ সকল অনাদিকাল হইতে প্রত্যেক সৃষ্টির প্রথমেই, সর্বজ্ঞ ও সর্ব্বকারণ পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় অবলীলাক্রমে প্রাদুর্ভূ'ত হইয়া থাকেন। নিজ আবির্ভাব সংবাদ শ্রুতি নিজেই এইরূপ প্রদান করিয়াছেন যথা,—

"অরেঽস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো-ঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্।"—ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যকে ২।৪।১০)

ইহার অর্থ,—অরে মৈত্রেয়ি! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস এবং পুরাণ প্রভৃতি পূর্বসিদ্ধ মহত-ভুতের অর্থাৎ বিভূরূপ এই পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস স্বরূপ—তাঁহা হইতে অবলীলাক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

বেদ সকল কাহার নিঃশ্বাস হইতে প্রাদুর্ভূত,—অস্পষ্ট বেদ হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না,—উহার সার ও বিস্তারার্থ গীতা ও ভাগবতের সহায়তা ভিন্ন।

অস্পষ্ট বেদবাণীর দুর্বোধতা কি-ভাবে উহার সারার্থ শ্রীগীতা ও বিশদার্থ শ্রীভাগবতে সুস্পষ্ট করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পূর্ব্বে, সর্ব-প্রথম তাহারই একটি দৃষ্টান্ত দিগ্‌দর্শন-স্বরূপ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

উক্ত শ্রুতিতে 'মহতোভূতস্য' বলিয়া অস্পষ্টতার আবরণে বেদ যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতেছেন,—বেদের বিশদার্থ শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার সবিশেষ পরিচয় সুস্পষ্টরূপে আমরা জানিতে পারি,—কে সেই 'মহত-ভূত'—বেদ যাঁহার নিঃশ্বাস হইতে প্রাদুর্ভূত। যথা,—

> সত্রে মমাস ভগবান্ হয়শীরষাথো
> সাক্ষাৎ স যজ্ঞপুরুষস্তপনীয়বর্ণঃ।
> ছন্দোময়ো মখময়োঽখিলদেবতাত্মা
> বাচো বভূবুরুশতীঃ শ্বসতোঽস্য নস্তঃ॥ (শ্রীভাঃ ২।৭।১১)

ইহার অর্থ,—(শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদকে বলিলেন—) সেই যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ আমার যজ্ঞে হয়শীর্ষরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহার অঙ্গকান্তি সুবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল। যাঁহার শরীরে সমস্ত বেদ ও বেদ-বিহিত যজ্ঞ বিরাজিত এবং যিনি যজ্ঞে যজনীয় দেবতাগণের অন্তর্যামী—আত্মা। তিনি যে-কালে

শ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তৎকালে তদীয় নাসাপুট হইতে কমনীয় বেদবাণীর আবির্ভাব হয়।

উক্ত শ্রীভাগবতের প্রকৃষ্ট দিগ্‌দর্শনী-স্বরূপ শ্রীলঘু-ভাগবতামৃত হইতে আমরা তদ্বিষয়ে আরও কিছু জানিতে পারি ; যথা,—

প্রাদুর্ভূয়ৈষ যজ্ঞাগ্নের্দানবৌ মধু-কৈটভৌ।
হত্বা প্রত্যানয়দ্‌বেদান্ পুনর্বাগীশ্বরীপতিঃ ॥

ইহার অর্থ—বাগীশ্বরীপতি এই হয়শীর্ষাবতার ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূত হইয়া, মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে সংহার করিয়া, তৎকর্ত্তৃক অপহৃত বেদকে পুনর্ব্বার প্রত্যানয়ন করেন।[১]

তাহা হইলে উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, দুর্ব্বোধ্য ও অস্পষ্টতার আবরণে আচ্ছাদিত বেদ হইতে উহার প্রকৃষ্ট অভিপ্রায় অধিকাংশ স্থলেই অবগত হওয়া সহজসাধ্য নহে,—উহার সারার্থ ও বিশদার্থ শ্রীগীতা ও শ্রীভাগবতের সহায়তা ব্যতীত।[২]

অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ও তদবতার সকলে অংশী ও অংশরূপে অভিন্ন এবং একাত্ম-সম্বন্ধ।

এ-স্থলে ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় নিখিল

১। নিম্নোক্ত ভাগবতীয় শ্লোক দ্রষ্টব্য ঃ—"তস্মৈ ভবান্ হয়শিরেত্যাদি—"
(ভাঃ ৭।৯।৩৭)।

"বেদান্ যুগান্তে তমসেত্যাদি—" (ভাঃ ৫।১৮।৬)

২। বেদগুহ্য ভাগবদ্ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য যে, গীতা ও ভাগবতেই প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নোক্ত পয়ার হইতেও তাহা বুঝিতে পারা যায় ; যথা,—

"মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম। ঈশ্বরের অভেদ হৈতে 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম। পূর্বে যৈছে কৈল সর্ব্ববিশ্বের সৃজন। অবতরি কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্ত্তন। জীব নিস্তারিল কৃষ্ণ-ভক্তি করি দান। গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥" (শ্রীচৈঃ ১।৬)

অবতারে অংশী ও অংশ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। স্বয়ংরূপ[১] বা স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই ("কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"।—ভাঃ ১।৩।২৮) তদীয় বিলাস[২] স্বাংশাদি[৩] সমস্ত অবতারের 'অবতারী' বা 'অংশী'। অংশীরই ধর্ম অংশে আংশিক রূপে এবং অংশের ধর্ম অংশীতেই পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে। নিখিল ভগবদবতারই 'অবতারী' শ্রীকৃষ্ণেরই 'তদেকাত্মরূপ'[৪] অর্থাৎ ভিন্নাকারে প্রকাশিত হইলেও স্বরূপতঃ তাঁহা হইতে একাত্ম বা অভিন্ন। ("বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্"। ভাঃ ১০।৪০।৭) সুতরাং সকল অবতারই সেই এক সর্ব্বমূল সর্বাদি সর্ব-কারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক প্রকাশ মাত্র। এইজন্য সমস্ত অবতারের সকল লীলা-কার্য্যাদিই শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক লীলা-কার্য্যরূপেই জানিতে হইবে। শ্রীহয়শীর্ষ অবতারও স্বয়ংরূপেরই আংশিক প্রকাশ-বিশেষ ও তদীয় লীলা-কার্য্যাদি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক লীলা-বিশেষ ভিন্ন স্বতন্ত্র কিছু নহে,—ইহাই জানা আবশ্যক।

১। অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে। (লঘুভাঃ ১২)

অর্থ,—অন্য রূপকে অপেক্ষা করিয়া যাঁহার রূপ প্রকট হয় না, অর্থাৎ যিনি স্বয়ংসিদ্ধ,—তাঁহাকেই 'স্বয়ংরূপ' কহে।

২। স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ। প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥ (লঘুভাঃ ১৫)

অর্থ,—স্বয়ংরূপের লীলাবিশেষ হেতু যে অন্যাকারে প্রকাশ এবং যাহা শক্তি প্রকাশেও প্রায় স্বয়ংরূপের সদৃশ, তাঁহাকে বিলাস কহে।

৩। তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। (ঐ ১৬)

অর্থ,—যিনি বিলাস-সদৃশ স্বয়ংরূপের সহিত অভিন্ন হইয়া বিলাস অপেক্ষা ন্যূন শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে 'স্বাংশ' কহে।

৪। যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ। স বিলাসঃ স্বাংশ ইতি ধত্তে ভেদদ্বয়ং পুনঃ ॥ (শ্রীলঘুভাগবতামৃতে)

অর্থ,—যাঁহার রূপ স্বরূপতঃ স্বয়ংরূপে একতা থাকিলেও, আকারাদিতে অন্য রূপের ন্যায় প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে তদেকাত্মরূপ কহে। বিলাস ও স্বাংশ ভেদে তদেকাত্মরূপ দ্বিবিধ।

পরমেশ্বর হইতে প্রথম প্রাদুর্ভূত বেদের অস্পষ্টতার কথা এবং পরে দেব ও ঋষিগণকর্তৃক সুসংস্কৃত করিবার কথা বেদের নিজোক্তি হইতেও জানা যায়।

পরমেশ্বর হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় সর্ব্বপ্রথম প্রাদুর্ভূত বেদ তৎকালে সমুদ্রনির্ঘোষের মতই যে গম্ভীর ও অস্পষ্ট ছিলেন এবং সেই পরমেশ্বরেরই প্রেরণায় পরিচালিত হইয়া, পরে সেই বেদকে মানব-ভাষার উপযোগী করিয়া দেবতা ও ঋষিগণকর্তৃক উহা প্রচারিত হইয়াছে, অন্ততঃ এ-কথার ইঙ্গিতও আমরা সাক্ষাৎ সেই বেদ হইতেই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। তৈত্তিরীয় সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"বাগ্ বৈ পরাচী অব্যাকৃতা অবদৎ। * * তাম্ ইন্দ্রঃ মধ্যতঃ অবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাক্ অভ্যুদ্যতে।" (৬।৬।৪।৭)

ইহার তাৎপর্য্যার্থ,—বেদ প্রথবাবস্থায় অব্যাকৃতা (বা সমুদ্রধ্বনির ন্যায় অস্পষ্ট) ছিল, পরে ইন্দ্রকর্তৃক সেই বেদ প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিশ্লেষণে সংসাধিত হইলে তখন উহা 'ব্যাকৃতা' ভাষায় বা বাক্যরূপে পরিণত হয়। তদবধি ব্যাকৃতা বেদবাক্য ঋষিগণের মুখে অভ্যুদিত হইতেছে।

দেবতা ও ঋষিগণ কেহই বেদের কারক নহেন,— সকলেই স্মারক মাত্র।

পরমেশ্বর হইতে প্রাদুর্ভূত বেদ সকল এইরূপে ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্রাদি দেবতা হইতে ঋষিগণ পর্য্যন্ত সম্প্রদায় বা শিষ্য-পরম্পরায় জগতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছেন। সুতরাং এক সর্বজ্ঞ- সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর ভিন্ন, নিত্য বা সনাতন বেদাদি শাস্ত্রের অপর কেহই যে 'কারক' বা প্রণেতা নহেন,— সকলেই 'স্মারক' অর্থাৎ স্মরণকর্তা মাত্র—ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক। তাই শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে যথা,—

"ব্রহ্মাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মারকাঃ ন তু কারকাঃ।"

(শ্রীগোবিন্দভাষ্যধৃত স্মৃতিবাক্য)

পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কোনও পুরুষ অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষ কর্তৃক বেদ-সকল কৃত নহেন বলিয়াই এইজন্য বেদকে 'অপৌরুষেয়' বলা হইয়া থাকে। আর সেই বেদকর্তা ও বেদময় পরমেশ্বর যে, সর্বমূল—সর্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণই, এ-কথা পূর্বে আমরা গীতোক্ত তদীয় শ্রীমুখের সুস্পষ্ট বাণী হইতেও অবগত হইয়াছি এবং সেই কথাই এ-স্থলে অপর শাস্ত্রবাক্য হইতেও জানিতে পারিব। শ্রীকৃষ্ণের সহস্রনাম-স্তোত্র মধ্যে শব্দব্রহ্মরূপ বেদ বিষয়ে তৎকর্ত্তৃত্ব ও তদীয় অভিন্ন সম্বন্ধের কথাই নিম্নোদ্ধৃত নামসকল হইতেও স্পষ্টই ধ্বনিত হইয়া থাকে ; যথা,—

"অনন্তমন্ত্রকোটীশ শব্দব্রহ্মৈক পাবকঃ।
আদিবিদ্বান্ বেদকর্ত্তা বেদাত্মা শ্রুতিসাগরঃ॥"

(শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ৪।৩।৬৫)

অস্পষ্ট বেদ সকলকে মনুষ্যের বোধোপযোগী কথঞ্চিৎ সুস্পষ্ট করা হইলেও উহাকে আবার পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত করা হইয়াছে।

তাহা হইলে, পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসতুল্য সেই অস্পষ্ট বেদধ্বনিকে পরে দেবতা ও ঋষিগণ 'ব্যাকৃত' ভাষায় অর্থাৎ বাক্যে পরিণত করিয়া উহা মনুষ্যের বোধোপযোগী করিয়াছেন,—এ-সংবাদ আমরা অবগত হইলাম, তথাপি ইহাও জানা যায় যে, উক্ত প্রকারে সেই বেদভাষা মনুষ্যের পক্ষে কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইলেও, উহার মুখ্য অভিপ্রায় বা যথার্থ অর্থ মনুষ্যের পক্ষে গ্রহণ করা সহজসাধ্য হয় নাই ; তাহার কারণ এই যে,—সেই পরমেশ্বরেরই ইচ্ছা ও প্রেরণাদ্বারা পরিচালিত হইয়া, বৈদিক ঋষিগণ বেদের মুখ্যতাৎপর্য্য আচ্ছাদন-পূর্বক, পরোক্ষভাবে—অস্পষ্টরূপেই যে, উহা

প্রচার করিয়াছেন, এ-কথাও বেদ যাঁহার নিঃশ্বাস, সেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বা শ্রীভগবানের বাক্য হইতেই আমরা বিদিত হইতে পারি ; যথা, —

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ড-বিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্ ॥ (শ্রীভাঃ ১১।২১।৩৫)

ইহার অর্থ,—কর্ম, দেবতা ও জ্ঞান—এই ত্রিকাণ্ডাত্মক সমস্ত বেদই ব্রহ্ম *অর্থাৎ পরতত্ত্ব—পরমেশ্বর বিষয়ক হইলেও,* ঋষিগণ তদ্বিষয়ে পরোক্ষবাদী হইয়াছেন ; অর্থাৎ উহার মুখ্যার্থ আচ্ছাদন-পূর্ব্বক অস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। যে-হেতু তদ্বিষয়ে পরোক্ষই আমার প্রিয়।

শ্রীকৃষ্ণ ও তদাত্মক-ধর্ম বা ভাগবত-ধর্মই সমস্ত বেদের সর্বসার-সম্পদ হইলেও, পরোক্ষতার আবরণ জন্য উহা বাহ্য দৃষ্টি দ্বারা বোধগম্য হয় না।

সুতরাং স্থিরভাবে চিন্তা করিলে এই সুস্পষ্ট শ্রীমুখের বাণী হইতে বুঝিতে পারা যায়,—এক শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্ম—পরমেশ্বরই হইতেছেন কাণ্ডত্রয়াত্মক বেদের বিষয়বস্তু বা মুখ্য তাৎপর্য্য। তবে যে, কর্মকাণ্ডে যাগ যজ্ঞাদির বিষয় এবং দেবতাকাণ্ডে ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনাদির বিষয় ভিন্ন উহাতে পরমেশ্বর বা ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বিষয়ের সুস্পষ্ট কোনও উল্লেখ দেখা যায় না, তাহার কারণ এই যে, সেই বেদধ্বনিকে বেদভাষায় পরিণত করিয়া উহার প্রচারকালে, পরমেশ্বরেরই অভিপ্রায়ের বা প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া, বৈদিক ঋষিগণ উহার মুখ্যার্থ অপরোক্ষভাবে অর্থাৎ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ না করিয়া, পরোক্ষভাবে অর্থাৎ অস্পষ্টতার আবরণে আচ্ছাদন-পূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছেন। এইজন্য পূর্বোক্ত 'ত্রয়ী'-সংজ্ঞক ভাগবতধর্মই সমস্ত বেদের মুখ্য-তাৎপর্য্য হইলেও, উহা পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত থাকায়, সেই সকল সাঙ্কেতিক শব্দ ও 'হেঁয়ালী' ভাষার নিগূঢ় রহস্য ভেদ করা একান্তই কঠিন ব্যাপার। সুতরাং কেবল স্থূল বা বাহ্যদৃষ্টি দ্বারা বেদের

যথার্থ অর্থ ও অভিপ্রায় উদ্ঘাটন করা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এ-স্থলে পরোক্ষবাদ দ্বারা বেদের নিগূঢ়ার্থ আবরণের এবং সুস্পষ্ট অর্থ দ্বারা শ্রীভাগবতের উহার উদ্ঘাটনের একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। পূর্বোক্ত (৪৫ পৃষ্ঠায়) "তস্মাদিদন্দ্রো—" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ইন্দ্রাদি দেবতা বাচক শব্দসকল যে পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত সর্বান্তর্যামী পরম-ঈশ্বরেরই সাঙ্কেতিক নাম, এ-বিষয়ে যতটা বুঝিতে পারা গিয়াছিল, এক্ষণে শ্রীভাগবতোক্ত "বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়া"—ইত্যাদি শ্লোক হইতে সেই পরোক্ষ-বাদের কথা আরও সুস্পষ্টরূপে আমরা বুঝিতে পারিলাম। অধিকন্তু উক্ত শ্রুতিবাক্যে "পরোক্ষপ্রিয়া ইব দেবা" অর্থাৎ "দেবতারা পরোক্ষ প্রিয়"—এই দেবতা শব্দের অন্তরালে যাঁহার ঐ পরোক্ষ প্রিয়তার কথা আবৃত রাখা হইয়াছিল, উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে "পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্" অর্থাৎ "পরোক্ষতা আমার প্রিয়"—এই সাক্ষাৎ শ্রীমুখের উক্তি হইতে সেই পরোক্ষ প্রিয় দেবতার প্রকৃষ্ট পরিচয় অবগত হওয়া যাইতেছে। তাহা হইলে বুঝিলাম, দেবতা শব্দের আবরণে শ্রীকৃষ্ণেরই পরোক্ষ-প্রিয়তার কথা আবৃত রাখা হইয়াছে। বিশেষতঃ উক্ত স্থলে ইন্দ্রাদি নামের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায় ইন্দ্রাদি দেবতার পক্ষে পরোক্ষপ্রিয় হওয়া সেরূপ সিদ্ধ হয় না, যেরূপ সর্বান্তর্যামী—অনুক্তনামা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে হইয়া থাকে,—ইহাও স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিবার বিষয়।

অতএব (১) এক শ্রীকৃষ্ণই যে বেদোক্ত সমস্ত দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছেন, কিম্বা (২) সমস্ত দেবতাই তদীয় বিভূতি-স্বরূপ হওয়ায়, তাঁহাদিগের অন্তর্যামীরূপে সেই এক সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্বপ্রেরক শ্রীকৃষ্ণই যে সমস্ত দেবতাকাণ্ডের নির্দ্দেশ্যবস্তু,—এ-কথা ক্রমশঃই আমরা অধিকতর সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

সাক্ষাৎ বেদবাক্য হইতেও উক্ত পরম সত্যের কোথাও বা ঈষৎ ও ক্বচিৎ সুস্পষ্ট প্রকাশ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

মেঘাচ্ছন্ন নীলাম্বরে সুধাকর আবৃত থাকিলেও, তরল কিম্বা ছিন্নমেঘের অবকাশে যেমন কোথাও ঈষৎ প্রকাশ, ক্বচিৎ বা উহার সুস্পষ্ট প্রকাশ পরিদৃষ্ট হয়,—সেইরূপ পরোক্ষ-ঘনাবৃত বেদাকাশের মধ্যে কৃষ্ণ-সুধাকর আচ্ছাদিত থাকিলেও, স্থলবিশেষে কোথাও ঈষৎ কিম্বা কোথাও বা সুস্পষ্ট প্রকাশ যে, একেবারেই পরিদৃষ্ট হয় না, এমনও নহে। তাই বেদের স্থলবিশেষে দেখা যায়,—কেবল ইন্দ্র নামই নহে,—অগ্নি, যম, বসু প্রভৃতি দেবতা-বাচক নাম সকলও যে, সেই এক পরমাত্ম-স্বরূপের নামরূপেই কল্পিত হইয়াছে, বেদের নিজোক্তি হইতেও তাহা বুঝিতে পারা যায়; যথা,—

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ। (ঋগ্বেদ অঃ ২।৩।২২)

ইহার অর্থ,—বিপ্রগণ সেই এক সদ্বস্তু পরমাত্মাকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি বহু নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

তাহা হইলে সেই এক পরমাত্মবস্তুই দেবতাবাচক নাম সকল দ্বারা সাঙ্কেতিক অথবা সেই দেবতার অন্তর্যামীরূপে তিনিই যে, নির্দ্দেশ্য হইয়াছেন,[১] এ স্থলে সেই কথাই ঈষৎ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, বুঝা যায়।

বেদোক্ত সেই অস্পষ্ট পরমাত্মবস্তুই যে শ্রীকৃষ্ণ,—উহার বিশদার্থ শ্রীভাগবত হইতেই তাহা সুস্পষ্টরূপে বিদিত হওয়া যাইবে।

কথঞ্চিৎ আবৃতরূপে কিঞ্চিৎ প্রকাশিত সেই এক পরমাত্ম-বস্তুর প্রকৃষ্ট

১। "যে তু সর্ব্বদেবতাসু মামেবান্তর্য্যামিণং পশ্যন্তো যজন্তি, তে তু নাবর্ত্তন্তে।"—(স্বামিপাদ টীকা। গীতা ৯।২৪)

পরিচয়,—বেদের সুস্পষ্ট ও বিশদার্থ শ্রীভাগবতই আমাদিগকে প্রদান করিবেন। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি ; যথা,—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।

জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ (শ্রীভাঃ ১০।১৪ ৫৫)

ইহার অর্থ,—হে রাজন্! তুমি এই ব্রজেন্দ্রনন্দন-কৃষ্ণকে নিখিল দেহীদিগের আত্মারও পরমাত্মা বলিয়া বিদিত হও। তিনি তথাবিধ হইয়াও জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত নিজ অচিন্ত্য ইচ্ছা ও কৃপাশক্তি দ্বারা এই জগতে দেহধারীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। (বস্তুতঃ এই প্রকাশ কর্মাধীন মনুষ্যতুল্য নহে। ইহা তদীয় স্বরূপভূতা যোগমায়াশক্তিকৃত।)

আরও বিশদরূপে বলিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণ কেবল যে নিখিল জীবাত্মারও পরমাত্মা তাহা নহে,—অন্তো সমস্ত জড়বস্তুর এবং আদিতে তদেকাত্ম ভগবদ্রূপ সকলের পরম কারণও তিনিই। তাহাই অবগত করাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বব্যাপকত্ব ও সর্ব্বকারণত্ব বিষয়ে বলিতেছেন,—

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।

ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥ (শ্রীভাঃ ১০।১৪।৫৬)

ইহার অর্থ,—এই জগতে তত্ত্বতঃ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাদৃশ বিচারজ্ঞ মহানুভবদিগের পক্ষে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল বস্তুর সহিত শ্রীনারায়ণাদি ভগবদ্রূপ সকল শ্রীকৃষ্ণরূপেরই অন্তর্ভূত বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন। অধিক কি, তাঁহাতে যে বস্তু নাই—এমন কোন বস্তুর সত্তাই নাই।

সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।

তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তুরূপ্যতাম্ ॥

(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৫৭)

ইহার অর্থ,—হে রাজন! স্থাবর জঙ্গম অথবা প্রাকৃতাপ্রাকৃত নিখিল বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্ব, তাহা তৎসত্তাশ্রয় উপাদান কারণেই অবস্থিত। সেই

সমস্ত কারণেরও কারণ আবার তত্তৎসর্ব্বশক্তিমান্— ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণাতিরিক্ত বস্তু কি আছে, তাহা নিরূপণ কর ; অর্থাৎ কিছুই নাই জানিও।

বেদোক্ত সকল দেবতাই যে পরব্যোমাধীশ কোনও এক পরম দেবতার আশ্রিত,—শ্রুতিতেও এ-কথার সুস্পষ্ট উল্লেখ।

বেদোক্ত সমস্ত দেবতাই যে কোনও এক পরব্যোমাধীশ পরম দেবতাতে প্রতিষ্ঠিত বা তদাশ্রিত রহিয়াছেন,—এই কথাটি স্পষ্টভাবেই কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতার আবরণে শ্রুতি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন ; যথা,—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্[১]
যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ (শ্বেতাশ্বতর ৪।৮)

ইহার অর্থ,—সকল দেবতা, ঋগাদি চতুর্ব্বেদ প্রতিপাদ্য সর্ব্বব্যাপক এক পরমব্যোমাধীশ অচ্যুতবস্তু বা পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহাকে যিনি জানেন না, তিনি ঋক্ মন্ত্রাদি দ্বারা কি করিবেন ? অর্থাৎ তাঁহাদিগের বেদ-বিদ্যালাভের কিছুই সার্থকতা নাই। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারাই কৃতার্থ হয়েন।

তাহা হইলে কেবল বেদের বাহ্যার্থ গ্রাহ্য দেবতারাই যে দেবতাকাণ্ডের মুখ্য তাৎপর্য্য নহেন,—সমস্ত দেবতাই যে কোন এক পরম দেবতা বা পরমেশ্বরেরই আশ্রিত, অন্ততঃ একথা উক্ত শ্রুতির নির্দ্দেশ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। তবে সকল দেবতার আশ্রয়স্বরূপ কে সেই পরম দেবতা ? —ইহাই অস্পষ্ট রাখা হইয়াছে এখানে।

১। "পরমেব্যোমন্—পরমব্যোমাভিধে মহাবৈকুণ্ঠে ; কীদৃশে ? অক্ষরে নিত্যরূপে।" —(শ্রীজীবঃ ক্রমসন্দর্ভঃ ১০।১৩।২৭)

শ্রুতিবিশেষে সুস্পষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণকেই সেই 'পরম-দেবতা' বলিয়া নির্দ্দেশ।

উক্ত প্রকারে তরল মেঘাবৃত শশধরের ন্যায় কিঞ্চিৎ স্পষ্ট ও কিঞ্চিৎ আবৃতরূপে সেই পরম দেবতাকে নির্দ্দেশ করিয়া, আবার স্থলবিশেষে ছিন্ন মেঘের অবকাশে সুধাকরের সুস্পষ্ট প্রকাশের ন্যায় অতি সুস্পষ্টরূপেই তাঁহাকে প্রকাশ করা হইয়াছে,—ইহাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে; যথা—

"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ। তং ধ্যায়েৎ, তং রসেৎ, তং ভজেৎ, তং যজেৎ ইতি। (শ্রীগোপালতাপনী। পূর্ব্ব ৫৪)

ইহার অর্থ,—অতএব শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন পরম দেবতা। তাঁহাকে ধ্যান অর্থাৎ স্মরণ করিবে, তাঁহাকে কীর্ত্তন বা তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিবে, তাঁহাকে ভজন করিবে, অর্থাৎ ব্যজনাদি দ্বারা সেবা করিবে, পাদ্যার্ঘাদি দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবে।

তাহা হইলে, এ বিষয়ের কেবল দিক্‌দর্শনার্থ এ-পর্য্যন্ত সংক্ষেপে যাহা কিছু আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে বেদাদি শাস্ত্রের মুখ্য অভিপ্রায় যে, একমাত্র সর্বমূল সর্বকারণ শ্রীকৃষ্ণই; ইহা সর্বভাবেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া, শ্রুতিসকল প্রায়শঃ স্বরূপ-লক্ষণে নির্দ্দেশ না করিয়া কিঞ্চিৎ আবরণ পূর্ব্বক তটস্থ-লক্ষণে অর্থাৎ কেবল কার্য্য দ্বারা তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

তাই দেখা যায়, বেদ ও বেদশির শ্রুতি সকল দুর্ব্বোধতার ও তদুপরি পরোক্ষতার দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত রাখিয়াও,—সেই এক সর্ব্বাত্মক সর্ব-মূল শ্রীকৃষ্ণকে স্থলবিশেষে ক্বচিৎ সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার সেই পরোক্ষপ্রিয় দেবতার প্রসন্নতার নিমিত্ত, সেই সুস্পষ্টতাকেই ঈষৎ

অস্পষ্ট করিয়া, অনেক স্থলেই তদীয় ভাবে বিভোর শ্রুতিসকল তাঁহারই জয়গানে মুখরিত হইয়াছেন ; যথা,—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ (শ্বেতাশ্ব° উ° ৬।৭)

ইহার অর্থ—সেই দেবকে আমরা ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর, দেবতাদিগের পরম দেবতা, প্রভুদিগের প্রভু, শ্রেষ্ঠ হইতেও পরম শ্রেষ্ঠ স্তবনীয় ভুবনেশ্বর বলিয়া জানি।[১]

সেই ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর ও দেবতাদিগের পরম দেবতা যিনি, তিনি পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া, তাই উক্ত বন্দনা শ্লোকে যদিও স্বরূপ-লক্ষণে[২] স্পষ্টতঃ তাঁহার নাম রূপাদির উল্লেখ করা হয় নাই,—কেবল বিশেষণেই সবিশেষ বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু দেখা যায় পরবর্ত্তী একটি শ্লোকে তটস্থ-লক্ষণে অর্থাৎ কার্য্য দ্বারা তদীয় সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে ; যথা,—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিনোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥ (শ্বেতাশ্ব° উ° ৬।১৮)

ইহার অর্থ,—যিনি লোকসৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং সেই ব্রহ্মাকে যিনি বেদসকল উপদেশ করেন,—সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক দেবকে আমি (সংসার পাশ) মুক্তির নিমিত্ত আশ্রয় করি।

১। এই স্তুতিটির পরবর্ত্তী উক্তিগুলিও ভক্তজনের দ্রষ্টব্য ও আস্বাদ্য।

২। 'স্বরূপ-লক্ষণ আর তটস্থ-লক্ষণ। এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ॥ আকৃতি প্রকৃতি—এই স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্য দ্বারায় জ্ঞান—এই তটস্থ-লক্ষণ॥' (শ্রীচৈ° ২।২০)

তাহা হইলে উক্ত শ্রুতির নির্দ্দেশ হইতে তটস্থ-লক্ষণে অর্থাৎ কার্য্যদ্বারা পরিচয়ে জানা যাইতেছে,—তিনিই সেই দেবতাদিগের পরম দেবতা, যিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহাকে বেদোপদেশ করিয়াছেন। এখন দেখা যাক্ কে সেই ব্রহ্মার স্রষ্টা ও বেদোপদেষ্টা। তাহা অবগত হইতে পারিলেই স্বরূপ-লক্ষণেও তাঁহার সুস্পষ্ট পরিচয় জানা যাইবে।

অনাবৃত বেদ-স্বরূপ শ্রীভাগবত কর্ত্তৃক তাঁহাকে সুস্পষ্ট স্বরূপ-লক্ষণে নির্দ্দেশ।

বেদের বিস্তারার্থ শ্রীভাগবতই আমাদিগকে সেই পরিচয় স্পষ্টরূপে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীভাগবত হইতে আমরা জানিতে পারি, সর্বাবতারী —স্বয়ংরূপ-পরতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই লোক-সৃষ্টির ইচ্ছায় প্রথমে ত্রিবিধ পুরুষাবতার-রূপ[১] প্রকট করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ত্তের অন্তর্যামী, সেই প্রদ্যুম্নাখ্য দ্বিতীয় পুরুষাবতারের নাভি-কমল হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয়; যথা—

১। 'জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্—' ইত্যাদি। (ভা° ১।৩।১)

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥ (লঘুভাগবতামৃতধৃত—সাত্বততন্ত্র বাক্য)।

[টীকা—বিষ্ণোরিতি—স্বয়ংরূপস্যেত্যর্থঃ। একং মহতঃ স্রষ্টৃ—প্রকৃতেরন্তর্যামি সঙ্কর্ষণরূপং, দ্বিতীয়ং—চতুর্ম্মুখস্যান্তর্যামি প্রদ্যুম্নরূপং, তৃতীয়ং—সর্বজীবান্তর্যামী অনিরুদ্ধরূপম্ (শ্রীবলদেব)

অর্থ,—বিষ্ণু অর্থাৎ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের পুরুষ নামক ত্রিবিধরূপ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে যিনি মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা—প্রকৃতির অন্তর্যামি, তাঁহাকে সঙ্কর্ষণাবতার বা প্রথম পুরুষ বলে। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের বা সমষ্টিজীব অর্থাৎ হিরণ্যগর্ত্ত ব্রহ্মার অন্তর্যামি, তাঁহাকে প্রদ্যুম্ন-অবতার বা দ্বিতীয় পুরুষ বলে এবং যিনি সর্বভূতের অর্থাৎ ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামি, তাঁহাকে অনিরুদ্ধাবতার বা তৃতীয় পুরুষ বলে। এই ত্রিবিধ পুরুষকে জানিলে সংসার বিমুক্তি হয়।

যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ ॥ (শ্রীভা° ১।৩।২)

ইহার অর্থ,—সেই দ্বিতীয় পুরুষাখ্য ভগবান্ যোগনিদ্রা বিস্তারপূর্বক একার্ণবে শয়ন (বিশ্রাম) করিলে, যাঁহার নাভি-পদ্ম হইতে স্থূল-বিশ্বের স্রষ্টা ব্রহ্মার আবির্ভাব হইয়াছিল।

পূর্বে হয়শীর্ষাবতার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, অবতারী শ্রীকৃষ্ণে ও তদবতার সকলে অভিন্নতা বা একাত্মতাবশতঃ বিলাস ও অংশাবতারগণের কার্য্য সকল, অংশী শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক কার্য্যরূপেই জানা আবশ্যক। এইজন্য মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই ব্রহ্মার জন্ম বুঝিতে হইবে। শ্রীমদুদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নিজ বাক্য হইতেও ইহা বুঝিতে পারা যায় ; যথা,—

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে
পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং
যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥
(শ্রীভা° ৩।৪।১৩)

ইহার অর্থ,—সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার নাভিপদ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মাকে আমার মহিমা অর্থাৎ লীলাদি-ব্যঞ্জক পরমজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলাম, যে জ্ঞানকে সাধুজন 'ভাগবত' বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মার স্রষ্টা ও বেদোপদেষ্টা।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কেবল তটস্থ-লক্ষণে অর্থাৎ কার্যদ্বারা পরিচয়ে, শ্রুতি যাঁহাকে ব্রহ্মার স্রষ্টা ও তাঁহার বেদোপদেষ্টা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্বরূপ-লক্ষণে শ্রীভাগবত হইতে এখন আমরা তাঁহারই সুস্পষ্ট পরিচয় অবগত হইলাম যে,—তিনিই শ্রীকৃষ্ণ মূলতঃ সেই শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন ব্রহ্মার স্রষ্টা ও বেদোপদেষ্টা।

বেদ ও ভাগবতের একার্থ বাচকতা।

পূর্বোক্ত পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেও, এ-স্থলে অপর একটি সংশয় হইতে পারে এই যে,—শ্রীকৃষ্ণই যে ব্রহ্মার স্রষ্টা ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইলেও, তিনি ব্রহ্মাকে যাহা উপদেশ করিলেন, তাহাকে 'বেদ' নামে উল্লেখ না করিয়া, সাধুগণ 'ভাগবত' বলিয়া কীর্ত্তন করেন,—এই উক্তি হইতে, শ্রীকৃষ্ণই যে ব্রহ্মার বেদোপদেষ্টা তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিয়া যাইতেছে না কি ?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—সেই ভাগবতেই অন্যত্র শ্রীমদুদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নিজোক্তি হইতেই উক্ত সংশয় সম্পূর্ণ অপনোদন হইয়া যাইবে। তদীয় নিজ বাক্য হইতেই আমরা বুঝিতে পারিব, তিনিই সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মাকে বেদোপদেশ করিয়াছেন।[১] যথা,—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥ (শ্রীভা° ১১।১৪।৩)

ইহার অর্থ,—মদাত্মক অর্থাৎ মন আমাতেই আবিষ্ট হয়, এতাদৃশ মৎবিষয়ক ধর্ম্ম (অর্থাৎ হ্লাদিনীসারভূতা ভক্তি বা ভাগবত-ধর্ম্ম) যাহা আমি আদিতে (ব্রাহ্মকল্পে) ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলাম ; 'বেদ' নামক সেই বাণী কালধর্মে লুপ্ত ও প্রলয়ে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত ভাগবতই 'বেদ' নামে এবং অনাচ্ছাদিত বেদই 'ভাগবত' নামে অভিহিত হয়েন।

তাহা হইলে এতদ্বারা উক্ত সংশয় অপনোদনের সহিত অধিকন্তু আমরা আরও কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিতেছি এই যে,—এ-স্থলে 'বেদ' ও

১। শ্রীভাগবতের মঙ্গলাচরণ শ্লোকেও (১।১।১) 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে—' অর্থাৎ এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দে বেদ ; আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে যিনি বেদ বিস্তার করেন,—এই উক্তি হইতেও, শ্রীকৃষ্ণই যে ব্রহ্মার বেদোপদেষ্টা ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

'ভাগবত' শব্দ একার্থ বাচকরূপেই পরিদৃষ্ট হইতেছে। একটু স্থিরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—শ্রীকৃষ্ণ আদিতে ব্রহ্মাকে যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহা তৎকর্ত্তৃক স্পষ্টতঃ 'বেদ' নামেই ('বাণীয়ং বেদ সংজ্ঞিতা') উল্লেখ করা হইয়াছে ; আবার ব্রহ্মাকে উপদিষ্ট সেই বাণীকেই সাধুগণ 'ভাগবত' নামেই কীর্ত্তন করেন (যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি') স্পষ্টতঃ ইহারও উল্লেখ দেখা যাইতেছে। তাহা হইলে 'বেদ' ও 'ভাগবত' শব্দের একার্থ বাচকতা দ্বারা উভয়ের অভিন্নতাই এ-স্থলে স্বতঃ প্রমাণিত হইয়া পড়িতেছে।[১]

বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত 'যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং—' (শ্বেতাশ্ব° ৬।১৮) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের প্রকৃষ্ট অর্থ স্বরূপ, ঠিক অনুরূপ শ্রুতিবাক্য দ্বারা এবং অধিকন্তু উহাতে স্পষ্টতঃ 'কৃষ্ণঃ' শব্দের উল্লেখ দ্বারা—শ্রীকৃষ্ণই যে ব্রহ্মার বেদোপদেষ্টা, এ-কথা যেমন সংশয়াতীতরূপে শ্রুতি হইতেই প্রমাণিত হইয়া থাকে, সেইরূপ উহাতে 'যো বৈ বিদ্যাস্তস্মৈ গাপয়তি স্ম'—অর্থাৎ 'যিনি গোপালবিদ্যাত্মক বেদ, (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলা-তত্ত্বাত্মক ভাগবত)[২] ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছেন'—এই উক্তি দ্বারা, বেদ ও ভাগবতের অভিন্নতা সংবাদ, এইরূপে সাক্ষাৎ শ্রুতি হইতেই প্রচারিত হইয়াছে, দেখা যাইবে ; যথা,—

১। শ্রীভাগবত যে সর্ব্ববেদস্বরূপ সুতরাং বেদ হইতে অভিন্ন,—এ-কথা ভাগবতে অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে ; যথা,—

'ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।' (ভাঃ ১।৩।৪০ এবং ২।১।৮)

অর্থ,—ভাগবত নামক এই পুরাণ—যাহা সর্ব বেদার্থ-স্বরূপ।

২। শ্রীশুকদেব মুখপদ্ম-নির্গত শ্রীকৃষ্ণ-কথাত্মক শ্রীভাগবতকে শ্রীগোপালদেবের কথা বলিয়াই শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ তদীয় বৃঃ ভাগবতামৃতের টীকায় (১।১।১৭) উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা—

'শ্রুতায়াঃ শ্রীশুকদেব মুখপদ্মাদাকর্ণিতায়া গোবিন্দস্য শ্রীগোপালদেবস্য কথায়া'—ইত্যাদি।

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বিদ্যাস্তস্মৈ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমমুং প্রপদ্যে॥ (শ্রীগো০ উ০। পৃ০ ২৬)

ইহার অর্থ,—যে শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়াছেন এবং তিনি ব্রহ্মাকে গোপালবিদ্যা (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ লীলাত্মক) ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন, সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক দেবকে মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ শরণ গ্রহণ করিবে।

সুতরাং এখন অন্ততঃ এ·কথা বলিবার পক্ষে বাধা থাকিতেছে না যে,—যাহা অস্পষ্টতা ও পরোক্ষবাদ দ্বারা আবৃত 'ভাগবতধর্ম'—তাহাই 'বেদ' নামে এবং যাহা সুস্পষ্ট ও অনাবৃত 'ভাগবতধর্ম'—তাহাই 'ভাগবত' নামে কীর্ত্তিত; অতএব উভয়ে উক্ত বৈশিষ্ট্যের সহিত একার্থ বাচকই হইতেছেন। এই কথাটি আরও পরিষ্কাররূপে বলিতে হইলে ইহাই বলিতে পারা যায় যে,—আচ্ছাদিত ভাগবতধর্মই 'বেদ' নামে এবং অনাচ্ছাদিত ভাগবতধর্মই 'ভাগবত' নামে কথিত হয়েন। বেদ ও ভাগবতে এই বৈশিষ্ট্য। ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে পারিলে, পরে ইহার বিস্তারিত আলোচনাস্থলে এই বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্টরূপে আমরা বুঝিতে পারিব।

সৃষ্টির আদিতে স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক বেদোপদেশের কথা স্পষ্টই বিদিত হওয়া গিয়াছে। আবার শ্রীভাগবতে—'ইদং' ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্' (২।৭।৫১) ইত্যাদি শ্লোকে, ব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিয়াছেন, 'হে নারদ! তোমাকে যাহা উপদেশ করিলাম ইহার নাম 'ভাগবত'। ইহাই পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ আমাকে উপদেশ করেন।' অন্যত্র শ্রীসূতমুনির উক্তি হইতেও সেই কথাই জানা যায়; যথা,—

প্রাহ ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
ব্রহ্মণে ভগবৎপ্রোক্তং ব্রহ্মকল্প উপাগতে॥ (২।৮।২৭)

অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সর্ববেদার্থস্বরূপ 'ভাগবত' নামক পুরাণ —শ্রীভগবান্ যাহা বলিয়াছিলেন,—ইত্যাদি।

অতএব শ্রীকৃষ্ণই যে, আদিদেব ব্রহ্মারও স্রষ্টা ও বেদোপদেষ্টা গুরু, সুতরাং তিনিই বেদোক্ত সেই পরম দেবতা,—ইহাই সর্ব্বভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে।

বেদাদি সর্বশাস্ত্রে 'বিষ্ণু' শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দ্দেশ।

শ্রীভাগবত যেমন বেদেরই বিশদ ও সুস্পষ্ট অর্থ, সুতরাং বেদ হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ শ্রীগীতাও যে, সেই বেদেরই সারার্থ, এ-কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। শাস্ত্রেও গীতাকে চতুর্বেদের সারার্থ বলিয়াই ঘোষণা করিতে দেখা যায়; যথা,—

চতুর্ণামেব বেদানাং সারমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুনা।
ত্রৈলোক্যস্যোপকারায় গীতাশাস্ত্রং প্রকাশিতম্ ॥
(শ্রীহরিভ° ধৃত, ১৬ বি°। স্কান্দ বাক্য।)

ইহার অর্থ,—চতুর্বেদের সারার্থ শ্রীবিষ্ণুকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়া, ত্রিলোকের উপকারের জন্য গীতাশাস্ত্ররূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

উক্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে গীতাকে যেমন সমস্ত বেদের সারার্থ—সুতরাং বেদ হইতে অভিন্ন বলিয়াই জানা যাইতেছে, তৎসঙ্গে 'বিষ্ণুনা' এই উক্তি দ্বারা ইহাও প্রতিপাদিত হইতেছে যে,—সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রে 'বিষ্ণু' নামে যিনি কীর্ত্তিত হইয়াছেন,[১] গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণই সেই বিষ্ণু।

পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া, ('পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্'। ভা° ১১।২১।৩৫)

১। বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ বিষ্ণুঃ সর্বত্র গীয়তে ॥ (শ্রীহরিবংশে)

অর্থ,—বেদে, রামায়ণে, পুরাণে এবং মহাভারতাদি শাস্ত্রে,—আদি, মধ্য ও অন্তে—সর্বত্র শ্রীবিষ্ণুই কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভজনানন্দী মহাত্মা

শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধুদাস বাবাজী মহারাজের

এই পুস্তিকা সম্বন্ধে

অভিমত

শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহাশয়ের ভক্তিরস-হৃদয়-সিন্ধুত্থিত নিশান্ত-লীলামৃত মানসিক সেবাপর সাধকগণের এক অতীব প্রয়োজনীয় এবং উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে। ইহাতে শ্রীমদ্‌-গৌরচন্দ্রের তদ্ভাবাঢ্যলীলার রীতি, গুরুদেব-নিষ্ঠা, সাধকের স্বীয় সিদ্ধ-স্বরূপে সুষ্ঠু চিন্তন, শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টী গুণ, শ্রীবার্ষভানবীর পঞ্চবিংশতি গুণ, মঞ্জরীগণের সেবা-রীতি, বিশুদ্ধ প্রীতি, শ্রীরাধার করুণা ও সখী-প্রেম, ইত্যাদি অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় নিশান্ত লীলাতেই সন্নিবেশীত করা হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। ইতি—

শ্রীকৃপাসিন্ধুদাস

ভাগবত নিবাস

Publications :

Swami B. H. Bon Maharaj
following BOOKS:

1. The Gita :
   As a Chaitanyite reads it.
2. Sri Chaitanya. ...
3. The Search. ..
4. My First Year in England...
5. English Translation of
   "Bhakti-rasamrta-sindhuh" ..
6. Gedanken ueber den Hindu
7. Die Antwort der Religionen
8. বেদের পরিচয়
9. পরম ধর্ম্ম
10. বৈকুণ্ঠের পথে
11. বিরহ বেদনা
12. ব্রহ্মর্ষি রজনীকান্ত
13. ব্রজধামে

শ্রীহরিনাম প্রেস, বৃন্দাবন